শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
পরম সহায়।

বৈষ্ণব কল্প।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অকাতরে প্রেম দেয় বৈষ্ণব গোঁসাই।
এমন দয়াল দাতা ভবে আর নাই॥

শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী॥
সম্পাদক।
পোষ্ট ফুলহরি, ফুলহরি আখড়া
জিলা যশোহর।

প্রথম সংস্করণ।
সন ১৩১৪ সাল।

শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ জয়তাং।

বৈষ্ণব কল্প।

দ্বিতীয় খণ্ড।



মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের মহিমা কীর্ত্তন।

শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী

সম্পাদক।

পোঃ ফুলহরি, ফুলহরি আখড়া;

জেলা যশোহর।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ।।০ আনা।

কুমারখালী।

মথুরানাথ যন্ত্রে শ্রীকুঞ্জলাল দাস দ্বারা

মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রস্তাবনা।

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপ সাগ্রজাতং
সহগণ রঘুনাথা ন্বিতং তং সজীবং,
সাদ্বৈতং সাবধুতং পরিজন সহিতং
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবং, শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্
সহগণ ললিতা বিশখা নিতংশ্চ।

শ্রীবৈষ্ণব লীলার বিষয় বর্ণন রূপ ব্রত যদিও নিজে গ্রহণ করিয়াছিলাম, চিত্তের গতিও তদ্রূপ ছিল, মনে করিয়াছিলাম আকাশের চাঁদ করে ধরিব, সমুদ্রের বারি ছেঁচিয়া ডাঙ্গা করিব—এই প্রকার যখন ঘটিয়াছিল সে সময় নিজে উন্মত্তবৎ ছিলাম বিশেষ অন্বেষণ গ্রহণে সচেষ্টিত থাকিয়া বুঝিলাম যে, উক্ত বিষয় বর্ণনে নিজের বিন্দু বিসর্গ

শক্তিও নাই। কোন শক্তি নাই; তত্রাপিও এই রূপ ইচ্ছা কেন? এই বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম (পেট ভরে ত চোক ভরে না) শত শত চেষ্টাতেও ইচ্ছা শক্তিকে লোপ করিতে পারিতেছি না। অতএব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইয়াছে;— কোন সাধ্য বা শক্তি নাই ইচ্ছারও বিরাম হয় না এই প্রকার বাদানুবাদে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, মহাজনগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সাধ্য মত সংগ্রহ করাই একমাত্র উপায় বা ইচ্ছার পোষক প্রদান করা ন্যায় যুক্তি তাইতে আজ এই সব মহানুভব মহাত্মাদিগের শ্রীচরণ ভরসা করতঃ এই গ্রন্থ সূচনা করা হইল।

গ্রন্থকার

শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী

দাস বৈষব

অবতরনীকা।

—০—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বৈষ্ণবেরগণ।
যা সবা স্মরণে হয় অভীষ্ট পুরণ॥
মূক কবিত্ব করে যাদের স্মরণে।
মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর ধরিনু চরণে॥
পদধূলি শিরে ধরি জিহ্বায় করি পান।
উচ্ছিষ্ট চরণামৃতে করে প্রেমদান॥
এই লোভে মো অধমে পূজিতে চরণ।
বাসনা হয়েছে কর কৃপা বরিষণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি দিতে আর কেহ নাই।
যদি কৃপা কর তবে কৃষ্ণধন পাই॥

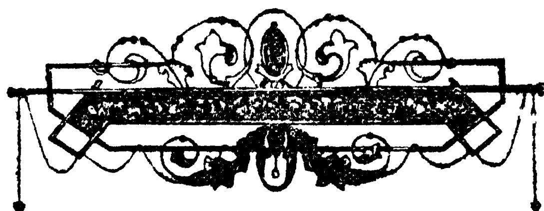
—০—

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি কলৌযুগে ।
নরানাং রমণীনাঞ্চ বিনা বৈষ্ণব সেবনং ॥

এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত বৈষ্ণব কল্প গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। আজ মনানন্দে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রিয় ভক্তগণ কর কমলে সমর্পণ করতঃ তাহাদের নিকট কৃপা ভিক্ষার্থী কাঙ্গাল সমীপস্থ হইতে বাসনা করিয়াছে। করুণা বিতরণে চরিতার্থ হইতে বঞ্চিত না হই।

শ্রীবৈষ্ণবানুগত দাস
শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী।



শ্রীগৌরাঙ্গ।

বৈষ্ণব কল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণে চ বৈষ্ণবেচৈব নাস্তিভেদ কথঞ্চন।
বৈষ্ণব দর্শনেনৈব কৃষ্ণ সন্দর্শনং ভবেৎ॥
সনৎ কুমারিয় তন্ত্র।

কৃষ্ণ আর বৈষ্ণবেতে কোন ভেদ নাই।
হেন বৈষ্ণবের সেবা করিবে সদাই॥
বৈষ্ণবের শরীরে কৃষ্ণ করেন বিহার।
যে বৈষ্ণব সেই কৃষ্ণ জান সারোদ্ধার॥

বৈষ্ণব সমান ভূমে নাহি কোন জন।
তন্ত্রে মন্ত্রে বেদাগমে আছয়ে এমন ॥
(ভক্তিতত্ত্বসার)

একান্ত বৈষ্ণবাৎ শ্রেষ্ঠ কোঽপিনাস্তিঽ ভূতলে।
তেন পূতা ভবেৎ পৃথ্বী স এব বিষ্ণুরব্যয় ॥
স্কান্দে।

বৈষ্ণব অপেক্ষা ভূতলে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তাঁহাদের দ্বারা ধরা পবিত্র হয়। তাঁহারা সাক্ষাৎ অব্যয় বিষ্ণু স্বরূপ।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চনা সর্ব্বগুণৈ।
স্তত্র সমাসতে সুরা। হরাব ভক্তস্য কুতঃ
মহদ্‌গুণা মনোরথে না সন্তি ধাবতো বাহি।
ভাগবৎ।

শ্রীকৃষ্ণের চরণে যাহাদের নিষ্কামা ভক্তি জন্মায় সেই সর্ব্ব কর্ম্ম ধর্ম্ম ত্যাগী ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট দেবগণ, সদ্‌গুণ, বৈরাগ্যাদি বশীভূত হইয়া তাহার হৃদয়ে বিরাজ করে অর্থাৎ সেই সকলের উপরেই তাহার আধিপত্য থাকে। বিষয় ব্যবহারে কৃষ্ণ ভক্তি উদয় হইতে পারে না এইজন্য সে স্থানে মহৎ গুণ নাই।

দয়ালের শিরমণি বৈষ্ণবেরগণ।
জীবের মঙ্গল চিন্তে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
সর্ব্বদোষ শূন্য সর্ব্ব গুণের আশ্রয়।
বৈষ্ণবের দেহ ভাই জানিবা নিশ্চয় ॥
পাষণ্ড দলন।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছা কল্পতরু কারণ বৈষ্ণবগণ দর্শন স্পর্শনের দ্বারা জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ করতঃ প্রেম দান করিতেছেন।

হরি শব্দে বহু অর্থ দুই মোক্ষতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন ॥
যৈছে তৈছে যঁহি তঁহি করয়ে স্মরণ।
চতুর্ব্বিধ তাপ তাঁর করে সংহরণ ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

হরি নাম শুনাইয়া জীবগণের সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ করিতেছেন এবং ভগবানকে উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই নাম শুনাইবার জন্য বৈষ্ণবকে ভার প্রদান করিয়াছেন।

নাম গুণ সংকীর্ত্তন বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥
শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

গোলকে এই বন্দোবস্ত হওয়ার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রকাশ হয়েন। সেই জন্য বৈষ্ণবগণ হরিনাম করতঃ ভিক্ষা করেন, সেই শব্দে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। এখানে অনুবাদ আসিতে পারে যে, অন্যে নাম শুনাইলে কি হইতে পারে না? না,— তাহা হইতে পারে না।

গুহ্যাৎ গুহ্যতমং তত্ত্বং কো জানাতি মহীতলে।
বিনা-তু বৈষ্ণবং বৎস তস্মাৎ বিষ্ণু পরোভব॥
কান্দে।

শ্রীকৃষ্ণের গুহ্য হইতেও অতি গুহ্যতম তত্ত্ব মহী-তলে কে তাহা জানিতে সমর্থ হয়। একমাত্র বৈষ্ণব-গণই তাহা হৃদয়াঙ্গম করিতে পারে।

উক্ত শ্লোকে বলিতেছেন একমাত্র বৈষ্ণব ভিন্ন আর কেহ পরম তত্ত্ব জানে না; তবে কি বৈষ্ণবেরই ভগবন্ আর কাহার নহেন— তিনিত সকলেরই বন্ধু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার ভজনে অধিকারী। সকলে যাহাকে ভজন করিতেছে তাঁহার নাম কি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তগণ উত্তর করিবে কৃষ্ণ ভজন করি। কৃষ্ণ ভজন করিলে কি হইবে? কৃষ্ণ নামের অর্থ কর্ষতেতি কৃষ্ণ, কর্ষণে কৃষ্ণ অধি-কারী;— কি কর্ষণ করে? অধঃপতিত জনকে আকর্ষণ করতঃ স্বধামে লইয়া নিজ জন করিয়া লয়, এ জন্য নিত্য দাস হইতে আশা করা যায়। ক্ষেত্র চাস করতঃ পরিস্কার করিয়া শস্য উৎপন্ন করা হয়,

যে হেতু হৃদয়ে অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম-সম্ভুত পাপ তাপ অপরাধ যাহা থাকে সমুদায়কে দূরীভুত করতঃ নির্ম্মল হৃদয় হইলে প্রভু চিরকালের মত হৃদয়ে বন্দি হয়েন, তমো ধর্ম্ম অন্তর বাহ্য হইতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ সূর্য্যসম উদয় হইয়া মায়ান্ধকার যাহা থাকে তাহা দুরীভূত করেন অর্থাৎ সংসার বিষয়ে বদ্ধ জীবগণ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে মুক্ত হওতঃ প্রেমভক্তি লাভে সমর্থ হয়।

তিনি দীনবন্ধু অর্থাৎ দীন যাহারা তাহাদের বন্ধু,— যদি দীননাথ দীনবন্ধুকে, ভজনা করা আবশ্যক হয় তবে ভক্তকেও দীন হওয়া আবশ্যক হইয়াছে নচেৎ তিনি বন্ধু হইবেন কেন? তিনি কাঙ্গালের ঠাকুর; যদি তাঁহাকে প্রার্থনা করা যায় তবে কাঙ্গাল হওয়া আবশ্যক নচেৎ তিনি ঠাকুর হইবেন কেন? তিনি অধম তারণ পতিত পাবন তাঁহাকে ভজনা করিতে হইলে অধম বা পতিত হওয়া আবশ্যক নচেৎ পাওয়া যাইবে কেন? তিনি বৃন্দাবনচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে বৃন্দাবন বাস কর্ত্তব্য নচেৎ তাঁহাকে পাওয়ার সম্ভব কোথায়? ঘরে ঘরে বৃন্দাবন হইলে আর বৃন্দাবনের অভাব থাকে না এইরূপ ধারণা কাহারও থাকিলে সেটী ভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করা উচিত।

তিনি ব্রজনাথ, অর্থাৎ ব্রজের নাথ এ দেশের কেহ নহেন, যদি তাঁহাকে ভজনা করা আবশ্যক হয় তবে ব্রজবাস ব্যবস্থা।

সংসঙ্গ কৃষ্ণ সেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥

... ...

পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীচৈতন্য চরিত।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,——

করঙ্গ কৌপীন লয়ে, ছিঁড়া কেঁথা গলে দিয়ে,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥

ভক্তিতত্ত্বসার।

গোপীভাবে ভজন করিতে হইলে ভক্তকেই ভজিতে হইবে সুতরাং গোপীগণ প্রকৃতি এক্ষণে সেই ভাব অবলম্বন আবশ্যাক করে; তাহা হইলে স্ত্রীর মত বেশ ধারণ করিতে হইবে যে হেতু বৈষ্ণব হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। গোপীভাব অঙ্গীকার করতঃ ভজন ব্যবস্থা। অঙ্গীকৃত বিষয় নিরাকার হইতে পারে না। অতএব গোপীভাব নিরাকার নহে; বর্ত্তমানে

বৈষ্ণবগণই গোপীভাবের আদর্শ। যেমন ফটো তুলিলে চেহারা উঠে প্রাপ্তিও তদ্রূপ।

ও মন ভাবিয়া দেখনা ভাই।
বল কি সাধনে কোথা বা পাইবা
সিদ্ধির কোন বা ঠাঁই॥
নন্দের নন্দন ভজন করিতে
শচীর নন্দন সে।
যত গোপীগণ মহান্ত হইল
সেখানে আর বা কে॥
ব্রজলীলা কর সেথা এত দিনে
কেবল প্রকট প্রথা।
বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখনা
এখন আর বা কোথা॥
যদি বল পুনঃ ব্রজেই চলিলা
কহ কে দেখলে যাই।
ব্রহ্মার দিবসে তেঁহ একবার
আর কি এমন পাই॥
তবে বল যদি নিত্য ভাবে স্থিতি
নিত বা বলিছ কারে।
ব্রজ নবদ্বীপ এ দুই বিহার
কি ভজ ইহার পরে॥

নিত্যলীলা যত আছয়ে বা কত
বিচারি কেন না চাও।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব তাহে অনুভব
সকল কালে যে পাও॥
এখনি সাধন সিদ্ধিও এখনি
ভাবের গোচর সে।
এখন তা যদি দেখিতে না পাও
মরিয়া দেখিবে কে॥
মরণ জীবন এখনি সাধন
এ দেহ গেলে কি পার।
কহে প্রেমানন্দ মানুষ নহিলে
এভাব বুঝিতে নার॥

—০—

মহানুভব প্রেমানন্দদাস এই পদে তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন—যে, বৈষ্ণবেতে সকল কালের জন্যই ব্রজ নবদ্বীপ যে, শ্রেষ্ঠতম উপাস্য তাহার প্রকৃত অনুভব করিতে পারিবে। ব্রজ প্রেম বৈষ্ণবগণের পক্ষে অতি সুলভ।

নিজে দীন হইলে বন্ধু হয়েন কাঙ্গাল হইলে ঠাকুর হয়েন আর সেই দীনবন্ধুকে লাভ করিবার সহজ উপায় এই যে, দীন ও কাঙ্গাল বৈষ্ণবের বন্ধু হইলে দীনবন্ধু অতি সত্বরে দয়া করেন।

মন প্রেম প্রয়োজন যার।
রাধাকৃষ্ণ নাম পূর্ণ প্রেম ধাম্
রস পিয়ে অনিবার॥
গুরু বাক্য নিষ্ঠ করে শুদ্ধ ভক্তি
ছাড়ি অন্য অভিলাষ।
খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে
কভূ না করে আয়াস॥
জাতি কুল শীল লাজ ভয় মান
পোড়ায় আগুণি দিয়ে।
উথা হয়ে কত চলি যায় দূরে
থাকে কত ভস্ম হয়ে॥
তেমতি তাহার কু বিষয় যত
পিরীতি আগুণে পুড়ে।
পাড়া প্রতিবেশী করে হায় হায়
মনাগুণে জ্বালা ধরে॥

লোক বেদ ধর্ম্ম, লঙ্ঘন করিয়ে
সাধু সঙ্গে চলি যায়।
হ'য়ে স্বার্থ হীন ভক্তি মতি দীন
দ্বারে দ্বারে মাগি খায়॥

প্রেমের কারণ ধরে যোগী বেশ
বৈষ্ণব আশ্রয় নিয়ে।

বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবের গণ
তরায় সে প্রেম দিয়ে ॥

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ কলিতে গৌরাঙ্গ
বৈষ্ণব স্বরূপে ভুক্ত।
কৃপাদানে মুক্ত করি প্রেম দেয়
যেবা হয় অনুরক্ত ॥

প্রেমের আকৃতি হৃদয়ে ফলিলে
হবে বাউরিণী পারা।
সধর কহিছে প্রেম রস ধনী
জগতে দুর্লভ তারা ॥

যে বিষ্ণু নিরতাঃ শান্তাঃ লোকানুগ্রহ তৎপরা।
সর্ব্বভূত দয়াযুক্তাঃ বিষ্ণুরূপা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
বৃহন্নারদীয়া।

যাহারা বিষ্ণুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত।
লোকানুগ্রহেতে বড় শান্ত দয়াযুক্ত।
তাহারা বিষ্ণুর তুল্য জানিবে নিশ্চয়।
শাস্ত্র বাক্য ইথে কিছু নাহিক সংশয়।

সত্র যাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ব বেদান্ত পারগ।
সর্ব্ব বেদান্তবিৎ কট্যাদ্বিষ্ণু ভক্তো বিশিষ্যতে।

বৈষ্ণবান সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ব ঐকান্তিকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥
গারুড়।

সহস্র যাজ্ঞিক হইতে জানিও নিশ্চয়।
সকল বেদান্ত বেত্তা জন শ্রেষ্ঠ হয় ॥
সকল বেদান্ত বেত্তা কোটী জন হইতে।
এক বিষ্ণু ভক্ত শ্রেষ্ঠ জানিও নিশ্চিতে ॥
দশ শত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব হইতে।
একান্ত বৈষ্ণব এক শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চিতে ॥
যাঁহারা একান্ত ভক্ত তাঁহারা শোভন।
কৃষ্ণের পরম পদ জানি প্রাপ্ত হন ॥
ভক্তিতত্ব।

উক্ত প্রকারে তুলনা করিয়াছেন এক্ষণে বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থে যাহারা সমুৎসাহী অর্থাৎ দশ কর্ম্মাদিতে বা দেব পূজাদিতে যোগদান করতঃ বরণাদি গ্রহণ করে বা দক্ষিণা লয় এবং দান গ্রহণ করে আর সেই দ্রব্যাদি ভোজন বা আহরণ করে অথবা নিজেও সেই সমুদয় কর্ম্মে অনুরক্ত তাহারাই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। এই প্রকার ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণাপেক্ষা বেদান্তবেত্তা একজন শ্রেষ্ঠ। বেদান্তবেত্তা, যাঁহারা যতিনামধারী

তাঁহারা বেদান্তবিৎ। এই প্রকারে ন্যাসী, সন্ন্যাসী, দণ্ডী প্রভৃতি কোটি জন হইতে একজন বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব কাহাকে বলে।

হরিনাম পরায়স্তু বিষ্ণু পূজা পরায়ণঃ।
কৃষ্ণ মন্ত্রম্ যো গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ॥
পদ্মপুরাণ।

হরিনাম পরায়ণ এবং বিষ্ণু পূজা রত আর কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে জানিলে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব কহে।

এই বিষ্ণু ভক্তের ক্রিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি শালগ্রাম বা বিগ্রহ পূজানিষ্ঠ, তিলকাদি পঞ্চ ভূষণ সর্ব্বদা ভূষিত হরি নাম মালাধারী।

বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ অনুসারে গৃহিগণের মধ্যে যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণু পর্ব্বাদি বা একাদশ্যাদি তিথি মান্য করে এবং তিলকাদি ও নামের মালা ধারণ করে তাহারা মধ্যম।

যাঁহারা বিষ্ণু উপাসক নহে অথচ বিষ্ণুপ্রীতিকামে দেব পূজা বা পিতৃলোকের পূজা অর্চ্চনাদি করে তাহারা কনিষ্ঠ। এই প্রমাণে ধরা যায়, যে, যে পূজাই করুক না কেন, আচমন সময়ে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ

না করিয়া আর উপায় নাই। কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারী স্বীকার সঙ্গত বটে, কিন্তু উপাসনার সময় ভিন্ন অন্য সময় নহে।

বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব মধ্যে যাহারা উত্তম অধিকারী তাহারা সর্ব্বত্যাগী, মুক্ত, লোক ব্যবহার বিহীন, বিষ্ণু পূজা পরায়ণ, হরিনামাবলী অঙ্কিত অবস্থায় বিষ্ণু ধর্ম্মকে সম্পুর্ণরূপ অবলম্বন করিবার মানসে মাতা, পিতা, ভাই বন্ধু, সংসার বিষয়াদি ত্যাগ করতঃ ভেকরূপ ভক্তভাব ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য-মার্গীয় বিধিভক্তি যাজন করেন তাহারাই শ্রেষ্ঠ। প্রকারান্তরে অভ্যাগত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে তাহারাই প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব। "বিষ্ণুং জানাতি" এই বাক্য বিশ্বাস করতঃ নির্ভর করিয়াছেন।

যাঁহারা একান্ত বৈষ্ণব, তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে না, তাহাদের প্রসাদ গ্রহণ করে না আর নিন্দাও করে না বন্দনাও করে না। একমাত্র ভজনীয় সাধনীয় শ্রীকৃষ্ণই জীবন সর্ব্বস্ব ; জীবনান্তেও অন্য দেবতার বন্দনা করে না, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সখা ইত্যাকার অভিমানে আচার ব্যবহার করে, তাহারা কৃষ্ণ বিনা আর সব ত্যাগ করিয়া— একমাত্র কৃষ্ণ সুখ হেতু শুদ্ধভক্তি যাজন করে, তাহারাই একান্ত

বৈষ্ণব। এই লক্ষণযুক্ত যাহারা তাহারাই পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। “ বিষ্ণুং জানাতি ” এই শব্দে দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ প্রামাণিক হইয়াছেন।

হরি ভক্তি রসাস্বাদ স্বাদিতা যে নরোত্তম।
নমস্কারাম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভ্যক্ ভবেৎ ॥
স্তুতবাক্যম্।

অন্য বিষয়-রস পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র হরি-ভক্তি রসাস্বাদনে আসক্ত চিত্ত যাহার সেই নরের মধ্যে উত্তম। নমস্কারে ধন্য হওয়া যায়।

বৈষ্ণবঃ পরমধর্ম্মঃ বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্য বৈষ্ণবঃ পরমগুরুঃ ॥

যত ধর্ম্ম আছে তন্মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। যত তপ আছে তন্মধ্যে বৈষ্ণব তপই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আরাধ্যের মধ্যে বৈষ্ণবই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠারাধ্য। যত গুরু আছেন তন্মধ্যে বৈষ্ণবই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুরু।

সর্ব্বধর্ম্মময় কৃষ্ণ অখিলের পতি।
সুখে সদা বাস করে বৈষ্ণব সংহতি ॥
ধার্ম্মিকের মূর্ত্তি মধ্যে বৈষ্ণব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বজন পূজনীয় ইষ্টের সে ইষ্ট ॥
পিতৃলোক দেবলোক আর ভগবান।
বৈষ্ণবের তপ কৈলে সুখে আগুয়ান ॥

আশীর্ব্বাদ করে সবে দুটী বাহু তুলে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম হউক বারম্বার বলে॥
সর্ব্ব দেবময় বিষ্ণু সবার আরাধ্য।
হেন প্রভু বৈষ্ণবের অধীন বা বাধ্য॥
আরাধ্যের আরাধ্য সে বৈষ্ণব ঠাকুর।
ভজহ বৈষ্ণব পদ লাজ করি দূর॥
মাতা পিতা দীক্ষাদি যত গুরু হয়।
সবাকার গুরু বৈষ্ণব জানিহ নিশ্চয়॥
যেহেতু পরম গুরু শাস্ত্রেতে বাখানে।
অন্যথা নাহিক দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণে॥
প্রেমাক্রমে মহাভাব পাইতে আছে শক্তি।
ইহাতে বিশ্বাস নহিলে নাহি হবে মুক্তি॥

———o———

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়নাং সমার্চ্চনং॥
পদ্মপুরাণম্।

সর্ব্ব দেবতার পূজা হইতে বিষ্ণুকে আরাধনা করা শ্রেষ্ঠ। এক বিষ্ণুকে পূজা করিলে সর্ব্ব দেবতাকে পূজা করা হয়। আর একজন বৈষ্ণবকে পজা করিলে বিষ্ণুকে ও সর্ব্ব দেবতাকে পূজা করা হয়।

মদ্ভক্ত দুর্লভ যত্র স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপর দুর্লভ নাস্তি সত্যং সত্যং মমার্জ্জুন॥
(গীতা)

আমার ভক্তকে যে দুর্লভ মনে করিয়া সেবা পূজা করে, সে আমার নিকট দুর্লভতর হইতে দুর্লভতম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্ত দ্বিজাধিকাঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনঃ যঃ যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ।।
[নারদীয়]

চণ্ডাল যদি বিষ্ণু ভক্ত হয় তবে সে দ্বিজোত্তম আর বিষ্ণু ভক্তি বিহীন দ্বিজের কা কথা যতিগণও কৃষ্ণ ভক্তি শূন্য হইলে চণ্ডলাধম হয়।

চণ্ডালোঽপি মুনি শ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণু ভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।।
[নারদীয়]

চণ্ডাল মুনি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে যদি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ অর্থাৎ বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় করে। যেমন তরী বিহনে পার হওয়া যায় না—— পার হইতে হইলে নৌকায় চড়িয়া পারে যাওয়া আবশ্যক। এ কারণ কুলকে ত্যাগ না করিলে আর নৌকায়

আরোহণ করিবার শক্তি আইসে না অতএব এই প্রকারে জাতি কুল শীলাদি বিসর্জ্জন দিয়া চণ্ডালাদি যে জাতি হউক না কেন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভূক্ত হইলে সেই দ্বিজোত্তম হয়। যদি বিপ্রাদি উক্ত প্রকার বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ না হয় তবে সামান্যতঃ বৈষ্ণব কহে।

ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা পরংব্রহ্ম তদৈবহি।
শ্বপচোঽপি ভবন্যেব যদাতুষ্টোঽপি কেশবঃ॥
(রেবাখণ্ড)

যে চণ্ডালের প্রতি কেশব সন্তুষ্ট হয়েন সে ও ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণু ভক্তি সমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বরুমোত্তমাঃ॥
[বরাখণ্ডে]

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন।
হরি ভক্ত যেই সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥
সমযুক্ত অর্থে কহে ভাবের আশ্রয়।
ভক্ত সঙ্গে বসতি করে ভক্তের আলয়॥

ন শুদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেঽপি ভাগবতোত্তমা।
সর্ব্ব বর্ণেষু তে শুদ্রা যেন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
(পাদ্মেচ)

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
যে না ভজে শূদ্র বলি কহয়ে তাহারে॥
সর্ব্বত্রাস্খলিতা দেশঃ সপ্তাব্ধিপেক দণ্ড ধৃক্।
অন্যথা ব্রাহ্মণ কুলাদন্যত্রাচ্যুত গোত্রত ইতি॥

ভাগবৎ।

পৃথুরাজ ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার।
শ্রীমুখে কহিল শুন রহস্য তাহার॥
সর্ব্বত্র শাশনে মুঁই হই দণ্ড ধৃক।
বিনা যে অচ্যুত গোত্র বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক॥
অতএব হরিভক্তি বর্ণ বাহ্য হয়।
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণতনুময়॥

ভক্তমাল।

যে জাতিই হউক না কেন বৈষ্ণবের বেশভূষা গ্রহণ করিবা মাত্রই সর্ব্বজন পূজনীয়, এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পূজনীয় হয়।

মদিরা যবনি যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবৎ।

শ্রীবৃন্দাবন দাস এই কথা বলিয়াছেন এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক উক্ত আজ্ঞা অভ্রান্ত সত্য

কি না? যখন বৈষ্ণববেশ গ্রহণ করে সেই সময় ভারতী — তিনি জগৎ গুরু। কেননা সকল জাতিকেই ভাব ধরাইতে সক্ষম— তিনি প্রণাম করেন। সেই অবস্থার পর মুহুর্ত্তেই তাঁহাকে "বৈষ্ণব ঠাকুর" এই সম্বোধন করিতে হয়। বর্ত্তমানে এই অবস্থাকেই পরমপদ কহে।

একে কুলীন ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়তঃ জমিদার তৃতীয়তঃ প্রতাপান্বিত তদাধীনে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে জাতিতে চণ্ডাল ছিল, ভেকরূপ ভাব অঙ্গীকার করতঃ বৈষ্ণব নাম ধারণ করিয়াছে। উপরোক্ত জমিদার ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা মহোৎসব করিতেছেন; সেই সময় সেই বৈষ্ণবের তথায় নিমন্ত্রণ হইয়াছে ও উপস্থিত আছে। বৈষ্ণব-সেবা অন্তে সমস্ত বৈষ্ণবকে তাম্রখণ্ডাদির দ্বারা পূজা করা শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত এবং সেবা দিলে পূজা দিতে হইবে। যে সময় বৈষ্ণবগণকে পূজা করিতে আরম্ভ করেন তখন সেই বৈষ্ণবটীকেও পূজা করা আবশ্যক হয়। যদি সেই বৈষ্ণবটী পূজনীয় না হইবে তবে পূজা পাইবে কেন? অতএব অতি নিকৃষ্ট জাতি বা ব্যক্তিও ভেক গ্রহণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় এবং সর্ব্বসাধারণেরই পূজনীয় ও সেবা পূজা ভক্তি পাইবার অধিকারী।

শিবলিঙ্গ সহস্রাণী শালগ্রাম শতানিচ।
দ্বাদশ কোটী বিপ্রাণামেক শ্বপচ বৈষ্ণব।

(পদ্মপুরাণ)

দশ শত শিবলিঙ্গ ও শত শালগ্রাম পূজা আর বার কোটী বিপ্রকে ভোজন এবং দক্ষিণাদি প্রদানে যে ফল, একটী শ্বপচ বৈষ্ণব অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতি ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছে, তাহাকে বুঝায় এবং বৈষ্ণব হইয়াও যদি অন্যথাচার করে, এমত বৈষ্ণবকে সেবা পূজা ভক্তি প্রদান করায়, শিবলিঙ্গ শালগ্রাম পূজা ও বিপ্রকে ভোজন দক্ষিণা দেওয়ার ফলাপেক্ষা একটী বৈষ্ণব সেবার ফল অধিক।

বৈষ্ণব গুণগ্রাহী হৃদয় যাহাদের নহে তাহারা দূরে দূরে অনেক কথা প্রকাশ করিয়া থাকে; নিন্দা করা তাহাদের স্বভাব। সেই সব মূঢ় পাষণ্ড বর্ব্বরগণ দেখিয়াও দেখে না;— চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুঝিয়াও বুঝে না;— নিতান্তই অজ্ঞান এই সম্বন্ধে চণ্ডীদাস একটী পদ গাহিয়াছেন।

বিধির বিধানে হাম্ অনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তাঁর লাগি পাই॥

গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামণি তার বুকে পড়ে॥

আপন দোষ না দেখিয়া পর দোষ গায়।
কাল সাঁপিনী তার বুকে পড়ে খায়॥

আমার বঁধুকে যে জন বাসয় পর।
দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর॥

এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বঁধুরে দেখে বুকে ফেটে মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥



শ্রীগৌরাঙ্গ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



বৈষ্ণব জনের যদি করে দরশন।
মহাপাপী মুক্ত হয় বেদের বচন॥
বৈষ্ণব জনের যদি করয়ে স্পর্শন।
তীর্থকৃত পাপ তার হয় বিনাশন॥
বৈষ্ণব দর্শন করে সদা যেই জন।
অন্তকালে গতি তার গোলোক ভুবন।
প্রদীপ্ত অনলে যথা পুড়ে কাষ্ঠচয়।
বৈষ্ণব পাতক তথা নাশে সমুদয়॥
রাশি রাশি মহাপুণ্য করি উপার্জ্জন।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই অভাজন॥

চন্দ্র সূর্য্য যত দিন ভূমি তলে রয় ।
তাবৎ নরকে থাকে সেই দুরাশয় ॥
বৈষ্ণব জনের পূজে সদা যেই নর ।
কৃষ্ণসনে এক আত্মা চিন্তে নিরন্তর ॥
নিত্যদাস হইয়া সে থাকে নিত্যধামে ।
কৃষ্ণপদে সেবা লভে নাম গুণ গানে ॥
বৈষ্ণবের গুণ বল কে কহিতে পারে ।
স্বয়ং হরি অসমর্থ তাহা কহিবারে ॥
হেন বৈষ্ণবের পূজা যেই নাহি করে ।
দারুণ নরকে সেই অবশ্যই পড়ে ॥
হরিনাম বিতরিয়া সংসার মাঝার ।
পাতকী জনের সদা করেন নিস্তার ॥
বৈষ্ণবের পদ নাহি সেবে যেই জন ।
রাধাকৃষ্ণ কভু তার না হয় দরশন ॥
নরোত্তম দাস কহে ভবের বাজারে ।
তরিতে বাসনা হলে ভজ বৈষ্ণবেরে ॥

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ।

বৈষ্ণবের পদধুলি যাহার শরীরে ।
কি কাজ তার স্নান তীর্থের সলিলে ॥
বৈষ্ণবের নাম গায় সদা যেই জন ।
কি কাজ তাহার আর করিয়া তর্পন ॥

কৃষ্ণরহস্যে ।

বৈষ্ণবান ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতা।
পুনঃন্তি বৈষ্ণবা সর্ব্বে সর্ব্বদেব মিদং জগৎ।
আদি পুরাণ।

অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন, তুমি অন্য দেবতার ভজনা না করিয়া সেবা পূজা ভক্তির দ্বারা বৈষ্ণবকে ভজনা কর। বৈষ্ণব ভজনে সর্ব্বদেব ভজন ও সর্ব্বাভিষ্ট লাভ হইবে।

দর্শনা দেবমুক্তিস্যাৎ বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ
কিং পুন স্পর্শনং বৎস তেভ্যঃসদা নমঃনমঃ
যম বচন

যম রাজ তাহার কিঙ্করের প্রতি বলিয়াছিলেন বৎস্য স্পর্শনের কথা দুরে থাকুক মহাত্মা বৈষ্ণব-গণকে দর্শনেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে অতএব বৈষ্ণবগণকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

সর্ব্ববেদ সারতত্ত্ব মুক্তি বহু কঠোর করতঃ যাহা লাভ হয় না মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে ভক্তিপুর্ণ নয়নে দর্শন করিলেই তাহা মিলে। এমত উৎকৃষ্ট আদর্শ বা উপায় দ্বিতীয় আর নাই।

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যকল্প তরুর্হরে
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্য সাধু সমাগমে।

গঙ্গা পাপকে নাশ করে শশী তাপকে নাশ করে কল্পতরু হরি দৈন্য নাশ করে, কিন্তু সাধু সমাগম

মাত্রই পাপ তাপ দৈন্য হরণ হয়। এই প্রকার মহাত্ম্য অসম্ভব নহে।

বৈষ্ণব যদ্‌গৃহে ভুংক্তে যে যাং বৈষ্ণব সঙ্গতি
তেপিবঃ পরিহার্য্যে স্তুস্তৎ সঙ্গ হত কিল্বিষাং
পদ্মপুরাণ।

যম রাজ দুতগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন—
" বৈষ্ণব সেবিকে সদা করিবে বর্জ্জন "
যাহাদের গৃহে করে বৈষ্ণব ভোজন।
যাহারা বৈষ্ণব সঙ্গ করে অনুক্ষণ ॥
সেই সব নিষ্পাপীর উপর আমার।
নিশ্চয় জানিও নাহি কোন অধিকার ॥
ভক্তিতত্ত্বসার।

যে নৃশংসাঃদুরাত্মন পাপাচার রত সদা
স্তেপি যান্তি পরম্ ধাম বৈষ্ণব শরণং গত।
(পাদ্মে)

যাহারা নিতান্ত নৃশংস দুরাত্মা ও পাপাচার রত যদি তাহারা বৈষ্ণব চরণে শরণ গ্রহণ করে তাহা হইলে পরম ধামে গমন করিতে পারে।

যে যাং স্মরণ মাত্রেণ পাপ লক্ষ শতানিচ
দহ্যতে নাত্র সন্দেহ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনঃ
(পাদ্মে '

মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে স্মরণ মাত্র লক্ষ লক্ষ পাতক ভস্মীভূত হইয়া যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মদাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাস করতঃ বৈষ্ণবের নাম গ্রহণে অবশ্যই সকল মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবে তাহা নিশ্চয়।

সমিপেতিষ্টতে যস্য হ্যান্ত কালেপি বৈষ্ণব।
গচ্ছন্তি পরম স্থানং যদ্যপি ব্রহ্মহাভবেৎ॥

(স্কান্দ পুরাণ)

ব্রহ্ম হত্যা পাতক সঞ্চয় থাকিলেও মৃত্যু সময় বৈষ্ণব যদি নিকটে উপস্থিত থাকে তবে পরমধামে গমন করিতে পারে সেই সব পাপে তাহাকে যন্ত্রণা দিতে পারে না। বৈষ্ণব আগমন করিলে সেই স্থান সর্ব্ব পাপ শূন্য হয়।

জন্মান্তর সহস্রেষু বিষ্ণুভক্তৈর্নলিপ্যতে
যস্য সন্দর্শনাদেব ভষ্মি ভবতি পাতকম্।

ইতিহাস সমুচ্চয়।

সহস্র জন্মের যত পাতক সঞ্চয় থাকে বিষ্ণুভক্ত হইলে তাহা নষ্ট হয় ব্যাসদেব বলিয়াছেন। আর সেই বৈষ্ণব দর্শনমাত্র অন্যের পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়।

হরিভক্তি পরোঃ যত্র তত্র ব্রহ্মা হরি শিবঃ
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চে নিতং তিষ্ঠন্তি সত্তম

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তম।
তত্রৈব সর্ব্ব শ্রেয়াংশি তত্তীর্থ তত্তোপবনং ॥

পদ্মপুরাণ।

যথায় থাকেন ভাই হরিভক্তগণ,
ব্রহ্মা হরি শিব আর দেব সিদ্ধগণ।
তথায় তৎকাল জানি করেন বিরাজ।
আর এক কথা এবে কহি তব মাঝ ॥
নিমিষ বা নিমিষার্দ্ধ কাল যেই স্থানে।
হরিভক্তগণ সুখে করে অবস্থানে ॥
সেই স্থানে সর্ব্ব শ্রেয়ঃ তৎকাল থাকয়।
আর সেই স্থান তীর্থ তপোবন হয় ॥

ভক্তমাল।

হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ ঃ— ভক্ত কাহাকে বলেঃ— ভক্তের লক্ষণাদি কি? এই সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

জাতি বিদ্যা মহত্তঞ্চ রূপং যৌবন মেবচ।
পঞ্চৈতি ভক্তি কণ্টকা যত্নেন পরি-বর্জ্জয়েৎ ॥

পাদ্মে।

আমি অমুক জাতি আমি বিদ্যাবন্ত আমার অর্থাদি বিষয় থাকায় মহৎমান্য আছে আমি অতি রূপবান বা আমি যুবা বলিষ্ঠ এই পঞ্চবিধ জ্ঞান

ভক্তি পথের কণ্টক। অতএব বিশেষ যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে নচেৎ ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

এই পঞ্চ ত্যজে লোক ভজ মহাপ্রভু।
এ পঞ্চ থাকিতে কৃষ্ণ ভক্তি নহে কভু॥
এই পঞ্চজন হয় চণ্ডাল সমান।
এ সব জানিয়া পঞ্চে দেহ সমাধান॥

পাষণ্ড দলন।

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন যায়তে।
ব্রহ্ম জ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ব বর্ণ বিবর্জ্জিতং॥

(জ্ঞানশঙ্ক)

যে পর্য্যন্ত আমি অমুক বর্ণ বা আমি অমুক কুলোদ্ভব এই জ্ঞান থাকিবে সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম তত্ত্ব-জ্ঞানে অধিকার হইবে না।

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব কৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে তার গণি॥

শ্রীচৈতন্য চরিত।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতা আরাধনা অথবা অন্য কামনা হৃদয়ে যে পর্য্যন্ত বিরাজ করিবে সে পর্য্যন্ত তাহাকে ভক্ত মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ চরণে যাহার অনন্য শরণ গ্রহণ হইয়াছে তাহাকে ভক্ত কহা যায়।

দুঃসঙ্গ কহিয়া কৈতব আত্ম বঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি এই দুই বিহনে যে কোন বিষয় কামনা করিবে তাহাতে দুঃসঙ্গ জনিত অধোঃগতি হইবে এই জন্য লৌকিক পারলৌকিক আশা ভরসা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া কৃষ্ণ ভজন যাহারা করে তাহারাই ভক্ত।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥
সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
"অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়"
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

অনর্থ নিবৃত্তি না হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় না অনর্থ বলিতে; কৃষ্ণ ভক্তি করিতে যাহাতে বাধা বা জঞ্জাল উপস্থিত হয় অথবা যে কোন কারণে ক্ষণ ভঙ্গ করে তাহাকে অনর্থ কহে যে হেতু নিরা-পদ হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে হইলেই বিষয় বা বাসনাদি ত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

কর্ম্ম নিন্দা কর্ম্ম ত্যাগ সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি কভু নহে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কর্ম্ম অনর্থের মূল যেহেতু কর্ম্ম থাকিতে আত্ম সুখ বিহীন হইতে পারে না এজন্য কর্ম্মকে নিন্দা করতঃ ত্যাগ করিতে হইবে সর্ব্ব শাস্ত্রে আজ্ঞা আছে। কর্ম্মই হইয়াছে বন্ধের কারণ। এক মাত্র কৃষ্ণ ভজন করিলে তাহাকে কর্ম্ম কহে না যেমন মুক্ত ভ্রমর পদ্ম মধু পান করে।

ভক্তির স্বরূপ নাম সর্ব্বানর্থ নাশে।
সর্ব্ব স্বার্থ লভ্য হয় কিঞ্চিৎ আভাসে॥
ভগবানের ভক্তে আর গুরুর চরণে।
প্রেম ভাব কেহ নারে দিতে তেঁহ বিনে॥

(ভক্তমাল)

সর্ব্বানর্থ বিষয় কুটিল গতি ত্যাগ করিলেই সরল গতি হয় সেই ভক্তি মহারাণীর কিঞ্চিৎ প্রভাবেই অনর্থ নাশ পায়। নির্ম্মল ভক্তির কিঞ্চিৎ আভাসের নাম শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধা সুগন্ধি তৈল শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দনে।
কর্ম্ম জ্ঞান মলা ছুটায় শ্রবণ উদ্বর্ত্তনে॥

[ভক্তমাল]

শ্রদ্ধা হইলেই কর্ম্ম জ্ঞান রূপ মলা ছুটিয়া নির্ম্মল হয়, যেহেতু কর্ম্মী জ্ঞানী জীবগণের উপর ভক্তি মহারাণীর কৃপার সম্ভব কোথা ?

অসৎ সঙ্গ রূপ গো ছাগল প্রভৃতি পশুর অত্যা-চার হইতে ভক্তি লতাকে রক্ষা করা সুকঠিন। এই প্রকারে অনিষ্ট হইবে বিবেচনায় চিন্তাভিভূত হইয়া আশঙ্কা সম্ভুত স্থান ত্যাগ করতঃ যে স্থানে উপস্থিত হইলে আনন্দ কৌতুক প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই স্থানে বাস করিতে হইবে। "প্রীতি তদ্বসতি স্থলে" সাধু সঙ্গে বাসই শ্রেয়ঃ।

অন্যাভিলাসিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদনাবৃতং
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ হওতঃ কায়মনবাক্যে ভক্তিমতি পরিচর্য্যার নাম ভজন।

সর্ব্বেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ হস্ত পদ গুহ্য বাক্ লিঙ্গ ও মন এই প্রকারে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক কৃষ্ণ ভজন করিতে হইবে।

কর্ম্ম করিলেই ফল হওয়া আবশ্যক নচেৎ বুঝিতে হইবে ফল হইল না। চক্ষুকে ভগবানের রূপ দর্শনে

নিযুক্ত করা আবশ্যক। রূপ দর্শনের ব্রত চক্ষু গ্রহণের যোগ্য হইলে তিলেক সময়ের জন্যও যদি সেইরূপ উদয় হয়, তবে কি প্রকার লক্ষণ হওয়া আবশ্যক, এই সম্বন্ধে রসিক ভক্ত চণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন :—

কানড় কুসুম জিনি কালীয় বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ত্যজিয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে ।।
কালিয়া ভুষণ কালা মনেতে গাথিয়া মালা
"জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ।।"

নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচ্চাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা-কানু ।।
দারুণ মুরলী স্বর না জানে আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে ।।



যত মহাজন আছেন সকলেই এক কথা বলিয়াছেন;—"ও রূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি দিনু চিতে আর আন নাহি ভায়" "কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায় তিলে প্রাণ তিন ঠাঁই ধরি।"

এই সমস্ত বাক্য যদি মিথ্যা হয়, তবে সেইদিন জানিব ভগবানকে ভজনা করা অমূলক। আর এই সমস্ত শাস্ত্র মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

নয়নে দেখিলে রূপ যৈছে মন হরে।
আনুকুল্য ধর্ম্ম সেই সতত আচরে॥

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য" প্রমাণের দ্বারাও প্রতীয়মান করা যাইতে পারে যে, সেইরূপ দর্শন না হইলে আনুকুল্য করিবে কাহারে সুতরাং ভগবদ্রূপ পাইয়া উক্ত লক্ষণান্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তির অনুগা ভক্ত হইতে পারে না। যদি কেহ স্বীকার করে সে ব্যক্তি ঠগ্ বা প্রবঞ্চক।

একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই প্রকার বিস্তারের জন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কথা স্থগিত রহিল। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হয়েন সেখানে মায়ান্ধকার থাকিতে পারে না।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ভগবানের কোন অঙ্গই যদি অনুভব করিতে না পাওয়া যায়, তবে ভজন করায় লাভ কি ?

বংশী গানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান
যে না দেখে সে চাঁদ বয়ান।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই সমুদায় কথার ভাব গ্রহণ বা সাধন আবশ্যক। ভগবানের রূপ রসাদি আস্বাদন করে যে সেই ভক্ত। অতএব যে জন সেইরূপ উদয় করিতে পারে নাই তাহাকে ভক্ত বলিয়া শাস্ত্রে স্বীকার করে না। যে নাম করে সেই ভক্ত হয় এ কথা নিশ্চয় সত্য। নাম করিবার ব্রত গ্রহণ করিলে নাম তাহার নিজ শক্তিকে প্রকাশ করিয়া দেয়।

এবং ব্রত স্ব প্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগ
দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ। হ সত্যথ রোদিতি
রৌতি গায় তুন্মাদব নৃত্যতি লোক বাহ্য।
ভাগবৎ।

নিজ প্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন রূপ ব্রত অবলম্বন করিলে নামানুরাগ বশতঃ কখন হাঁসে কখন

কাঁদে কখন বাহ্য জ্ঞান বিহীন হইয়া সংকীর্ত্তনে উন্মত্তবৎ নৃত্য করে।

সত্ত্বঃ, রজ, তম ত্রিগুণের দ্বারা বা ধর্ম্মের দ্বারা নাম মহিমা লাভ হওয়ার সম্ভব নাই। একমাত্র একান্ত অনুরাগীজন বিশেষ উৎকণ্ঠা বশতঃ নাম গ্রহণ করিলে জানা যাইবে। বিশেষ উৎকণ্ঠিত মুক্ত পুরুষ নারদ নাম করায় তাহা শ্রবণেও নারকীগণ উদ্ধার হইয়াছে মহাভারতে জানা যায়।

সংসারভোগী জনই নারকী নামে অভিহিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সংসারকে সমা রৌরব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

নিত্য বদ্ধ নিত্য কৃষ্ণ চরণে বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

যে নাম শ্রবণে মহাপাপী উদ্ধার হইয়াছে জানা যায়, সেই নাম গ্রহণে সংসার বন্ধন মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নাম শ্রবণের যে শক্তি তাহাও প্রকাশ হয় নাই বুঝা উচিৎ।

বালকগণে অঙ্ক কষিয়া থাকে, পণ্ডিত মহাশয় পাটিগণিত শুভঙ্করী হইতে অঙ্ক প্রদান করেন। বালকে অঙ্ক কষিয়া উত্তরের সহিত মিলাইলে তবে

পরিশ্রম সফল হয়, নতুবা বিফল শ্রম হয় মাত্র। এই প্রকারে গুরু উপদেশ মত হরিনাম করিতে হইবে। সেই নাম করিলে কি ফল হওয়া আবশ্যক জানিয়া মিলাইলে তবে বুঝিতে পারিবে নামের গুণ প্রকাশ হইয়াছে কি না?

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ॥
প্রেমের উদয় আর প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলক গদ্গদ অশ্রুধার॥
অনায়াসে ভব ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামে ফল পাই এত ধন॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কৃষ্ণ নাম সর্ব্ব পাপ নাশ করতঃ প্রেমের কারণ ভক্তি উদয় করায় অর্থাৎ অনর্থ প্রভৃতি লোপ হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥

এই সব প্রমাণের দ্বারা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, নামের মহিমা কথঞ্চিৎ জ্ঞাত

হইয়াও শিব শ্মশানবাসী ও নারদাদি বৈরাগী হইয়াছেন। অবিরত নাম করিয়াও ক্ষোভ মেটে নাই।

সেই নামে যদি সামান্য অসার সংসার কদর্য্য বিষয় বিষ্ঠা ভোগ টুটাইতে বা নষ্ট করিতে সক্ষম না হয়, তবে যে সেখানে নামের কিঞ্চিৎ মহিমা প্রকাশ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নহে। নামাপরাধ বলিয়া কোন কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত না হইলে বিশ্বাস করিতে আপত্য আসিত না। অতএব যে পর্য্যন্ত অপরাধ ক্ষয় না হইবে সে পর্য্যন্ত নাম বীজ অঙ্কুর করিতে পারে না। তবে উপায় কি? এই বিষয় জিজ্ঞাস্য হইলে তদুত্তর এই যে, মায়া মুক্ত ভক্তিরাদর্শ ঠাকুর বৈষ্ণব পদাশ্রয় করতঃ নাম গ্রহণ করিলে তবে তাহারা যথাযোগ্য ব্যবস্থা অনুসারে বন্ধন মোচন করাইয়া দিবেন। নিরাপদে মনানন্দে কৃষ্ণ ভজন করিতে পারিবে।

হরি নামে প্রথমতঃ সংসার মোচন।
দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধা ভক্তি করে আগমন॥
তৃতীয়তঃ প্রাপ্তি হয় নিরুপাধি প্রেমা।
চতুর্থতঃ প্রাপ্তি হয় কৃষ্ণপদ সেবা॥
মহাজনোক্তি।

সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার মোচন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদয় প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই সমুদয় শাস্ত্র বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য ধারণা করিয়া ভজন সাধন করা সঙ্গত। এই সব বিচার অভাবে ঘরে ঘরে ভক্ত সাধু নাম হইয়া সময়ে কাহার মনে হয় না আমি অযোগ্য। কাজেই অহঙ্কারে দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। তাহাই উদ্ধারের জন্য ভগবানকে অবতার করিবার আবশ্যক হয়।

শাস্ত্রের যথাযথ লক্ষণালক্ষণ বিচারে আধ্যাত্মিক বেত্তা হওয়া যায়; কিন্তু সামান্য অধিকার না করিয়া বিশেষ অধিকার করিতে দৌড়াইলে সেই মূর্খজনের গতি যে কি ভয়ানক তাহা বলিতেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

উপরোক্ত বিধানে নামের মাহাত্ম্য ফল লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণব চিনিবার উপদেশ দেন।

যাহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম,
তাহারেই জানিবেক বৈষ্ণব প্রধান॥

আর—

যাহার মুখেতে শুনি এক কৃষ্ণ নাম।
তাহারেই জানিবেক বৈষ্ণব প্রধান॥

মহাপ্রভু বাক্য।

একনিষ্ঠ হইয়া একবার কৃষ্ণ বলিলে উক্ত ফল হইবে, আর নাম তাহার নিজ শক্তি সঞ্চারের দ্বারা উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত করিবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম মধু পানে মাতোয়ারা হইয়া থাকিবে। চিন্ময় বিষয় সম্পত্তির প্রতি তীব্র নয়ন পাত হওনান্তর সামান্য বিষয় সম্পত্তিতে আদৌ মনোনিবেশ হইবে না; এমন কি ইচ্ছা করিলেও সামান্য স্বার্থের প্রতি মন গতি করিতে সমর্থ হইবে না;— সেই অবস্থাতে জানা যাইবে যে, নামের শক্তি প্রকাশ হইয়াছে।

নাম ভবরোগের মহৌষধি;— তাহাতে কুপথ্য নশ্বর বিষয় ভোগ ও বাজে কথা এই সব স্বভাব থাকিতে ভব রোগ আরোগ্যের উপায় হইতে পারে না, কেবল ঔষধের দোষ দেওয়া হয় মাত্র। কুপথ্য ত্যজিয়া নামামৃত পান করিলে অবশ্যই নামের ফল ফলে।

ভাগবৎ চিহ্ন অর্থাৎ বৈষ্ণববেশই উদ্দীপন স্থান সেই বেশের শক্তিতে বা দর্শনে কৃষ্ণনাম মুখে আইসে আর সর্ব্বদা নাম গ্রহণ করা যাহার স্বভাব সে অন্যকে দর্শনেই নাম উচ্চারণ করে কাজেই নিজেরও বলিতে হয়। এই জন্য সনাতন গোস্বামীকে ইঙ্গিতে শিক্ষা দিয়া বৈষ্ণব চিনাইয়াছেন।

উপরোক্ত কারণ অতি সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল। সাধন পদ্ধতি বিচার করিতে গেলে সর্ব্বতোভাবে অসার সংসার বন্ধন ছেদনকারী বৈষ্ণব বা মুক্ত পুরুষ গণ যে, শ্রেষ্ঠ তাহা নিশ্চয়।

গণইতে দোষ গুণ লেশ নাহি পওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায় সি
জগ ছাড়া নই মুই ছার॥
বিদ্যাপতি।

মহাজনেরা এইরূপ ধারণায় ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিয়াছেন, বর্ত্তমানে সেইরূপ ধারণা করিতে সকলেরই শিক্ষা করা উচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যন্তেতু হরিন্মুনে
গীয়তেচ কলৌ দেবা জ্ঞায়া স্তে নাস্তি সংশয়।
সৌপর্ণে।

বৈষ্ণবের চিহ্ন যার শরীরে দেখিবে।
নিঃসন্দেহ কলির সে দেবতা জানিবে॥
ভক্তমাল।

বৈষ্ণবের চিহ্ন—
তিলকং তুলসী মালং শিখা কৌপীন বাসসী
হরিনাম সমযুক্তং পঞ্চ বৈষ্ণব লক্ষণম্।
বৃহন্নারদীয় বা হরিভক্তি।

তিলক তুলসী মালা শিখা ডোর কৌপীন ও বর্হিবাস এবং সর্ব্বদা হরিনামযুক্ত বৈষ্ণবের এই পঞ্চ লক্ষণ। এই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত থাকিলে— তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ঐ সব লক্ষণের মধ্যে যাহাদের কতক চিহ্ন আছে, তাহাদিগকেও ধন্য মানা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে।

যাহাদের কেবল মালা আছে তাহারা মর্ত্তবাসী নরলোক, আর যাহাদের তিলক এবং তুলসীর মালা আছে তাহারা দেবলোক স্বরূপ, আর যাহাদের তিলক তুলসী মালা ও শিখা আছে তাহারা নর নারায়ণ স্বরূপ। আর যাহাদের তিলক তুলসী মালা ডোর কৌপীন আছে তাহারা মহা বিষ্ণু স্বরূপ। আর যাহাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ আছে তাহারাই গোবিন্দ স্বরূপ।

এক দুই গণণাক্রমে ক্রমোচ্চ পদ মর্য্যাদা বাড়িবে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ লক্ষণ যাহাতে আছে সেইজন সর্ব্ব জন শ্রেষ্ঠ এই বাক্য ধ্রুব সত্য।

সাকার ও নিরাকার উপাসনার এই দুইটী ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া বড়ই দুষ্কর, তবে সঙ্ক্ষেপে সাধ্যমত বর্ণন করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। ঈশ্বর লীলা যত সবই নিরাকার। "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর লীলা" সেইটী সাকাররূপে লীলা। নব কৈশর নটবর দ্বিভুজ মুরলীধারী মূর্ত্তিই সাকার তদ্ভিন্ন সবই নিরাকার মধ্যে পরিগণিত। স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে ঈশ্বর লীলা যাহা তাহা মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইলেও স্বয়ং রূপে স্বয়ংয়ের প্রকাশ নহে, যেহেতু অংশ রূপে সাকার সর্ব্বোত্তম লীলা নহে।

দ্বারকা মথুরাদিতে যে প্রকাশ লীলা তন্মধ্যে চতুর্ব্যূহ আদি অংশ ভেদ পুর্ণ পুর্ণতর পুর্ণতম ইত্যাদি রূপে প্রকাশ হইয়াছেন, যেহেতু অংশরূপে যদিও সাকার বা নিত্য আবির্ভাব তাহার তিরো-ভাব আছে; পরে নিত্য তত্বে প্রকাশও হইয়াছে তথাপিহ সর্ব্বোত্তম লীলা নহে। কারণ রাসের সময় শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূর্জ রূপে গোপীগণের নিকটস্থ হওয়ায় তাহারা গ্রহণ করে নাই।

শত কোটী গোপীতে রাস লীলা করিয়াছেন, তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রাধার পাশ ছিল। যেহেতু যেখানে বহু মূর্ত্তি সেখানে অংশরূপে প্রকাশ যেমন এক সূর্য্য অনন্ত স্ফটিকে ভাসে তদ্রূপ গোবিন্দের অংশ প্রকাশ হয় অতএব সাকার যে মূর্ত্তি তাহা রাধার নিকটেই ছিল, সেই যুগলের অনুগত না হওয়া পর্য্যন্ত রাস পুর্ণ হয় নাই, এ কারণ সেই নব কৈশর নটবর নিত্য মূর্ত্তিই উপাস্য। যাঁহার ত্রিপাদ বিভূতির মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্ম রুদ্রাদি আছে, সেই মহাবিরাট নব কৈশর রূপই নিত্য, তিনিই আরাধ্য।

অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয়ম্ তথা রস-
ন্নিত্য মগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ
পরং ধ্রুবং নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

কঠোপনিষদ্।

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় রসহীন নিত্য, গন্ধ শূন্য অনাদি অনন্ত; মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক ও কুটস্থ। সেই নিরাকার ব্রহ্মকে এইরূপে জানিলে আত্মা মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

নির্লিপ্ত মহা প্রকৃতি বিশিষ্ট অচিন্তৈশ্বর্য্য পূর্ণ যে, বিভূতি তাহা রূপক কল্পনা দ্বারা প্রমাণ করিতে যদিও হৃদয় ব্যথিত হয় তথাপিহ প্রাণে প্রবোধ-মানে না জন্য লেখনী পরিচালনা করিবার আবশ্যক হয়। বিজ্ঞানময় বিষয় তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা আস্বাদন করা যায়, এইমাত্র আশ্বার স্থল আছে জন্য সাহস হইতে পারে।

যাহার শব্দ গন্ধ রূপ রস পরশ কিছুই নাই সে কিছু নহে এ কথা হয়তঃ সময়ে মনে উদয় হইতে পারে। আবার সর্ব্বব্যাপী মহা বিরাট সর্ব্বান্তর্যামীন্ এই কথা উদয়ে আশার সঞ্চার হয়। জাগতিক দৃশ্য দর্শনে অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই, যে নিত্য পুরুষ ভগবান।

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মীকিশোরএবাত্র নিত্যলীলা বিলাসবান॥

শ্রীরূপ গোস্বামী।

নিত্যলীলা বিলাসবান কিশোর মূর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তি রসের আশ্রয়।

রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রিড়া রঙ্গে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

বিদগ্ধ নবতারুণ্য পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীর ললিতঃ স্যাৎপ্রায়ঃ প্রেয়সী বশঃ।

এই দুইটী শ্লোকার্থ বিচার করিতে গেলে নিত্য বিলাসবান নিত্য "নব কৈশোর নটবর" ইহার প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। জগৎ ব্যাপক হরি তিনি নিত্য ;—তবে তিনি- নররূপে লীলায় স্বয়ং প্রকাশ হইলেন এ কথার গূঢ়ার্থ আস্বাদন আবশ্যক হইয়াছে।

কৃষ্ণঽন্যো যদু সম্ভুতো যস্তু গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং সক্কচিৎ নৈব গচ্ছতি।

তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কস্মিনকালেও স্থানান্তর যান নাই। এবম্বিধ প্রকারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন তাহার গুহ্য তত্ত্ব আবশ্যক।

স্বয়ং কৃষ্ণের নাই গোচারণ খেলা।
স্বয়ং রাধিকার নাই বিরহ জ্বালা॥
ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়।

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে, যে, লীলার প্রচার।
সে, সে, লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

এই সব তত্ত্ব বিচার আবশ্যক। সৃষ্টির উদ্দেশ্য লীলা করা, সেই লীলা নানাবিধ আকারে পরিণত হইয়াছে। যেমন একখানি দর্পণ তাহাতে যে মূর্ত্তিই যোগদান করা যায় সেই মূর্ত্তিই প্রতিফলিত হয়। এহেতু চিত্ত দর্পণ মায়ারূপ মলিনতা শূন্য হইলে উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিলাসে বিলাসময় যুগলকিশোর মূর্ত্তি উদিত হওনান্তর সর্ব্বোত্তম নর-লীলা শ্রীব্রজ-বিলাস হইয়াছে।

আকাশ অনন্ত তদন্তর্গতে নানা জীব জন্তু আদি বিচরণ করে। যে দর্পণে কোন মূর্ত্তি নাই তাহাও আকাশবৎ এবং তদ্রূপ। যেহেতু স্বয়ং ভগবানে সবই বর্ত্তমান আছে। এজন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। আকাশ অনন্ত অসীম আর পশু পক্ষী মানব প্রভৃতির চক্ষু অতি ক্ষুদ্রাকার। সেই ক্ষুদ্রাকার চক্ষু দ্বারা অনন্তাকাশ কে দর্শন করিতে পায়। সেই আকাশকে দর্শন করিলে আকাশস্থিত চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রভৃতি ও নানা বর্ণ নয়ন গোচর হয়। এবম্বিধ প্রকারে মানবগণও অনাদি অনন্ত ভগবানকে মহা বিরাটরূপে দর্শন পাইবার শক্তি পাইতে পারে।

কেহ অনুবাদ করিতে পারেন আমরা সমগ্র দর্শন করিতে পারি না কেন? তদুত্তর এই যে, নিম্ন ভূমি মর্ত্তে বাস জন্য সমুদয় দৃষ্টি গোচর হইতেছে না; ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেই নয়নে পতিত হইবে। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, জীবনের ঊর্দ্ধগতি হইলে এই চক্ষুর দ্বারাই সর্ব্বব্যাপী জগৎ ও জগৎব্যাপী হরিকে দর্শন হইবে আর হৃদয়রূপ দর্পণে সংলগ্ন করিলে আহ্লাদিনী শক্তির আশ্রয়ে সুনির্ম্মলভাবে নবীন নটরাজ যে কিশোর মূর্ত্তি তাহা গোচর হইবে অর্থাৎ যুগলকিশোর যে, নিত্য পুরুষ স্বয়ং ভগবান তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। প্রেমানন্দ বশতঃ গোপীভাব দর্পণে নব নব রস তরঙ্গ খেলিবে।

নর চক্ষুর শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় আর আবশ্যক নাই। তবে সেই অনুসারে হৃদয়ের শক্তির উপমা দিতে অক্ষম হইলাম। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাহাতে প্রমাণ আছে। একমাত্র ইহা বলিতে চাই যে, মানব হৃদয়ের আয়তন বা শক্তি অপরিমিত এবং বর্ণণাতীত। সেই ভক্ত শক্তি ভগবান অপেক্ষা অধিক। যদি তাহা না হইবে তবে ভগবান ভক্তের অধীন বা বাধ্য হওয়ার তাৎপর্য্য কি? আকাশ নিরাকার, অনন্ত ও অপরিসীম। ভগবানেও শক্তি নিরাকার অনন্ত ও অপরিসীম; সেই আকাশ

অপেক্ষা সূর্য্য বড় হইয়া ছোট দেখায় তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান মহা বিরাট অপরিসীম তিনি নিরাকার শক্তির আশ্রয়ে সাকাররূপে বিহার করেন অতএব সাকার বিষয়ে সন্দিহান হওয়া সঙ্গত নহে। সূর্য্য যেমন কিরণ জাল ও দাহিকা শক্তি এবং কর্ষণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপীয়া আছে স্বয়ং ভগবানও তদ্রূপ অনন্ত শক্তি মধ্যে চিৎ জীব ও মায়া শক্তি দ্বারা জগৎ ব্যাপক হইয়া আছেন। ব্রহ্ম নিরাকার পরমাত্মা অংশ ও ভগবান সাকার এবং পূর্ণ। ভক্তিবান ব্যক্তি সাকার বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে; জ্ঞানী বা যোগীর ভাগ্যে বিশ্বাস হওয়া সম্ভব নহে।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সূর্য্যকে উপমা রূপে দেখাইয়াছেন। সূর্য্য পৃথিবী হইতে আকারে বড়, সেই সূর্য্যকে নর ক্ষুদ্র চক্ষু দ্বারা ধ্যান করতঃ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তগণ হৃদয়ে ধারণা করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? সেই ধারণা শক্তি মানবের আছে জন্যই জীবের মধ্যে নর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং লীলার মধ্যে নর লীলাই সর্ব্বোত্তম।

স্বাংশ বিভিন্নাংশাদিতে বৈকুণ্ঠ্যাদ্যা লীলা করিয়াছেন। আর স্বরূপ শক্তিতে নর-লীলা করিয়াছেন। স্বরূপ শক্তির মধ্যে শ্রীমতী রাই কিশোরী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা। এই হেতু তিনি সর্ব্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমপাশে বন্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই নরলীলার অনুরূপ সেই নিত্য লীলা, অভিন্ন।

কৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তা শিরমণি॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতর বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূরে॥
"এই প্রেম ধারা নিত্য রাধিকা একলি।"
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥

শ্রীকৃষ্ণ এ কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহা হইলে হৃদয়ে সাকার করিয়া নব নব ভাব উদ্দীপণ করতঃ শৃঙ্গার রসাত্মিকা ভক্তির দ্বারা যুগল কিশোরকে লাভ :—— গোপীভাবের সাধক বৈষ্ণবগণের পক্ষে আয়াস লভ্য।

ভক্তের সহিত স্বয়ং ভগবান অভেদ ও অবিচ্ছেদ মিলিত হইতে পারে তাহারই প্রমাণ দেওয়ার জন্য

নদীয়াতে স্বরূপে অভিন্ন হইয়া দর্শন স্পর্শন দ্বারা জীবগণকে অনর্পিত সম্পত্তি বিতরণ করিয়াছেন। আর সেই নিত্যরস অবিরত অবিকল আস্বাদন করিয়াছেন।

যে সময় স্বয়ং ভগবান মূর্ত্তি হৃদিরত্ন-সিংহাসনে মূর্ত্তিমন্ত হয় সেই সময় ভক্তের দেহাত্ম বুদ্ধি থাকে না সুতরাং ভক্তই স্বয়ং ভগবানরূপে পরিচিত হইতে পারে। যাহাদের তত্ত্বমসি বুদ্ধি তাহাদেরই বোধগম্য হয়।

স্বয়ং ভগবানের বিলাস যে ক্ষেত্র সেইটী নিত্য-ধাম যে হেতু ভক্ত হৃদয় নিত্য তাহাতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্য পুরুষের সঙ্গে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগের যত লীলা সবই বর্ত্তমান আছে, তাহারই প্রমাণ জন্য সার্ব্বভৌমকে রাম, কৃষ্ণ, গৌর যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখাইয়াছেন, এই কারণে ভক্তরূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাহা স্বীকার করতঃ গৌর রসে জন্মের মত ডুব দিয়াছেন।

নিত্য গোলক ব্রজ নবদ্বীপ যে, একই স্থান তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে ব্রজলীলা সাঙ্গের পর কি অবস্থায় ছিল এ প্রশ্ন হইতে পারে; তাহার মীমাংসা এই যে, বিবর্ত্তত্ত্বে স্বয়ং ভগবানের

প্রকাশ হয়, এই জন্য কলিযুগে 'স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ; তাহা হইলে বিলাস-আধার কলি সুতরাং কলি স্ত্রী স্বরূপা হইল। যেমন কোন বালিকা জন্ম গ্রহণে ক্রমশঃ বিবাহের কাল প্রাপ্ত করে তাহাতে দম্পতিদ্বয় পরস্পরে দর্শনাদি করতঃ বিবাহ হয়। তখন নয়নাদিতে মিলন হইয়া নিত্যভাবে রস বিলাস চলিতে আরম্ভ করে। পরে দ্বিতীয় সংস্কার হইলে মধুর বিলাস রস সম্মিলন পায়। তদ্রূপ কলির কিছু-দিন পরে পঞ্চ রসিক শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর নিত্য বিলাস তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহা আস্বাদন করিয়া-ছেন, তাহার কতক দিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইয়াছেন। রস যাহা তাহা নিত্যই বর্ত্তমান ছিল। শুভ সময় পাইয়া পুষ্পবন্ত যোগে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ মিলনে সেই রস পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছে। যদি নিত্য রস না থাকিবে তবে প্রকাশ হইবে কেন'?

ভক্তগণ যে পর্য্যন্ত নিত্য ভাব বা নিত্য রসে অধিকার করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত এই নিত্য তত্ত্ব কদাপিও বুঝিতে সক্ষম হইবে না। পত্নী স্বামীর ঘর না করিলে যেমন রস বুঝিতে পারে না।

চারি যুগের মধ্যে আহ্লাদিনীর হৃদয় প্রেম ফাঁদে বন্দি হইয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে আর কোথা স্বয়ং ভগ-বান ধরা দেন নাই তবে এক্ষণে তাঁহার ধরিতে

হইলে সেই স্বরূপে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে নচেৎ আর ধরিবার জানিবার শুনিবার বা দেখিবার উপায় নাই, কাজেই শুভ সময় মত নিজে উদয় হইয়া যে ভাব কান্তিতে ধরা পড়িয়াছেন ভক্তরূপে নরলোকে তাহা প্রদান বা প্রচার করিয়াছেন আর সেই নিত্য রস নিত্য আস্বাদন করিয়াছেন বা করিতেছেন এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রলাপগুলি দেখিলে সংশয় মুক্ত হইবে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভক্ত তিনি জল তুলসী প্রদান করিয়া প্রকাশ করতঃ আস্বাদন করিয়াছেন। এই জন্য সীতানাথের আনা গৌর এইরূপে কীর্ত্তন করা হয়।

বর্ত্তমান সময়েও সেই ভাব কান্তি যিনি অঙ্গি-কার করতঃ নিত্য অভিযুক্ত হইবেন তিনি সেই নিত্য বিলাসময় মুরতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দর্শনাদি পাইবেন। আর সেই ব্রজ রস আস্বাদন করিতে পারিবেন সাক্ষী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তিনি খেতুর হইতে শ্রীরাধার বিষয় জানিতে পারিতেন।

শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ নিত্য লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন আর আর মহাজনগণ যাঁহারা পদ-কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন তাঁহারাও

নিত্য রসকে বর্ত্তমান করিয়া আস্বাদন করিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতের রাজসিংহাসনে কহিনুর আছে সেই রাজাসনে আসীন হইবার ভাগ্য যাহার হয় সেই সে রাজাসনে উপবেশন করিতে পারে। তদ্রূপ যুগল কিশোর সর্ব্ব ভক্তি রসাশ্রয় মণি। প্রেমের ভাগ্য পূর্ণ হইলে রাজবেশ অর্থাৎ বৈষ্ণব বেশ গ্রহণান্তর রাজা অর্থাৎ বৈষ্ণব উপাধি প্রাপ্ত করে। কহিনুরের অর্থাৎ প্রেম চিন্তামণির প্রকৃত গৌরব কি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উপভোগ করিতে পারে এবম্বিধ প্রকারে মহাভাব স্বরূপিণীর ভাব কান্তিরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে স্বাধীন রাজত্ব করিয়াছেন। আর সেই রাজ আদর্শ দিবার জন্য নাম সংকীর্ত্তনরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বৈষ্ণবগণ সেই ভাব কান্তি গ্রহণে সেই নিত্য রস লাভে সমর্থ হয়।

কৃষ্ণ লীলা নিত্য জ্যোতিষ চক্র সে প্রমাণে।
জ্যোতিষ চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্র দিনে॥
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পর ব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত॥

সূর্য্য যেমন আধার ব্যতীত প্রতিভাত হয় না তদ্রূপ নিত্য পুরুষ স্বয়ং ভগবানও আধার ব্যতীত প্রকাশ হয় না। এই জন্য মধুর রসে প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতি রাইকিশোরীর হৃদয়মন্দিরে স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছেন। এবং গোলক ব্রজসহ নিত্য বিহার করিয়াছেন।

নিত্য বলিতে যাহা অবিচ্ছেদ বা ভেদ রহিত তাহাই নিত্য। এ কারণ নিত্যলীলা শ্রীমতিতে সম্পুর্ণরূপে বর্ত্তমান আছে।

যে কোন ধাতুই হউক না কেন, যে কালযাবৎ তাহাকে গঠন করা না হয় সে পর্য্যন্ত নিরাকার পরে সেই ধাতু হইতে আবশ্যক মতে যে পরিমাণ লওয়া যায় তাহার দ্বারাই মূর্ত্তি গঠিত হয়। আর সম্পুর্ণ লইয়াও গঠিত হয়। স্বয়ং ভগবানের লীলাও তদ্রূপ।

শ্রীমতি রাই কিশোরীর হৃদয় রূপ ছাঁচে কিশোর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। নিরন্তর নিত্য ভাবে ও লীলা তত্ত্বে বিভোর হইয়া আছেন সেই নিত্য যুগল কিশোর বর্ত্তমান কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে উদয় হইয়া সত্যা সত্যের সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাপ্রভুকে ব্রজেন্দ্র নন্দন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নির্ভুল

ও উৎকৃষ্ট বর্ণে গঠিত তপ্ত কাঞ্চন যিনি গৌরবর্ণ ও কান্তি এই দুয়ের আধিক্যতা এবে প্রচার হইয়াছে।

প্রেম-কারিগর ব্রজদেবীগণ এই নক্সা জানিত অন্যে জানিত না জন্য বিশ্বাস করিতে পারে নাই। পরে বুঝিতে পারিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। এইজন্য গোপীভাবে ভজন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাগানুগাবর্ত্তই শ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান কলিযুগে ভক্ত শ্রেষ্ঠরূপে ও অন্তর্যামী রূপে প্রকাশ হইয়াছেন। তাহাতে ভাবও সাকার কান্তিও সাকার। বাহিরে ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ সন্ন্যাস বেশধারী ও অন্তরে শ্যাম গোপরূপ উক্ত দুইই সাকার রামানন্দ রায় তাহা দর্শন পাইয়াছেন। সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আপনি আস্বাদন করিয়া ভক্ত-গণকে শিখাইয়াছেন। সেই উজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তি।

যুগল কিশোর হইয়াছে ভক্তের প্রাণ অতএব ভক্তের অন্তরও সাকার। বাহিরে গৌর বেশ সন্ন্যাসী মূর্ত্তি অতএব বাহিরেও সাকার; তাহা হইলে বর্ত্ত-মানে বৈষ্ণবরূপই সাকার। বৈষ্ণবের অন্তর বাহির দুইই সাকার এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপ।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ বৈষ্ণবও ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ একান্ত বৈষ্ণবাং শ্রেষ্ঠঃ” শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

কৃষ্ণে আর বৈষ্ণবে অভেদ ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। নারদসূত্রে, "ওঁ তস্মিন তজ্জনে ভেদাভাবাৎ" ভক্ত ও ভগবানে অভেদ। ভক্তের হৃদয়ে সতত বিশ্রাম করেন এই প্রকারের বহু কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। "দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ কলিতে গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব স্বরূপে ভুক্ত"। "শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব তাহে অনুভব" এই প্রকার প্রমাণের অভাব নাই অতএব সাকার ভজন পূজন বলিতে বৈষ্ণব সেবা পূজা ভক্তি প্রমাণ সমর্থ। তদ্ভিন্ন নহে।

যে পর্য্যন্ত গোপীভাব অঙ্গীকার করতঃ বৈষ্ণব বেশ সম্পূর্ণরূপ গ্রহণে সক্ষম না হয় সে পর্য্যন্ত শ্রী বৈষ্ণব বিগ্রহে পরম শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, মর্ত্তবাসীগণ সূর্য্যকে গোলাকার থালারূপে দর্শন পায় আর দেবগণ সাকাররূপে দর্শন আলাপ করে; এইজন্য বিষয়াদি ও জাতি কুলশীল পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিলে তবে সাকার উপাসনার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজ স্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেব মিদং জগৎ।
আদি পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অন্য দেবতার উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়া একমাত্র বৈষ্ণব সেবার বিধান দেন তাহাতে বুঝা যায় বৈষ্ণব সেবনই সাকার উপাসনা।

বৈষ্ণবের হয় এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহ জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

জীবে সাক্ষাৎ নাই তাতে গুরু চৈতন্যরূপ তে-কারণে শিক্ষা গুরু মহান্তস্বরূপ। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন" মহান্ত স্বরূপ বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের সাকার মূর্ত্তি সচল বিগ্রহ। ইহা ব্যতীত যত উপাসনা প্রণালী; সবই নিরাকারবাদ বা অচল বিগ্রহ সেবন মাত্র।

যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব পূজা হইতে বড় আর নাই॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে ধরণী ধন্যা হয়।
যার দৃষ্টি মাত্র দশদিকে পাপ ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

বৈষ্ণব কীর্ত্তনে সরস্বতী তুষ্টা হন।
বৈষ্ণবে সেবিলে লক্ষ্মী শুভ দৃষ্টে চান॥
যে জন বাসয়ে ভাল বৈষ্ণব বিগ্রহে।
নারায়ণ আদি দেব করে অনুগ্রহে॥
বৈষ্ণবে করয়ে প্রীত সাদর সন্তাষে।
সদা তুষ্ট তার প্রতি দেব শ্রীনিবাসে॥
বৈঃ কঃ।

এই সব মাহাত্ম্য স্বীকার করা অনেকের অভ্যাস আছে;— বৈষ্ণব হইলে হইতে পারে, এই ধারণায় সন্দেহ উপস্থিত করে। এই তুইটি কথার সমাধান করিতে হইলে বৈষ্ণব চিনিবার আবশ্যক হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ লক্ষণ দৃষ্টে বৈষ্ণব চিনিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন কার্য্য বা আচারের দ্বারা প্রমাণ হওয়ার সম্ভব নাই কারণ শুচি সদাচার সৎশূদ্র বা ব্রাহ্মণ কায়স্থদের ভিতর সর্ব্বদাই প্রচলিত আছে। তিলক মালা ব্যবহার করিলেই যদি বৈষ্ণব হয় তবে প্রেতকার্য্য শ্রাদ্ধের সময়ও আবশ্যক হয়। আহ্নিক করিতে তিলক মালা শিখা যাহারা ধারণ করে তবে তাহারাই কি বৈষ্ণব? না, তাহা হইতে পারে না কেন না, দেব বা পিতৃ-লোক পূজার সময় আবশ্যক হয়, যাহারা তিলক মালা শিখা ধারণ করতঃ বিগ্রহ পূজা করে ও মালাতে নাম জপ করে তবে তাহারাই কি

বৈষ্ণব? না, তাহা হইতে পারে না, তাহা হইলে পুরোহিতেরাও বৈষ্ণব। শাস্ত্রে যাহাদিগকে আদৌ ভক্তি হীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহারা তিলক মালা শিখা ধারণ করতঃ ত্রিসন্ধ্যা করে ও একাদস্যাদি তিথি মান্য করে তবে তাহারাই কি বৈষ্ণব? না, তাহা হইতে পারে না কেন না হিন্দু বিধবা রমণীগণ উক্ত আচার করিয়া থাকেন অথবা তীর্থ বেশ্যারাও উক্ত আচার করে। তিলক মালা শিখা রক্ষা করিয়া তীর্থে বাস করে তাহারাই কি বৈষ্ণব? না, তাহা হইতে পারে না তবে বৈষ্ণবের প্রিয় বলিয়া গননীয় হওয়া যুক্তি যুক্ত। কোন যোগের সময় উপস্থিত হইয়া সকলেই উক্ত আচার গ্রহণ করতঃ কার্য্য করে পরমূহূর্ত্তে তাহার চিহ্নও থাকে না যে হেতু এরূপ সাজ ঠিক নহে। যাহা সাধারণের আচরনীয় বা যাহা ইচ্ছা করিলে সকলেই লইতে পারে এবং ত্যাগ করিতে পারে তাহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। যাহারা তিলক মালা করে ও তীর্থে ভ্রমণ করে তবে তাহারাই কি বৈষ্ণব? না, তবে বৈষ্ণব ভাবে মান্য পাইতে পারে স্বেচ্ছাকৃত আচার ধর্ম্ম বন্ধনে তাহারা বাধ্য নহে। যাহারা অন্য আকারের বেশ ভুষা করে ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে তবে তাহারাই কি বৈষ্ণব? না, তাহারা সাধু নামধারী যোগী ন্যাসী দণ্ডী প্রভৃতি

নাম আছে তাহা ভুল নহে। অতএব যাহাদের পরিচয় উপাধি দাস বৈষ্ণব এবং পূর্ব্ব গোত্র ত্যাগান্তর অচ্যুত গোত্র গ্রহণ করতঃ চারি সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে তাহারাই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ কায়স্থকে কায়স্থ ইত্যাদি বলিতে কাহারও আপত্য নাই বৈষ্ণব সম্বন্ধেও নিরাপত্য হওয়া সঙ্গত।

ভগবানের বিচারে যে, যে উপাধি পাইবার যোগ্য হয় তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করেন। ভেকধারীগণ বৈষ্ণবের যোগ্য জন্যই বৈষ্ণব উপাধি প্রাপ্ত হয়। সেই ধর্ম্ম বন্ধনে বাধ্য ব্যক্তিই বৈষ্ণব।

নাম হইতে নামী কখনই শ্রেষ্ঠ নহে। যাহার নাম বৈষ্ণব সেই নামই যত্নে গ্রহণীয়। সেই নাম হইতে আবেশ প্রভৃতিও লাভ হয়।

শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের সময় বৈষ্ণবাবেশ যুক্ত হয় এ কারণ সেই কীর্ত্তনস্থ জন সকলকেই বৈষ্ণবেরগণ এই ধারণা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের আচার ও ভজন সম্বন্ধে মীমাংসা এই দেখা যায় যে বৈষ্ণবগণ কোন সময়ের জন্য বেশ ভুষা ত্যাগ করিবে না, আর হরি নামে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে। অন্য কোন জ্ঞান কাণ্ড বা কর্ম্ম কাণ্ড বৈষ্ণবের আবশ্যক করে না।

কিং তপসা কর্ম্মকাণ্ডেন বৈষ্ণবানাং মহীতলে।
গুরুদত্ত হরে র্ম্মন্ত্রম্ জপেৎ প্রাণ সমং সদা॥
গারুড়ে।

একমাত্র গুরুদত্ত হরের্নাম সর্ব্বদা উচ্চ কণ্ঠে অথবা মনেমনে অথবা মালা দ্বারা জপনা করিবে সন্ধ্যা-বন্দনাদি তপস্যার বা কর্ম্ম কাণ্ডের কোন আবশ্যক নাই। "হরিনাম সর্ব্ব বেদ সার।"

সন্ধ্যাবন্দন! ভদ্রমস্তুভবতো ভো স্নান। তুভ্যং নমঃ ভো দেবা পিতরশ্চ! তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাং যত্রক্কাপি নিষদ্য যাদব কুলোত্তমস্যকংস দ্বিষঃ স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন যে।

পদ্যাবল্যাং।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী রাগানুগা ভক্তির উপাসক ছিলেন, তিনি বৈধী ভক্তি বা বিধি নিষেধের ধার ধারিতেন না তাঁহার কৃত একটী শ্লোকে আছে—হে সন্ধ্যাবন্দনা! তোমার মত তুমি কুশলে থাক, হে ত্রিসন্ধ্যা স্নান! তোমাকে নমস্কার, হে পিতৃগণ! আমি তর্পণ বিধিতে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করি-বেন। আমি যে কোন স্থানে উপবেশন করিয়া যদুকুলাবতংস কংস শত্রু শ্রীকৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া পিতৃঋণ দেবঋণ ও ঋষিঋণ শোধ করিব অপর অনুষ্ঠানাদিতে আমার প্রয়োজন কি?

রৈ রৈ জপে গোরা কৃষ্ণ নাম মধু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন বিমল বিধু॥

রাগানুগা ভক্ত বৈষ্ণবগণের উক্ত প্রকার আচারের অনুকরণানুসারে সাধন পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। "রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে" এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌর অনুরাগী ভক্তগণও গাইয়াছেন—

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখি জল ঝরে ॥
কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে।
অনুক্ষণ গোরা প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে ॥
গোরা গোরা করি মোর কি হইল নিরবধি।
সদা মোর পড়ে মনে গোরাগুণনিধি ॥
গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম ॥

অনুরাগীর পক্ষে উপরোক্ত পদানুসারে মনবৃত্তিকে নিয়োজিত করাই সঙ্গত।

পৈতাতে ব্রাহ্মণ ও ভেকে বৈষ্ণব, ইহা সাধারণেই জানে ইতিমধ্যে কোন কোন ব্যক্তির চক্ষে ঝালাপালা লাগিতে পারে বৈষ্ণব দেখিতে পায় না। তাহাদের চক্ষের এমনি স্বভাব আছে যে বৈষ্ণব দেখিলেই অন্ধ হইয়া পড়ে।

যাহাদের সংসার বুদ্ধি ও ধনজন পুত্র প্রভৃতির মায়ায় মুগ্ধচিত্ত তাহাদের হৃদয়ে বৈষ্ণবাবেশ উদয়

হইতে পারে না। তাহাদের ভাগ্যে বৈষ্ণবে বিশ্বাস হওয়া দুরূহ তবে সাধুসঙ্গ বলে কাহারও কাহারও বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মে। যাহারা বৈষ্ণবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে তাহারা অচিরাৎ কৃষ্ণ ধনে ধনী হয়।

ভক্তিলাভ করিবার উপায় বৈষ্ণব সেবন; সেই বৈষ্ণব সেবনে যাহার বিশ্বাস বা অধিকার নাই তাহার কুলে শীলে ও পাণ্ডিত্যে ধিক্! কেবল ভেক কোলাহল করতঃ নরক গমন করে।

যাহার বৈষ্ণবে বিশ্বাস ভক্তি আছে সে কিছু না জানিলেও কুলে শীলে পাণ্ডিত্যে ধন্য। বৈষ্ণবে বিশ্বাস বিহীন পণ্ডিতকে ভাগবতের কীট কহা যায়। মায়া কর্ত্তৃক সুকৃতি বাড়িতে পায় না এই জন্য দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণব সাজরূপ প্রেম সম্পত্তিকে সামান্য মনে করে। ব্রাহ্মণের পৈতাতে নব গুণ নব দেবতা আর বৈষ্ণবের কৌপিনে নব গুণ নব দেবতা ইহা জানিলে সন্দেহ মিটিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় অনেক সংসারিজন প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ সংকীর্ত্তন বিলাস করিয়াছেন। সাক্ষাৎ প্রভু স্বয়ং ভগবান উদয় হইয়া সাঙ্গপাঙ্গ নিত্য পার্ষদসহ রসাস্বাদন করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব জীবনী গোস্বামীগণ কৃত গ্রন্থে প্রকাশ আছে। স্বয়ং প্রকটা-

বস্থায় যাহা করিতে পারেন বা করিয়াছেন তাহা আর অন্যে সক্ষম হইবে কেন সর্ব্বশক্তিমান প্রভু যে লীলা করেন সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণবের সহিতও সংসারিক জনের কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

অল্প করি না মানিও দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
আগে হয় মুক্তি পরে সর্ব্ব বন্দ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ যত সবই মুক্ত কেহই বদ্ধ নহে।

মুক্তাঅপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইত্যাদি।

"মুক্ত সব লীলাতত্ত্ব করি কৃষ্ণ ভজে"

এই প্রকারে কৃষ্ণ শক্তিকে ধারণ করিবার যোগ্য হয়, নতুবা নহে। ঠাকুরালী করিতে শিখিলেই ভক্ত হয় না।

অপ্রকটকালে বা প্রকটকালে আচার বা প্রচারের দ্বারা বৈষ্ণব সেবা ভিন্ন গত্যন্তর নাই এই শিক্ষা বিশেষরূপ দিয়াছেন।

কৃষ্ণ ভজিবার যার থাকে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস॥
বৈষ্ণবের সেবা প্রভূ করিয়া আপনে।
ভক্ত শিখাইল শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানে॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

কৃষ্ণ আর বৈষ্ণবে অভেদ এই তত্ত্ব জানা স্বত্ত্বেও বৈষ্ণব সেবা পূজা ভক্তির জন্য রতি মতি ভক্তি দ্বারা কার্য্যে পরিণত না হয় সেই সব জন বৃহৎ পাষণ্ড।

যে যথা মাং শ্লোকের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় "যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে" যেমন ভজে তেমন পায় অতএব ভাবানুযায়ী প্রাপ্তি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তিন গুণের মধ্যে যে গুণে ভজন করিবে সেই গুণের নায়েক ও ধাম লাভ হইবে। শিব ভজিলে কৈলাশে, ব্রহ্মাকে ভজিলে ব্রহ্মলোকে ও বিষ্ণুকে ভজিলে বিষ্ণুলোকে গতি হইবেক।

ভজন করিতে হইলে ভাব ভূষণ বিশেষ প্রয়োজন, কারণ কায়মনবাক্যে ভক্তিমতি পরিচর্য্যার নাম ভজন। এতদ্ভিন্ন স্বেচ্ছাচারিতা মতাবলম্বী মধ্যে গননীয় হইবে। ভক্ত ভাব ও ভক্ত ভূষণ সম্বন্ধে মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন অবশ্য কর্ত্তব্য

বোধে তাহা গ্রহণীয়। ক্রিয়াবন্ত বলিয়া পরিচিত হওয়া সম্ভব স্থলে লক্ষণান্বিতাবস্থাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ হইবে নতুবা বিড়ম্বনার বহু সম্ভব। যেমন কোন ব্যক্তি কয়েদী অবস্থার পর পুনঃ গৃহস্থ হয়, তদ-পর বিচারপতি হইয়াছে; উক্ত অবস্থাত্রয় বিবেচনা করিলে স্থান কাল পাত্র বিচার্য্য। কয়েদীর কার্য্য ও গৃহস্থের কার্য্য একরূপ হইলেও পৃথকত্ব আছে। পাশবদ্ধ ভক্ত পাশমুক্ত ভক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ ভক্ত। অতএব যে কোন বিষয় প্রয়োজন বশতঃ সম্বন্ধানুমান করিয়া তৎক্রিয়া সম্যক লাভ করিতে হইলে তদুপযুক্ত স্থান সম্প্রদায় বা বেশ ভূষা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

বৈষ্ণবের যে ক্রিয়া তাহার কতকাংশ অনেকেই করিতে পারে কিন্তু বহু ত্রুটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে দুই তিনটী অভাব উপযুক্ত আশ্রম হীন বা সম্প্রদায় ভুক্ত নহে। এ কারণ চারি সম্প্রদায় বিহীন ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া—শাস্ত্রে স্বীকার করে না। বৈষ্ণবের সেবক বা ভক্ত কহা যায়। যেমন পৌনে ষোল আনা কে টাকা কহে না।

ঢোল সানাই বাজিলেই বিবাহ হইতেছে এমত বিবেচনা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিবে সেইরূপ হরিনাম করিলে বা গান গাইলে বৈষ্ণব হয় এরূপ বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়;

তাহাতে বিবেচনা করিবে মুক্ত কি বদ্ধ যদি সংসার মুক্ত হওত ভগবানে, সম্বন্ধ করিয়া দাস নাম পাইয়াছে জানা যায় তবে তাহাকে লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া "বৈষ্ণব" বিশ্বাস করিবে। বেশের আধিক্যতা গুণালঙ্কারে পরিপুর্ণ ও সর্ব্বের মঙ্গল বিধানে সক্ষম এ কারণ তদ্বিপরীত "ছদ্মবেশ" এই শব্দ শাস্ত্রে বা সাহিত্যে উল্লেখ আছে। সম্প্রদায় বিহীন ভজননিস্ফল আর সাজ অভাবে কাজ হয় না যেমন রাজার রাজটিকা মুকুট আবশ্যক। সুবল মিলনে শ্রীমতি সুবলবেশে যাওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ চিনিতে পারেন নাই চিহ্ন বা লক্ষণ আবশ্যক কিনা এই প্রমাণে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাম এক তাহা জানাসত্বেও হনুমান রামরূপ বা সেই লক্ষণযুক্ত ভিন্ন দেখেন নাই ইহা লক্ষণালক্ষণের চরম সিদ্ধান্ত।

"না চাইতে দেন প্রেমধন" করুণাবতার করুণা করিয়া সার্ব্বভৌমাদির দৃঢ়ীভূত অভ্রান্ত জ্ঞানযোগ মার্গীয় বিশ্বাস লোপ করিয়া দিয়া ভক্তি দানে অন্তরঙ্গ পার্ষদ করিয়াছেন। ইহারা গৌরাঙ্গের জন্যে কখন ভজন করে নাই বা বিশ্বাসও ছিল না অতএব যুগাবতারগণ ভাবনানুসারে ফল প্রদান করেন আর পরম করুণ পরম দয়াল গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া অযাচকে করে ধরিয়া নামপ্রেম

বিলাইয়াছেন যেহেতু ব্রজ প্রেম লাভের পথানুসন্ধিৎসু হইবার দ্বিতীয় কোন উপায় আর নাই বা ছিল না। একমাত্র নিতাইর করুণা বলেই ধর্ম্মার্থ ভজন সাধন।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥

বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবগণ শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ সংসার মাঝারে হরিনাম বিতরণ করতঃ উদ্ধার সাধন করিতেছেন, জীবন মুক্ত বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দের স্বরূপ।

ব্রজ প্রেম লাভ করিবার যদি কাহার সাধ থাকে তবে শ্রীগুরু বৈষ্ণব অর্থাৎ ঠাকুর বৈষ্ণব পদে রতি, মতি, নিষ্ঠা ভক্তি করা শ্রেয়ঃ। শ্রীগৌরাঙ্গে অচলা মতি ভক্তি তাহার মূলমন্ত্র।

শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণের আচরানুসন্ধিৎসু হইয়া সাধন পদ্ধতি শিক্ষা করিলে মহাজনের পথে গমন করা যাইবে এবং প্রেম ভক্তির অভাব বোধ শূন্য হইবে। ডোর কৌপীন বহির্বাস করোয়া কান্থা তাহাদের নিকট বড়ই আদরের জিনিষ ছিল সেই প্রকার প্রেম লাভে যদি কাহারও সাধ হয় তবে সংসার বন্ধন ছেদন করতঃ প্রীতি সাদরে সেই বেশ ভূষণ গ্রহণ করিবে তাহা হইলে বেশ হইতে পারিবে।

অনুরাগ বিহনে কখন প্রেম হইতে পারে না।— করঙ্গ কৌপীন ও ছেঁড়া কাঁথা গ্রহণ করিবে এবং

সকল বিষয় ত্যাগ করিলে তবে অনুরাগ হইবে। সেই প্রকার অনুরাগী জন ব্রজবাসে বা পাইতে সক্ষম। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনা দ্বারা জানাইয়াছেন।

বর্ণিতে না জানি. কিছু বৈষ্ণব মহিমা।
অজ্ঞ পতিত হীন ছার জীবাধমা ॥
কিঞ্চিৎ করিতে চাই বৈষ্ণব কীর্ত্তন।
যদি দয়া করে মুই বড় অভাজন ॥
জগৎ ব্যাপক হরি পূর্ণ ব্রহ্মময়।
হেন প্রভু বিরাজেন বৈষ্ণব হৃদয় ॥
যেই পদ পাব বলি সদা শিব যোগী।
বিণাস্বরে গান গায় নারদ বৈরাগী ॥
মহা যোগেশ্বরগণ সদা ধ্যান করে।
বৈষ্ণব সে পাদপদ্ম সদা হৃদে ধরে ॥
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের যেই অধীশ্বর।
অনন্ত ব্রহ্মারুদ্রাদি যাহার কিঙ্কর ॥
ত্রিপাদ বিভূতি তার কেবা দিবে সীমা।
যে চরণে দাসী মহালক্ষ্মী মহারমা ॥
সেই প্রভু বাস করে বৈষ্ণব অন্তরে।
কত কোটী সূর্য্য চন্দ্র যাহার নখরে ॥
সহস্র কোটী সূর্য্য তেজ কেহ কেহ বর্ণে।
বৈষ্ণবের জ্যোতি নাহি জানে জাতি বর্ণে ॥

অসংখ্য ব্রহ্ম রুদ্রাদি যাহার শরীরে।
নিশ্বাসেতে কত বেদ প্রবর্ত্তন করে॥
আত্মারাম-রূপী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
বৈষ্ণব হৃদয়ে করে সুখেতে বিশ্রাম॥
কৃষ্ণ মন্মোহিনী পরা সুখ বিলাসিনী।
রাসেশ্বরী রাই কিশোরী পরা ঠাকুরাণী॥
যার প্রেমে চির ঋণী ভাব কান্তি ধরি।
দীনের অধীন হ'য়ে নদের ভিখারী॥
মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতি রাধিকা।
রাসাদিক লীলা কৈলা কেবলা প্রেমিকা॥
যুগলকিশোর রূপ অতি সমাদরে।
ভজিতে বৈষ্ণবগণ আপনা পাশরে॥
জাতি কুল নিজ দেহ করে সমর্পণ।
সে কারণে তার কাছে প্রভু ঋণী হন॥
প্রেমের কারণ ভূমি শ্রীবৈষ্ণব দেহ।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম মাত্র জানে সেহ॥
আবির্ভাব তত্ত্ব দান করে কৃপা করি।
সেইজন হয় শ্রীবৈষ্ণব নামধারী॥
অন্তরে বাসয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ।
প্রভু সেথা মত্ত রহে পেয়ে সুখানন্দ॥
শত কোটী গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥

অন্যাপেক্ষা ত্যাগ করি শ্রীরাধা সেবিল।
সে কারণে তার সম কেহ নাহি হইল॥
তার সহ তার ক্রিয়া করি অঙ্গীকার।
সর্ব্ব ত্যাগ করি লয় বৈষ্ণব আচার॥
শত কোটি গোপী আর রাধে রাসেশ্বরী।
যাদের সেবায় তুষ্ট ছিলেন শ্রীহরি॥
সেই সেবা এক অঙ্গে বর্ত্ত হইল সবে।
শ্রী বৈষ্ণব প্রেমধাম তাহাতে সম্ভবে॥
বৈষ্ণব সেবায় প্রভু বড়ই সন্তুষ্ট।
দুই বার ভোজন করে হ'য়ে অতি হৃষ্ট॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি আরাম বিরাম।
লীলামৃত বরিষণ করে অবিশ্রাম॥
হেন বৈষ্ণবের গুণ কহিলে কি হয়।
যার ভাগ্যে থাকে তার অবশ্য মিলয়॥
ব্রজ প্রেম লভিবারে যার থাকে আশ।
উচিত হইতে তারে বৈষ্ণবের দাস॥
নিজ দেহে ঘৃণা লজ্জা সকলি ছাড়িয়া।
সেবিবে বৈষ্ণব পদ দরিদ্র হইয়া॥
অবশ্য করিবে দয়া কৃষ্ণ দয়াময়।
যদি না করয়ে শাস্ত্র সাধু মারা যায়॥
ত্রিসত্য করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন।
ব্রজ প্রেম পাবে ভজ বৈষ্ণব চরণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যেবা ভালবাসে।
প্রেমিক সন্ন্যাসী হবে না রবে আবাসে॥
পতি যার গৌরচন্দ্র দীনের অধীন।
ভিক্ষায় করয়ে সেবা হ'য়ে দীনহীন॥
নিশ্চিন্তে ভজিব কৃষ্ণ এই অনুরাগে।
সমকৃতা সন্ন্যাসী হইতে ভাললাগে॥
হা রাধে হা কৃষ্ণ হা হা মদনমোহন।
এ অধমে কৃপা কর লইনু শরণ॥
আর মোর কেহ নাই কি বলিব কায়।
অভাগা অযোগ্য বলি না ঠেলিও পায়॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব মোরে বড় দয়া কর।
নতুবা এ অধমের নাহিক নিস্তার॥
মো হেন পতিত প্রভু নাহি জগ মাঝ।
কেমনে পাইব তোমা সবার সমাজ॥
জাতি কুল শীল ছাড়ি লভিবার আশে।
কলঙ্কিত বলে মোরে না কর নৈরাশে॥
যদি না করিবে দয়া বল কোথা যাব।
অনলে পশিব কিম্বা জলে ঝাঁপ দিব॥
দয়াল শুনিয়া নাম লইনু শরণ।
ভজন জানিনা ব'লে না কর বঞ্চন॥
অকুল পাথারে তরী দিনু ভাসাইয়া।
দাস সধরে যা হয় কর বিচারিয়া॥



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িকা।
শ্রীব্রহ্মরুদ্র সনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনা।
পাদ্মে।

কলিযুগে চারি সম্প্রদায় মতে উপাসনা প্রচলিত হইবে। নাম শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় আর সনক সম্প্রদায় এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্ব্ব অবতারের অবতারি-রূপে নিজ মর্ম্মভাব আস্বাদন ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেম ভক্তি রস সঞ্চার করিয়াছেন। এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য রাধার ভাবে মধুর রস আস্বাদন করা। লোক বেদ ধর্ম্ম সংঘর্ষণ দোষের ভয়ে চারি সম্প্রদায় মুক্ত কেহই গৃহাসক্ত নহে।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলায় নারদের কৃপাপাত্র ছিদামের প্রিয় শিষ্য কোন গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বিনী রাধাকৃষ্ণ রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়। সেই স্বরূপ নৃত্য হাস পরিহাস দর্শনে ব্রজ লীলার ভাব উদ্দীপন বশতঃ রাধার ভাবকান্তিসহ নবদ্বীপ বৈষ্ণব চিন্তামণি ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন। নিজে কেশব ভারতীর

নিকট সন্ন্যাসরূপ ভেক গ্রহণান্তর রসাস্বাদন করিয়াছেন। আর সেই ভাবকান্তি চণ্ডালাদিকে প্রদান করিয়াছেন। কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। গোপী ভাবে ভজন করিতে হইলে বৈষ্ণব বেশ প্রযত্নে গ্রহণীয়।

সেই গোপীদিগের গোপী চন্দন মালা কেশ আর প্রকৃতি ভাবের জন্য ডোর কৌপীন ও বহির্বাসের ব্যবস্থা আছে। পুংসাকার নষ্ট করিয়া প্রকৃতির সাজ অবলম্বন করা সহজ নহে। জীবনের পূর্ব্বাবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ব্যতীত সম্ভব নহে, যেহেতু নব জীবন অর্থাৎ নবদ্বীপ ও নবভাব প্রেম রসের আধার। এই প্রকারের পরিবর্ত্তন ব্যতীত নূতন কোন সত্ত্বা বা গুণ সেখানে প্রবেশ বা স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। অশৌচ বা অশুদ্ধ সত্বাবিশিষ্ট দশবিধ সংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তি সেই ভাবকে স্বীকার করতঃ দিগদর্শন করিতে পারে। প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মহাভাগ্য সঞ্চয় ব্যতীত ঘটিতে পারে না।

ভগবৎ কৃপার সুপবিত্রাধার ব্যতীত প্রেমভক্তি সঞ্চয়রূপ পাত্র হয় না তাৎপর্য্য এই যে গোপীভাব নিষ্কাম ও নির্হেতু বিশুদ্ধ ভক্তি সম্পন্ন হওয়া উচিত যেহেতু মুক্ত ব্যতীত প্রেমের অনুভব সম্ভবে না। পূর্ব্ব দেহের সাজ আদিকে ঘৃণিত মনে করিয়া দীন

হীন কাঙ্গালের বেশকে ধারণ করতঃ শ্রীগুরু বৈষ্ণ-বের দাসত্ব করিবে।

মহাপ্রভুকে নিতাই যখন সুরধনী দেখাইয়া যমুনা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন সেই ভাবাবেশ সময় মহাপ্রভূর পরণে ডোর কৌপীন ছিল মাত্র। চারি দিবস উপবাসের পর অদ্বৈতাবাসে ভোজন করেন ইত্যাদি কারণে বৈষ্ণব ব্যতীত পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব কেহ অবলম্বন করিতে পারে না সেই প্রেমভক্তিও ভাগ্যে ঘটে না।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগেই ধর্ম্মের ধারা প্রবাহিত আছে নূতন কিছুই হয় না বা হয় নাই। তবে যুগান্তরে প্রকাশ মাত্র। যেমন ভগবান যুগান্তরে নামান্তর হইয়া প্রকাশ হইয়াছেন। বিধি ও রাগ মার্গ এই দুইটী ধারা আবহমানকাল প্রচলিত আছে। যুগাবতারের দ্বারা বিধিভাবে আর স্বয়ং ভগবান হইতে রাগমার্গ প্রকাশ হইয়াছে। বিধি মার্গীয় উপাসকদের গুরু প্রণালী নারায়ণ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

পর ব্যোমেশ্বর স্বামী শিষ্যো ব্রহ্মা জগতপতিঃ তস্য শিষ্য নারদো ভূদ্ব্যাস স্তস্যাপি শিষ্যতাং শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ। তস্য শিষ্য প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ ব্যাসালব্ধ কৃষ্ণ

দীক্ষা মাধ্বাচার্য্যো মহাশয়ঃ। চক্রেবেদনু বিভক্তা সৌ সংহিতাং শত দুষণীং। নিতাং ব্রাহ্মণো নত্র সগুণস্থ পরিষক্রিয়া। তস্য শিষ্যোহভবেৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ তস্য শিষ্যো নরহরি স্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোহভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ তস্য শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু স্তস্য শিষ্য মহানিধি বিদ্যানিধি স্তস্য শিষ্য রাজেন্দ্র। স্তস্য সেবকঃ। জয় ধর্ম্ম মুনি স্তস্য শিষ্য বঙ্গল মধ্যতঃ শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোহভূদ্ ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তমঃ সব্যতীর্থ স্তস্য শিষ্যঃ সচক্রে বিষ্ণুসংহিতাং। শ্রীমল্লক্ষ্মী পতি স্তস্য শিষ্যো ভক্তি রসাশ্রয়ঃ তস্য শিষ্য মাধবেন্দ্র যজ্ঞ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকঃ। কল্পবৃক্ষ সাব তারা ব্রহ্মধামনি নিষ্টকঃ। প্রীতিপ্রিয়া বৎসলতো জলাখ্য গুণ ধারিণঃ। তস্য শিষ্যো ভবচ্ছিমান ঈশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ! কলয়া মাস শৃঙ্গারঃ যঃ শৃঙ্গারী ভলাত্মকঃ। অত্যৈকলয়া মাস দাস্য সখ্যে ফলেউভে। শ্রীমানঙ্গপুরী হেশ বাৎসল্যে তং সমাশ্রিতঃ। ঈশ্বরাখ্যপুরী গৌর উয়রী কৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লা বয়া মাস প্রাকৃতা প্রকৃতাত্মকঃ। স্বীকৃত রাধিকা ভাবকান্তি পূর্ব্ব সু দুষ্করে অন্তর্ব্বহি রমাম্ভোধী শ্রীনন্দ নন্দনোপি সন। আদ্যবৃহোপি চৈতন্য মবিসদ যঃ পুরে পুরা। বিচ ক্ষোভমন পথ দৃষ্টা গন্ধর্ব্ব নর্ত্তন। পদ্মপুরাণ।

পর বোমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর শিষ্য ব্রহ্মা তার শিষ্য দেবঋষি নারদ তার শিষ্য বেদব্যাস তার শিষ্য মাধবাচার্য্য তার শিষ্য পদ্মনাভ। তার শিষ্য নরহরি তার শিষ্য মাধ্যাচার্য্য তার শিষ্য অক্ষোভ তার শিষ্য জয়তীর্থ তার শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু তার শিষ্য দয়াসিন্ধু তার শিষ্য বিদ্যানিধি তার শিষ্য রাজেন্দ্র তার শিষ্য জয়ধর্ম্ম তার শিষ্য পুরুষোত্তম তস্য ব্যাস-তীর্থ তার শিষ্য লক্ষ্মীপতি তার শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী তার শিষ্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ সেই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী তার শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব।

রামানুজং শ্রীঃ স্বচক্ষে মাধ্বাচার্য্য চতুর্ম্মুখঃ
শ্রীবিষ্ণু স্বামিনম্ রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃ সনঃ।

পদ্মপুরাণ।

শ্রী সম্প্রাদয় হন্ রামানুজ স্বামী।
চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায় মাধ্বাচার্য্য নামী॥
বিষ্ণু-স্বামী মহন্ত শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়।
নিম্বাদিত্য চতুঃ সনঃ সনক তথায়॥

ভক্তমাল।

শ্রীচৈতন্য দেব প্রকাশের পূর্ব্বে ভক্তি ধর্ম্ম সকলে ভাল জানিত বা বুঝিত না। যাহারা জানিত তাহা-দের মধ্যে কয়েকটি নামোল্লেখ করা হইল। মনু আর

অত্রি বৈষ্ণবীহারীত জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক আর অঙ্গিরা বহুব্রত। নিশাচর সাম্বত্রিক কাত্যায়ন দানী শাণ্ডিল্য গৌতমী স্তথা বশিষ্ঠ সুভাষী। সুরগুরু শতাবলী পরাশর ক্রতু আশা পাশ মুক্তি দাতা ভক্তির্নিহেতু।

(ভক্তমাল)

ইহারা মুক্ত হওত ভগবানে একান্ত শরণ গ্রহণ করায় ইহারাই বৈষ্ণব তবে বৈষ্ণব উপাধি পায় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষের ফল ক্রমশঃ তাহার বর্ণ বা স্বাদের পরিবর্ত্তন হয়। পাকিলে প্রকৃত স্বাদলাভ হয়। তদ্রূপ সত্যযুগ হইতে ধর্ম্ম ক্রমশঃ পক্বাবস্থায় পরিণত হইয়া বৈষ্ণব নাম লাভ করিয়াছে ইতিপূর্ব্বে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে মুণি ঋষি তপোধন নাম ছিল। উপাসনার মূল দেবতাই বিষ্ণু সুতরাং ধর্ম্মের মূলই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। আকন্দের পাতা পাকিলে গৌরবর্ণ হয়। পূর্ব্বে কেহ বুঝিতে পারে না।

পুরাকালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি চিহ্ন ছিল মাধুর্য্য মার্গে গোপী চন্দন ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভগবান বিষ্ণুর নিকট ব্রহ্মা দীক্ষামন্ত্র গ্রহণান্তর গুরুদত্ত মন্ত্র জপ ধ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন সেই মন্ত্ররূপে তেজ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মাকে ব্যাকুল হইতে হয় তখন মন্ত্রের কর্ত্তব্য বিধান বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানেন না জন্য নিরুপায় হইয়া গোবিন্দকে

উপাসনা করেন তাহাতে গোবিন্দ সন্তুষ্ট হইয়া উপস্থিত হন। সেই উপাসনার কারণ জ্ঞাত হইয়া নারায়ণকে এই কথা বলেন যে, তুমি যে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়াছ উক্ত দীক্ষারূপে প্রকাশ থাকহ। তবে দীক্ষামন্ত্র প্রদান পুর্ব্বক শিষ্যকে বৈষ্ণব জানাইবে ; কেননা তোমার পূণ্য বা মুক্তিধাম, তোমার ধাম পর্য্যন্ত গতিলাভ করিলে পুনরায় তাহাকে জন্ম মৃত্যুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাকে সমর্পণ করিও। আমার ধাম নিত্য সে স্থানে গমন করিলে আর জন্ম মৃত্যু ঘটিবে না। আমি বৈষ্ণব সুধীরূপে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া নাম প্রেম দানে নিত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিব। যুগাবত্তার কালে আমি প্রকাশ হইব না এই জন্য আমাকে কেহ জানিতে পারিবে না। আমার স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ হইলে যুগাবত্তার কাল তাহাতে মিশিবে। সেই সময় নিম্নোক্ত শ্লোক বলেন।

আদৌ মন্ত্রং সমাশ্রিত্য তৎপশ্চাদ
বৈষ্ণবঃ সুধীঃ। শিক্ষাগুরুং সমা
শ্রিত্য শিক্ষোদ বৈষ্ণবসাধনম্।

মহাজনোক্ত।

দীক্ষা গুরুতে এই জন্য বৈষ্ণব জানিবার আজ্ঞা দিবেন। তোমাতে আমাতে পৃথক জ্ঞান করিও না. কেননা তোমায় আমায় এক হইয়া শিষ্যকে কৃপা করিব। আমি অচ্যুত রূপে অচ্যুত গোত্র নাম প্রচার পূর্ব্বক বৈষ্ণবরূপে মন্ত্রের কর্ত্তব্য-রূপ শিক্ষা দান করিব। এইরূপ কথোপকথনের পর দিবস দেব শ্রীগোবিন্দ বৈষ্ণবের পঞ্চ লক্ষণযুক্ত হইয়া শিক্ষা দান করেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ দেখিলে, স্বয়ং ভগবান যে নিজে বৈষ্ণব-লীলা করিবেন তাহা বুঝা যায়। ভক্ত শ্রেষ্ঠরূপে অত্র কলিযুগে প্রকাশ হইয়াছেন এই কারণে উপরোক্ত ঘটনাবলী বিশ্বাস করা যাইতে পারে। " কৃষ্ণেচ বৈষ্ণবে চৈব নাস্তি ভেদ কথঞ্চন " এইরূপ বর্ণিত আছে।

নিত্যতত্ত্বে যাহা প্রকাশ নাই তাহা প্রকাশ হইতে পারে না। যুগাদির যত ঘটনা নিত্যে সবই বর্ত্তমান আছে লীলা যত সবই নিত্যের প্রতিচ্ছায়া রূপ। তবে কালে কালে প্রকাশ হয়। সূর্য্য যেমন জ্যোতিশ্চক্রে ফিরিতেছে। প্রথমতঃ ঋষিমুনি তদ্-পর গোপগোপী কলিতে তাহারাই বৈষ্ণব।

স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রকুমার প্রেমার অনুরূপ ভজিতে না পারায় ঋণি হইয়া নদীয়ায় লীলা করি-

য়াছেন। দুগ্ধে চিনি মিশ্রিত করিলে যেমন পৃথক অবস্থা থাকে না তদ্রূপ এই নবদ্বীপ লীলা পরম রসালা। এই লীলার উদ্দীপন স্থান ব্রজধাম গোপী-দের ভাব ভূষণ এবে প্রচার।

শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদ হইতে কালীয়দমনান্তে শীতে অত্যন্ত কাতর হইলে দ্বাদশ আদিত্য উদয় হইয়া উত্তাপ দানে শীত নাশ করে। ইহাতে দ্বাদশ তিলকের উদ্দীপন পাওয়া যায়। যশোমতি গোষ্ঠে বিদায় দেওয়ার সময় দ্বাদশ স্থানে ফোটা করতঃ রক্ষা-বন্ধন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বাদশ অঙ্গে তিলকের দেবতার নাম উল্লেখ আছে গোপীদের দ্বাদশ অঙ্গেরও অন্যতর কারণ আছে। গোপী-দিগের দত্তা মালা এবে প্রচার।

পুংসাচার করিতে নিষেধ জন্য প্রকৃতির ন্যায় সাজ আবশ্যক এজন্য ব্রজের পঞ্চ বস্ত্র তাহা ডোর কৌপীন বেহাল বহির্বাস ও নামাবলী এই পঞ্চ বস্ত্র ব্রজানুসারে ব্যবস্থা হইয়াছে। অলকা তিলকা প্রভৃতি ভাবের জন্য নির্ণীত আছে। ভাব অনুসারে স্বভাব চলে অভাবে বিপর্য্যয় ঘটে। বেশের গুণে সাধু হয়।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চ ভাবানু-সারে বৈষ্ণবের পঞ্চ লক্ষণ হইতে পঞ্চম প্রকার উদ্দীপন আছে। বৈষ্ণব স্বয়ং হইতে প্রকাশ। যেহেতু

শ্রীব্রজলীলায় রাধাকৃষ্ণের বিলাস স্মরণ মনন চিন্তা আবশ্যক আর সেই ভাব আস্বাদন জন্য পুরুষ প্রকৃতি যুগলে স্বয়ং ভগবানকে চিন্তা করা সঙ্গত।

নিজ লজ্জা শ্যামপট্ট সাটি পরিধান।
কৃষ্ণ অনুরাগে দ্বিতীয় অরুণ বসন॥
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন।
সৌন্দর্য্য কুম-কুম সখি প্রণয় চন্দন॥
কিল কিঞ্চিতাদির্ভাব বিভূতি ভূষিত।
গুণ শ্রেণী পুষ্প মালা সর্ব্বাঙ্গে পুরিত॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাট উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্র রত্ন হৃদয়ে তরল॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণ গণ পূর্ণ কলেবর॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাওয়ায় চূড়া বাঁশী রাধার নিকট প্রদান করেন সেই চূড়া বাঁশীর স্বরূপ বৈষ্ণবের দণ্ড ও বেণী বন্ধনে উদ্দীপন আছে। যখন দ্বারকায় যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে যাওয়ার সময় ব্রজের বেশ যোগ-মায়া পৌর্ণমাসীর নিকট গচ্ছিত থাকে। সেই বেশ বিহীন হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর নিকট সুরতালিঙ্গন প্রার্থনা করায় মিলন হয় নাই। কেন না ব্রজের বেশ

ভূষা না থাকায় সেই প্রেমানন্দ উদ্দীপন হইতে পারে না এই জন্য "তথাপিহ মোর মন হরে বৃন্দাবন" এই আপত্তি করেন।

যোগমায়া উক্ত বেশ ভারতী অর্থাৎ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দকে সমর্পণ করেন তিনি গিরিপুরী ভারতীকে দেন তাহা হইতে কেশব ভারতী গ্রহণ করেন। সেই কেশব ভারতী হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহা হইতে সর্ব্বসাধারণ লাভ করিয়াছে।

ব্যাস শিষ্য মাধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে ভুক্ত। কেশব ভারতী হীন সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হইত। শ্রীচৈতন্য দেব নিজে ভাব গ্রহণান্তর অন্যান্য সম্প্রদায়কেও স্বীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। উক্ত চারি সম্প্রদায়কে সামঞ্জস্য করিয়া সকলকেই বৈষ্ণব উপাধি দান করিয়াছেন। এ জন্য সিদ্ধ প্রণালীর মূলে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

মহা বিষ্ণু যিনি তিনি শান্তিপুরে উদয় হয়েন। আর বৃন্দাবনে যোগমায়া যিনি তিনি সীতারূপিণী হইয়া জন্মেন। তাঁহার গর্ভে দেব অচ্যুত অচ্যুত নামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ দাসত্ব করেন এ জন্য দাস উপাধি প্রচার আছে এবং অচ্যুত গোত্র প্রচলন হওত ভেক্ প্রচার হইয়াছে আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

অন্য যুগে আরও অনেক ভক্ত ছিলেন "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু" সেই সূত্রানুসারে কতকগুলি ভক্তের নামোল্লেখ করা গেল——

শ্রীশঙ্কর শুকদেব সনকাদি মুনি।
কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাথানি॥
হনুমান বিশ্বক সেন প্রহ্লাদ বলী ভীষ্ম।
অর্জ্জুন অম্বরীষ ধ্রুব সর্ব্ব ব্যক্ত বিশ্ব॥
বিভীষণ উদ্ধব অক্রুর অধিকারী।
ভগবৎ প্রসাদ যাহার প্রীতি ভারি॥
(ভক্তমাল)

আরও কয়েক জন বিষ্ণুভক্তের নামোল্লেখ করা গেল——

অগস্ত্য পুলহ আর পৌলস্ত্য চ্যবন।
বশিষ্ট সৌরভী অত্রী কর্দ্দম সুজন॥
ঋচক গৌতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ
ভৃগু দানগল্‌ভ্য শৃঙ্গী অঙ্গিরা চ্যমশ
মাণ্ডব্য দুর্ব্বাসা ঋষি সহস্র আটাশী
বিশ্বামিত্র জমদগ্ন জাবালক ঋষি।
কাশ্যপ পর্ব্বত পরাশর পদব্রজ।
সংসার ত্রাণে অগ্রসর উচ্চধ্বজ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়ে অসংখ্য ভক্ত তাহাদের নামোল্লেখ করা অসাধ্য, তবে ছয় গোস্বামী ছয়

চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চৌষট্টি মহান্ত ও অসংখ্য বৈষ্ণব ইঁহা সবাকার শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক নামোল্লেখ করিলাম।

মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের পরিচয় দৃষ্টে জানা যায় যে তাহাদের অবন্তিকাপুরী ধর্ম্মশালা বদরিকাশ্রম ধাম ও নৈমিষারণ্য সুখ বিলাস ক্ষেত্র। সত্যযুগ হইতে এই ধারা চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিত্যেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যদাসগণ উপনীত হইয়া নিত্যত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বের দাস উপাধি লভিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ধ্যান ধারণা জপ স্তবস্তুতি ও যজ্ঞাদির দ্বারা উপাসনা করা হইত। বর্ত্তমান পাইয়া দাসত্ব করিতে পারে নাই এ জন্য দাস নাম ছিল না। "দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং" দ্বাপরের দাসদাসীগণ বর্ত্তমানে বৈষ্ণব আর বৈষ্ণবী।

কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তিনি স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপে নিজে আচরণ করতঃ শিখাইয়াছেন একণে সেই নাম প্রেম দাতা শিরোমণির মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ গোপীভাবে ভজন করেন এ কারণ কথিত সম্প্রদায়কে পৃথক মনে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে; পূর্ব্ব ধারা এখানে মিশিয়া এক হইয়াছে। আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব এইরূপ পরিচয় দেওয়াই সঙ্গত। বৈষ্ণব-

গণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলে অভিমান আসিতে পারে না আর সত্য কথা বলা হয় ও গুরুর বাক্য রক্ষা হয়। যেমন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ বলিলে কোন দোষ নাই, না বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বৈষ্ণব কহে যেমন নায়েব। চারি সম্প্রদায়ী-গণ বৈষ্ণব স্বীকার করিবে আর সর্ব্বত্র পরিচিত হইবার জন্য লক্ষণযুক্ত থাকিবে। দশ সংস্কারে বিষ্ণু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তন্নিশম্যাথ মুনয়োঃ বিস্মিতামুক্ত সংশয়ঃ
ভূয়াং সংশ্রদ্দধুর্বিষ্ণু যতঃ ক্ষেমোহভোহ ভয়ং।
ভাগবত ভৃগুবাক্যং।

মুনিগণ ভৃগু মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণন শ্রবনে অন্য দেবতার আরাধনা বর্জ্জন পূর্ব্বক একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন ভৃগু সংশয় মুক্ত হইয়া ভুয়সী প্রশংসা পূর্ব্বক বলিয়াছেন সহিষ্ণুতা এবং অভয়দাতা গুণে শ্রীকৃষ্ণের মত আর কেহ নাই।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥
পাদ্মে।

একমাত্র গোবিন্দই উপাস্য তদ্ব্যতীত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাকে অবজ্ঞা করিবে না।

নৈষাং মতিস্তাব দুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রি স্পৃশত্যা
নর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজো-
ভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃনিত যাবৎ।
ভাগবৎ।

যত দিন গৃহাসক্ত মানব ভক্তিতে।
নিষ্কিঞ্চন সাধুদের চরণ ধুলিতে॥
নিজাঙ্গের অভিষেক না পারে করিতে।
ততদিন তাহাদের মন কোন মতে॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দ স্পর্শিতে না পারে।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমারে॥
যখন মানব স্পর্শে কৃষ্ণের চরণ।
তখনি সংসার জ্বালা হয় নিবারণ॥
পাষণ্ড দলন।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণাশ্রমী আর ইহাদিগের অন্তর্গত বহু বর্ণ শঙ্কর— উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও অসংখ্য। সেই সকলে যদি কৃষ্ণ ভজন না করে তবে রৌরব নামক নরকে পতিত হয়।

মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়।
কৃষ্ণ কৃপা দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহৎ কৃপা ব্যতীত সংসার ক্ষয় হইতে পারে না সংসার বাসনা বা কামনা বিহীন মুক্তপুরুষগণই মহৎ।

কুমরে পোকা পতঙ্গ ধরে রাখে মাটির গড়ে।
মহতের স্বভাব তেমনি আপন করি ছাড়ে।

কীটোঽপি সু-মনঃ সঙ্গা দারোহতি সতাং শিব
অশ্মাপিযাতি দেবত্বং মহদ্ভি সু প্রতিষ্ঠিতম্।

মহৎ সঙ্গে ফুলস্থিত কীটও সতের মস্তকে স্থান পায়।

কুমরে পোকা পতঙ্গকে ধরিয়া মাটির ভিতর রাখে পরে আপনার করিয়া লয়। মহৎ হইলে সেই-রূপ শক্তি থাকা আবশ্যক।

চারি বর্ণাশ্রমীর এমন মহৎ শক্তি নাই যে, অন্যকে আপন বর্ণ ধরাইতে সক্ষম— তবে অধঃশক্তি প্রকাশ করিতে পারে তাহাতে উদাহরণ এই যে এক জন

মুচি সে তার স্বীয় শক্তির দ্বারা ব্রাহ্মণাদিকে মুচি অর্থাৎ নিজ জন করিয়া লইতে পারে। এক জন ব্রাহ্মণ শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও ক্ষত্রিয়াদিকে ব্রাহ্মণ করিতে পারে না যেহেতু ঊর্দ্ধ শক্তির চিহ্নও নাই জানিতে হইবে। স্বর্ণ চেষ্টা করিলে লৌহকে স্বর্ণ করিতে পারে না কিন্তু পরশমণি লৌহকে স্বর্ণ বা পরশ করিয়া লইতে পারে।

বৈষ্ণবে সেই ঊর্দ্ধ শক্তি বিরাজ করে। তাহারা ব্রাহ্মণাদি সকলকেই ঠাকুর বৈষ্ণব করিয়া লইতে পারেন। চণ্ডালাদি যে জাতি হউক না কেন বৈষ্ণব হইলেই ভাগবত্তোত্তম্ হয়। নানা জাতি ফুল বাগানে ফুটিয়া থাকিলে পূজায় লাগে না তুলিয়া একত্রে পুজ করা যায় সুতরাং বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত সংসারের তাপ জ্বালা নিবারণ করতঃ কৃষ্ণ ভক্তি লাভের অন্য কোন উপায় আর নাই।

সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্যং মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।
গীতা।

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য কৃষ্ণৈকং শরণং ব্রজ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥
ব্রহ্মসংহিতা।

সর্ব্ব ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করতঃ অনন্যভাবে শরণ গ্রহণ করিলে পাপ অপরাধ যত ভগবান তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন। এবং ভাবানুযায়ী সিদ্ধত্ব বা স্থান প্রদান করিবেন ইহা শ্রীমুখে স্বীকার করিয়াছেন।

অজ্ঞায়ৈবং গুণাণ দোষানুময়া নিষ্ঠ ন পিস্বকান
ধর্ম্মান সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান মাং ভজে সচসত্তমঃ।
ভাগবৎ।

শাস্ত্র গুরু আজ্ঞা বলে সর্ব্বত্যাগ করতঃ যে ব্যক্তি ভজনা করে সেই সর্ব্বোত্তম্।

সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥

রাগানু ভক্ত আপদ ও অন্যাপেক্ষা ত্যাগ করিবার জন্য ইষ্ট নিষ্ঠা বশতঃ অন্যদিকে ফিরিয়া চাহে না। নামামৃত পানে সতত রত হয়।

কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিকে কভু নহে ঋণি॥

যে জন একান্ত মনে শরণ গ্রহণ করে ভগবান তাহার যত ভার সমগ্র নিজে বহন করেন ভক্তকে তজ্জন্য কোন বেগ পাইতে হয় না।

বৈষ্ণবের ধন যদি কভু খোয়া যায়।
ব্যস্ত হ'য়ে নারায়ণ আনিয়া যোগায়॥
বহয়ে ভক্তের ভার করিয়া মাথায়।
যাতে ভক্ত থাকে সুখে তেমতি করয়॥
বৈষ্ণব শরীরে যদি হয় কোন তাপ।
আপনি শ্রীহরি তাহে পায়েন সন্তাপ॥
বৈষ্ণবের জ্বর জ্বালা কভু যদি হয়।
করেন শুশ্রূষা তারে দীন দয়াময়॥
বৈষ্ণবের তরে নিন্দ্য কর্ম্ম যে আচরে।
মাধবেন্দ্রপুরী তরে ক্ষীর চুরি করে॥
বৈষ্ণবের হিতে রত সদা সর্ব্বক্ষণ।
অন্তরে বাসনা হলে পুরাণ ততক্ষণ॥
নবীন বাছুরী কোলে গাভীগণ যেন।
এমতি বৈষ্ণবী প্রতি স্বয়ং ভগবান॥
পাঠাইয়া দিয়া মন হরি বলে ডাকে।
ভক্তি বলে আনি ধরি যেথা সেথা থাকে॥
ঘুমাইয়া থাকে যদি ডাকিয়া জাগায়।
সেবা পরিচর্য্য দ্রব্য আনিয়া যোগায়॥

গুরু বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না কাজেই মায়া মুক্ত বৈষ্ণবকে গুরু করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহা হইলে ভক্তি অনুকুল আচারি গুরু সাজ গ্রহণে

উদ্যোগী হইতে হইবে। তাহাতে ক্রমাধিকার করা আবশ্যক এ কারণ ক্রমশঃ সংসার বাসনা অন্তর্হিত হইতে থাকিবে আর ততই ভগবানের নিকটস্থ হওয়া যাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহ শুভ দর্শনম্
সাত্ত্বিকানি পুরাণাণি বিজ্ঞেয়ানী মুনিৰ্বিভিঃ।

বৈষ্ণবগণের পক্ষে নারদীয় পুরাণ ভাগবৎ গারুড় পুরাণ পদ্ম পুরাণ বরাহ পুরাণ এই সব পুরাকালের সাত্ত্বিক শাস্ত্র আর বর্ত্তমান যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে গোস্বামীগণ কৃত গ্রন্থ ওঁ শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একান্ত ভক্তগণের প্রতি ব্যবহার উপযুক্ত হওয়া সঙ্গত।

উপরোক্ত গ্রন্থ আলোচনার দ্বারা শ্রবণ পথে বা নয়ন পথে নীত পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিবে। কোন স্থানে গান হইতেছিল তাহাতে আগ-দোহারে গাইতেছে "শুন হে বড় আশ্চর্য্য কাহিনী" পাছ দোহারে গাইতেছে "শুন হে বড় আচার্য্যদের কামিনী" এইরূপ না ঘটে। বিষয়গুলি আমার অবশ্য শ্রবণীয় বা গ্রহণীয় এইরূপ আর্ত্তিতে শ্রবণ বা পাঠ করা সঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়া সর্ব্ব সাধারণকে শিখাইয়াছেন।

নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন।
এই তিনে কৃষ্ণ মিলে শুন সনাতন ॥

স্বর্ণটীকা।

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জান।
তবে জীব পাইবেক ভজনের সন্ধান ॥

লোচনদাস।

নামে রুচি জীবে দয়া ও বৈষ্ণব সেবন এই তিন সাধনে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় উক্ত আজ্ঞা শ্রবণান্তর অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে প্রতিপালনীয়। এই বাক্য গ্রহণ না করিলে আর গতি নাই ইহা সার গর্ভ উপদেশ।

ইতিপূর্ব্বে নামের ফলাফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণন করা হইয়াছে। এক্ষণে নামে রুচি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণন এই যে,

সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করি ভক্তি ধর্ম্ম পোষ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আচার না করিলে রুচি হয় না যেহেতু যথা-লাভে সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা করিবে তাৎপর্য্য এই যে ভগবান সৃষ্টি কর্ত্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্ত্তা বা নাশ কর্ত্তা সুতরাং তাঁহার কৃপায় যাহা লাভ তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে তিনি মঙ্গলময়।

অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যা রুচি উপজয়॥
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হ'লে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অনর্থ নিবৃত্তি পরে ভক্তি নিষ্ঠা তবে রুচি হয়। এই প্রকার রুচি বশতঃ জীবে দয়া করিবে।

কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সে কারণে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্য দাস। সেই দাসের কর্ত্তব্য প্রভুর নিত্য দাসত্ব করতঃ দাস পদবী লাভ করা। মায়া বদ্ধ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বে যে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইবে সে পর্য্যন্ত জীবে দয়া সম্ভবে না। জীবের ভাগ্যে সেই নিত্য দাসত্ব লাভ হইলেই সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়িনী ভক্তির দ্বারা সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। এই আচারকেই জীবে দয়া কহে।

যাহাতে দাস হইতে পারে সেই বিধান গ্রহণ করার নাম জীবে দয়া। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের নিত্য দাস এ জন্য প্রত্যেক বৈষ্ণব দাস নামে অভিহিত। এক্ষণে সেই দাসকে ধৃত করিয়া দাসত্ব শিক্ষা আরম্ভ করিলে জীবের মঙ্গল বিধানের উপায় হইবে। আর তদভাবানুকরণ জীবে দয়ার উপায়। ক্রমে নিজেও নিত্য দাস হইতে পারিবে। বৈষ্ণব সেবন করিতে হইবে এই আজ্ঞা গ্রহণীয়।

ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা ;
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাসে কয়, জীবের উচিৎ নয় ;
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

প্রভু জ্ঞান না আসিলে সেবনীয় হইতে পারে না। যেহেতু বৈষ্ণব পূজনীয় বা মহাপ্রভু।

সন্দর্শন স্পর্শ পূজনৈঃ কৃতিত্তমাংসী বিষ্ণু
প্রতিমেব বৈষ্ণবঃ
(হরি ভক্তি সুধোদয়)

হরির প্রতিমা হন বৈষ্ণব ঠাকুর।
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্ত্তব্য প্রচুর ॥

ভক্তমাল।

শ্রীহরিকে পূজা করিতে কাহারও আপত্তি আইসে না অতএব শাস্ত্র বাক্যানুসারে হরির প্রতিমা বৈষ্ণবকে পূজা করিতে আপত্তি আইসা কোন মতেই সঙ্গত নহে। অল্প পুণ্যবান ব্যক্তির ভাগ্যে বৈষ্ণব বিগ্রহে শ্রদ্ধা জন্মান দুরূহ যেমন অসুরে দেবতাগণকে ভালবাসে না।

বৈষ্ণবে বন্ধু সৎকৃত্বা মদ্ভক্ত পূজাভ্যাধিকা ইতি।

ভাগবত।

বৈষ্ণবের পূজা সর্ব্ব পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ।
অন্যে দূরে রহু কৃষ্ণ হইতেও ইষ্ট ॥

ভক্তমাল

কৃষ্ণ পূজা হইতে বৈষ্ণব পূজার ফল অধিক। কারণ তিনি বৈষ্ণবের হৃদয়ের ধন বা প্রাণ।

বৈষ্ণব দেখিয়া মহা আনন্দ করিবে।
কত কালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হবে ॥

ভক্তমাল

সর্ব্বত্রে বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যানাং তথৈবো রগ রাক্ষসাং॥

নারদীয়।

সর্ব্বত্রে বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে।
দেবতা মনুষ্য আদি যতেক অখিলে॥

ভক্তমাল

কি রূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে মতি না হ'ল আমার॥

ভক্তিতত্ত্বসার

হরি ভক্তি রতান যাশ্চ হরি বুদ্ধ্যা প্রপূ যয়েৎ।
তস্য তুষ্যান্তি বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥

বৃহন্নারদীয়, ব্রাহ্মণ্ড পুরাণ

হরি ভক্তে পূজে যেই হরি বুদ্ধি করি।
তারে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরারী॥

ভক্তিতত্ত্ব।

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।

পাদ্মে

বৈষ্ণবের মহিমা কি কহিব অধিক।
বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অলীক॥

বৈষ্ণবের পূজা বিহীন যে সকল পূজা তাহাতে কোনই ফল লাভ হইতে পারে না। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—

কৃষ্ণে পূজে বৈষ্ণবেরে না করে পূজন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদ ভাজন॥

পাষণ্ড দলন

যত্র রাগাদি রহিতা বাসুদেব পরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণু র্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ॥
বলিভিশ্চোপ বাদৈশ্চ নৃত্য গীতাদিভি স্তথা।
নিত্য মারাধ্য মানোহপি তত্র বিষ্ণুর্নতুপ্যতিঃ॥

যে স্থানে হরি ভক্তগণ বিরাজ করেন সেই স্থানে সর্ব্বদার জন্য হরি বর্ত্তমান থাকেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর সেই সব ভক্তগণ যে স্থানে বিরাজ করেন না সেই স্থানে নানা উপহার দ্রব্য ও নৃত্য গীতাদি সম্বলিত বিষ্ণুকে পূজা করিলে তাহাতে তাহার সন্তুষ্টি সাধন হয় না এবং তাহার দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। দুর্যোধন নানা উপহার দ্রব্যে পূজার আয়োজন করিয়াছিল তাহা গ্রহণ না করিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গাল বিদুরের খুদ খাইয়াছেন।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।

(পাদ্মে)

শ্রীগোবিন্দকে পূজা করতঃ তাহার ভক্তগণকে যে ব্যক্তি পূজা না করে সে কখনই কৃষ্ণ কৃপার পাত্র হইতে পারে না। এই প্রকার আচারিজনকে দাম্ভিক কহে। তাহার এই প্রকার আচরণ বিফল মাত্র।

সর্ব্বদেব পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্চ্চন।
তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্তের পূজন।
ভক্তিতত্ত্ব।

পূর্ব্বোক্ত "বৈষ্ণবান ভজ কৌন্তেয়" শ্লোকের দ্বারা অন্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতেও বুঝা যায় বৈষ্ণব পূজাই কলির পরম ধর্ম্ম। বৈষ্ণব সেবন বিনা কৃষ্ণভক্ত নহে।"

গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি কলৌ যুগে।
নরানাং রমণীনাঞ্চ বিনা বৈষ্ণব সেবনং॥
সনৎকুমার।

কলিযুগে নরনারীদিগের উদ্ধারের উপায় বৈষ্ণব সেবা। তদ্ভিন্ন গতি নাই তদ্ভিন্ন গতি নাই তদ্ভিন্ন গতি নাই শাস্ত্রে ত্রিসত্য করিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎ কৃপয়েব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা। ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘ। ওঁ লভ্যতেপি তৎ কৃপয়েব। ওঁ তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।
নারদসূত্র।

যে কোন প্রকারে ভক্তি লাভ করা যায় তন্মধ্যে মহাত্মাগণের কৃপা অথবা ভগবানের কৃপালেশই প্রধান। মহৎ সঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ কিন্তু ভক্তি লাভের অব্যর্থ উপায়। ভাগ্যবানের ভাগ্যে মহৎ সঙ্গ লাভ হয়। ভগবান ও ভক্তে কোন ভেদ নাই।

ভগবানে ও ভক্ত বৈষ্ণবে ভেদ জ্ঞান করা যুক্তি নহে। তাহা হইলে দ্বৈধ জ্ঞান অধঃপতনের কারণ হয়। যেহেতু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের পক্ষে বৈষ্ণবকে ভগবানের তুল্য সম্মান করা কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের পদ নাহি সেবে যেই জন।
রাধাকৃষ্ণ কভু তার না হয় দর্শন ॥

ভক্তিতত্ত্বসার।

বৈকুণ্ঠে বা যোগী হৃদয়ে বাস করেন না। তাহার ভক্তগণ যেখানে গুণ গান করে তিনি সেই স্থানে সুখে বাস করেন। এই ভাবার্থে নিশ্চয় জানা উচিত ভগবান ভক্ত ছাড়া তিলার্দ্ধও নহেন। ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত পূজা আদি যত আয়োজন তাহাতে ফলের কোন আশা নাই। অতএব অন্নপ্রাশন হইতে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ও দেব দেবী পূজাকালীন তাহাতে বৈষ্ণবের পূজা-সেবার ব্যবস্থা রীতিমত থাকা আবশ্যক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বিড়ম্বনা ঘটিবে। পাণ্ডবের রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিভুবন বাসীর

ভোজন হইয়াছিল একমাত্র বৈষ্ণব সেবা বিহনে ফলোদয় হয় নাই। পরে মুচিরাম দাস বৈষ্ণবের সেবা দ্বারা সমস্ত ফল লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে গমন করতঃ তথাকার পাণ্ডাদিগের চরণ পূজা না করিলে কৃতকার্য্যের সাফল্যতা হয় না। বৈষ্ণব তাহাদিগেরও গুরু। বৈষ্ণবকে সেবাপূজা না দিলে তীর্থকৃত পুণ্যলাভ হয় না। এ জন্য মহোৎসব দিবার আজ্ঞা আছে।

প্রবর্ত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজত্তোমাঃ।
নিবর্ত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্ববর্ণা পৃথক পৃথক ॥
(পাদ্মে)

বৈষ্ণবীচক্রে অর্থাৎ সম্প্রদায়তে ভুক্ত হইলে যে বর্ণ হউক না সেই দ্বিজোত্তম হয়। সেই দ্বিজোত্তম বৈষ্ণবকে পূজা করিতে নিরাপত্য হইয়া আনন্দোৎসব করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ যার হিত বাঞ্ছে সে হয় বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করেন সব॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বৈষ্ণবের হিতে রত থাকেন এ জন্য ভূত বা বর্ত্তমানকালের পাপে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। "সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য" শ্লোকে দ্বারা জগবাসিকে জানাইয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তি রসাস্বাদ স্বাদিতা যে নরোত্তমঃ।
নমস্কারা ম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভ্যক ভবেৎ।
স্মৃতবাক্য।

বৈষ্ণবেরে নমস্কারে অষ্টাঙ্গ হইয়া।
যেই করে সেই ধন্য শরীর ধরিয়া॥
ভক্তমাল।

বৈষ্ণবকে যে ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ পূর্ব্বক প্রণিপাত করে তাহার সম সুকৃতিবান বা ভাগ্যবান আর কেহ নহে।

বৈষ্ণবে দেখিয়া যেবা না নুয়ায় মুণ্ড।
তাঁহার গমন হয় নরকের কুণ্ড॥
পাষণ্ডদলন।

বৈষ্ণবকে দর্শন মাত্র হরির আগমন মনে করিয়া মস্তক মৃত্তিকাস্পর্শ করতঃ প্রণাম ভক্তি জানাইবে। তাহাতে নরক বারণ হইবে।

বিধিরুষ্টো হরিরুষ্টো রুষ্টো দেবো মহেশ্বরঃ।
সত্যং সত্যং সত্যং হ্যেতৎ বৈষ্ণবে চাপ মানিতে॥
শৈবোত্তর খণ্ড

হরিভক্তি পরায়েচ হরিনাম পরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ

বৃহন্নারদীয়

হরিভক্তি যুত হরি নাম পরায়ণ।
দুর্ব্বৃত্তি সৎবৃত্তিশালী তারা যদি হন॥
তথাপি তাদের করি নিত্য নমস্কার।
সভা মাঝে সুত ইহা বলে বারে বার॥

ভক্তমাল

সূতমুনি বৈষ্ণবের বিষয়ে অদোষদর্শী হওতঃ পূজনীয় জ্ঞানে নমস্কার জানাইতে আপত্য না করিয়া দেব সভা মাঝে মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্র নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ
দোহন তস্ত পাপস্থ ন চবৈ ক্ষমতে হরি।

স্কন্দপুরাণ

বৈষ্ণবকে দর্শন মাত্র নমস্কার করতঃ যদি অর্চ্চনা না করে তবে হরি তাহার সে পাপ ক্ষমা করেন না।

প্রণতিতে হবে সবার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বৈষ্ণব স্বতন্ত্র ঈশ্বর যেহেতু বৈষ্ণবকে প্রণতি করিলে অপরাধ বিনাশ করিয়া প্রেমভক্তি প্রদান

করেন ইহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু বাক্য। পাশবদ্ধ জীব পাশ মুক্ত শিবকে প্রণামাদি করিবে ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত।

বৈষ্ণবং জনমালোক্য না ভ্যুত্থানং করোতি যঃ
প্রনয়া দরতো বিপ্র সভবেন্নরকা তিথি।

(পাদ্মে)

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি আদর সহিত।
শয্যা হইতে নাহি উঠে হইয়া সাবহিত॥
সেই জন নরকের অতিথি নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণের প্রতি ইহা যম রাজা কয়॥

(পাষণ্ড দলন)

বৈষ্ণবং দর্শনং প্রাপ্য উত্থায়চ সসম্ভ্রমঃ।
যো ন পূজয়তে লোকে সচবৈ ব্রহ্ম হা ভবেৎ

(ভৃগুসংহিতা)

বৈষ্ণবকে দর্শন করিবা মাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি পূজা সমাদর না করে সে ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হয়। পাপের মধ্যে ব্রহ্ম হত্যাই শ্রেষ্ঠ।

বিপ্রাদ্দ্বি ষড় গুণযুতাদর বিন্দনাভ পাদারবিন্দ
বিমুখাৎ শ্বপচবরিষ্ঠং। মন্যে তদর্পিত মনো বচনে
হিতার্থ প্রাণং পুণাতি, সকুলং নতুভুরিমান।

ভাগবৎ

দম তপ সত্য ধর্ম্ম অমাৎসর্য্য যাগ।
ধৃতি স্মৃতি ক্ষমা লজ্জা দান দ্বেষ ত্যাগ ॥

উক্ত যার গুণে শোভিত হইয়া যদি শ্রীপাদ পদ্ম ভজন না করে তবে সেই বিপ্রাপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। সেই চণ্ডাল সর্ব্ব কুলোদ্ধারে সক্ষম। গর্ব্ব পূর্ণ যে ব্রাহ্মণ নিজ কুলোদ্ধারের কথা দূরে থাকুক তাহার দম্ভ মাত্রই সার।

বর্ণাশ্রমী ধর্ম্ম থাকিতেঁ সে স্থানে কৃষ্ণ ভক্তি পূর্ণাধিকার হয় না কেননা হৃদয়ের জড়িভূতত্ব নষ্ট হয় না।

এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমী ধর্ম্ম।
আকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণের শরণ ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

উক্ত গুণ ও বর্ণাশ্রমী ধর্ম্মকে ত্যাগ করতঃ অকিঞ্চন অর্থাৎ তটস্থ হইয়া বিক্রীত হইলে তবে কৃষ্ণপদে শরণ গ্রহণ সম্ভবে।

সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘিয়া সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥

বেদ ধর্ম্মকে লঙ্ঘণ অর্থে পার বা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইবে যেমন কোন গন্তব্য স্থানে হাটিয়া যাওয়া হয়। সেই প্রকারে বেদমার্গ উপাসনা করতঃ মুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে।

সম্প্রদায়ি বৈষ্ণব হইলে বেদ বিধানের কোন ক্রিয়া আর তাহাকে করিতে হইবে না অনন্ত মনে কৃষ্ণ ভজন করিতে পারিবে। বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহনান্তর ভক্ত্যাঙ্গ যাজন করিতে বৈষ্ণবত্বের দিগ্ দর্শন হইবে। ক্রমশঃ সম্প্রদায় ভুক্ত হওতঃ বৈষ্ণব উপাধি প্রাপ্ত হইবে।

এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমং শৃনুয়ান্নরঃ।
শ্রুত্বা দ্বিজ মুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন॥

রাধাতন্ত্র

আদৌ মন্ত্রং সমাশ্রিত্যং তৎপশ্চাদ্বৈষ্ণবং সুধী।
শিক্ষা গুরুং সমাশ্রিত্যং শিক্ষেদ্বৈষ্ণবং সাধনম্।

প্রথমতঃ দ্বিজ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহনান্তর মহাত্মা বৈষ্ণব দ্বারা বাম কর্ণে শিক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধন করিবে।

যজ্ঞ সূত্র শিখা ত্যাগেৎ সন্ন্যাসঃ স্বাদ্দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণা মিতরেয়াঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংস্থিত্যেত্যাদি।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

দ্বিজগণের সমস্ত কেশ মুণ্ডন আর উপবীত যজ্ঞাগ্নিতে পরিত্যাগ করিতে হয়। শূদ্রের পক্ষে শিখা আহুতি দিলেই সন্ন্যাসাশ্রমী হইতে পারে।

বিষ্ণু দীক্ষা এবং পঞ্চ মন্ত্র শিক্ষা গ্রহণান্তর নাম রূপ অস্ত্র দ্বারা কর্ম্ম ফাঁশ ডুরি ছেদন করণান্তর

স্বাধীনাবস্থায় মনানন্দে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে উদ্যোগ করিবে।

কলিপাবনাবর্তার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তনে যাহারা ইচ্ছুক বা অদ্বৈতাদি পরিবারের গণ সমূহের তিলকাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে তাহাতে অধিকারি ভেদে আচার ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মনায়েহ্য বৈষ্ণবাং।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদে নাপিবর্জ্জয়েৎ।

পদ্মপুরাণ

আমি অধিক আর কি কহিব যে ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব তাহার সহিত কোন প্রকার বিপদ বা দায়গ্রস্থ হইয়াও সম্ভাষণ স্পর্শ করিবে না।

যাহাদের নামে দাস শব্দ নাই বা তিলক মালাদি ভূষিত নহে আর যাহারা গুরুর নিকট দাস বলিয়া পরিচয় দিতে পারগ নহে তাহারা তিলক আদি করিলেও কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস নহে।

শেষ মীমাংসা এই যে, অন্য দেব দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিষ্ণু উপাসনাতে নিযুক্ত হইবে কারণ ব্রাহ্মণত্বাদি স্বভাব অপগত না হইলে মন বিজ্ঞান স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। সংস্কার

ভিন্ন কার্য্য হয় না। বিনা সংস্কারে বৈষ্ণব হইতে পারে না।

তাপ পুণ্ড্র তথা নাম মন্ত্র য়াগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তি হেতবঃ॥
তাপাদি পঞ্চ সংস্কারে জ্ঞাতব্যো বৈষ্ণব গৃহী।
সংস্কার ভেদ সংপ্রাপ্তা সংজ্ঞাভেদ ভবেত্ততঃ॥
ভেকাশ্রিততন্ত্র।

মুণ্ডণং আদি দশ সংস্কারেণ বিষ্ণু সন্ন্যাসী বৈষ্ণবহঃ।
তত্রৈব

এতদ্ব্যতীত ক্রিয়ানুসারে বৈষ্ণব হয়, পুরাণাদিতে উল্লেখ আছে অতএব বহুবিধ অধিকারী বুঝিতে হইবে। ক্রিয়ান্তর হইলেই গুণান্তর হইবে, যেমন দুগ্ধ হইতে ক্রিয়ান্তরে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এইরূপে সংসারী অষ্টপাশ বদ্ধ জীবদশা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ পূর্ব্বক নিরুপাধি হইতে চেষ্টা করা উচিত।

বেদবিধানে বা বৈধী ভজন গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য, পাশমুক্তের পক্ষে নহে। স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় গৃহী অবস্থাতে বৈষ্ণবাচার করিলে তাহাতে গৃহস্থ বৈষ্ণব হয়।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কথা শুনরে পামর।
পদ্মপুষ্প ভাসে যেন জলের উপর॥
ভক্তিতত্ত্বসার।

আর ধনঞ্জয়ের মত সর্ব্বস্ব প্রভুকে দান পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ ভিক্ষাঝুলি লয়, তাহারা জীবন মুক্ত বৈষ্ণব আরও প্রাপ্ত স্বরূপ বৈষ্ণব।

গৃহস্থ বৈষ্ণব আর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। গৃহস্থগণ বেদ বিধির বিধানানুসারে ভজিবে, যেহেতু নানা দেবদেবী বা পিতামাতা প্রভৃতির সেবা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাহারা মুমুক্ষা ভক্ত।

মুমুক্ষা ভক্ত অনেক সাংসারিক জন।
মুক্তিলাগি ভক্তে করে কৃষ্ণের ভজন॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আর যাহারা সর্ব্বত্যাগ করতঃ কৃষ্ণে নিষ্ঠা সম্পন্ন রাগানুগা ভক্ত, তাহারা সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। ব্রজধামনী নিষ্ঠতঃ।

কলিযুগ ভিন্ন অন্য যুগে বৈষ্ণব উপাধি কাহার ছিল শাস্ত্র দৃষ্টে বুঝা যায় না। শ্রীচৈতন্য প্রভু হইতে বৈষ্ণব পদবী প্রচার হইয়াছে। কলিতে চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবই পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীরুদ্র ব্রহ্ম সনকা বৈষ্ণবা ভুবি পাবকাঃ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়কাঃ।
শ্রীরুদ্র ব্রহ্ম সনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ॥

পাদ্মে।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়কাঃ।
সম্প্রদায় বিহীনাযে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলামতাঃ॥
সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনঞ্চ ন সিদ্ধন্তি কটি কল্প শতৈরপি॥
(গৌতমিয়ে)

উপরোক্ত শ্লোকগুলি দৃষ্টে বুঝা যায় চারি সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব। তদ্ভিন্ন কর্ম্মবদ্ধ সংসারী জীবগণ বিষ্ণু প্রীতার্থে কর্ম্ম করিয়া বৈষ্ণব পদবী পাইতে পারে না। পঞ্চম সংস্কারে গৃহী বৈষ্ণব— সে যতই ক্রিয়া করুক না কেন বর্ণাশ্রমজনিত উপাধি ব্যতীত অন্য উপাধি পাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কায়েস্থ ইত্যাদি এই সব উপাধিই সর্ব্ববাদী সম্মত।

কলিযুগ-ধর্ম্মানুসারে পুরাকালের বিহিত উপাসনা প্রচার হইবে না। "কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনম্" এ কারণ "সদা নাম লবে যথালাভেতে সন্তোষ" ইহাই বৈষ্ণবাচার, উক্ত আচার থাকিলে ও শাস্ত্রে কথিত আছে "কিন্তু অসম্প্রদায়িজন বৈষ্ণব না হন" ভক্তমালে বর্ণিত আছে।

প্রবর্ত্তে বৈষ্ণবী চক্রে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবর্ত্তে বৈষ্ণবী চক্রে সর্ব্ব বর্ণ পৃথক পৃথক॥
(পাদ্মে)

চক্র বলিতে সম্প্রদায় বুঝায়। বর্ণাশ্রমীগণ মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হয় তাহারাই দ্বিজোত্তম। তদ্ভিন্ন বর্ণ জ্ঞান থাকাই শাস্ত্রযুক্তি সঙ্গত। দশবিধ সংস্কারের দ্বারা বৈষ্ণব হইলে আর কোন বর্ণ থাকে না। যেমন চরণামৃত। বৈষ্ণব নাম পায় তাহা হইতে কুলাদি পবিত্র হয়।

বৈষ্ণবে বর্ণ বাহ্যপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম।

স্কান্দে বর্ণিত আছে বৈষ্ণব চারিবর্ণের মধ্যে নহে বৈষ্ণবের বর্ণ বাহ্য তবে চারিবর্ণ হইতেই বৈষ্ণব হয় যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃত।

প্রত্যেক সৃজিত বিষয়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় যেমন একটী নারিকেল তাহার প্রথম নাম গুটী-নারিকেল তেমনি সত্যযুগে বৈষ্ণবের মহর্ষি খ্যাতি ছিল তদপর ডাব নারিকেল নাম হয় তদ্রূপ ত্রেতায় বৈষ্ণবের মুনি নাম ছিল, তৃতীয়েতে নেয়াবতী নারিকেল নাম হয় দ্বাপরে বৈষ্ণবেরও বৃন্দাবনবাসী গোপ-গোপী নাম ছিল, চতুর্থতঃ ঝুনা নারিকেল নাম হয় তদ্রূপ কলিতে ঠাকুর বৈষ্ণব নাম হইয়াছে।

"গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ।
দেব কন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চন॥

পদ্মপুরাণ।

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যের মহর্ষিগণ শ্রুতিচতুষ্টয় ও দেবদেবীগণ সাধনবলে গোকুলে অবতীর্ণ হয়েন বর্ত্তমান কলিতে তাহারাই বৈষ্ণব। স্বয়ং ভগবানের ভক্ত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি।

একটী মানব জীবনের অবস্থা বিচার করিলেও নারিকেল উদাহরণের সহিত বর্ণাদি অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। যে পর্য্যন্ত অদীক্ষিত অবস্থা তখন প্রথম পশুত্ব, দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যত্ব, দিক্ষা প্রভাবে মনুষ্যের কর্ত্তব্য ধার্য্য হয়। তৃতীয়তঃ দেবত্ব শিক্ষা গ্রহণে দেবভাব আইসে জন্য দেব কহা যায়। চতুর্থতঃ বৈষ্ণবত্ব, কৃষ্ণ ভজনার্থ কায়মনবাক্য সমর্থন করিয়া বিষ্ণু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দেশ্য এই যে,— একটী জীব প্রথমতঃ বেদ নিষ্ঠ পরে ধর্ম্মচারি মধ্যে কর্ম্ম নিষ্ঠ কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, কোটী জ্ঞানী মধ্যে একজন মুক্ত, কোটী মুক্ত মধ্যে এক কৃষ্ণ ভক্ত, তদপর বৈষ্ণব— যেমন ইক্ষু হইতে ওলা হয়।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব, নীলাচলবাসী মহাপ্রভুরগণ, আর নবদ্বীপবাসী মহাপ্রভুর ভক্ত (প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ)। নবদ্বীপবাসী গৃহী ভক্ত তাহারা জীবন মুক্ত

অবস্থায় নীলাচল যায় তন্মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে দিব্য দেহে বাস করে।

কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবন আইলে করিহ পালন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীকে উক্ত আদেশ দেন। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণব। বাহিরে সন্ন্যাস বেশ অন্তরে কৃষ্ণময়।

যাহাদিগের সহিত আত্মীয়তা করণাভিলাষে গুরু-জ্ঞান করতঃ মালাকে কণ্ঠে তিলক ললাটে শিখা মস্তকোপরি ধারণ করা হয় সেই বৈষ্ণব লক্ষণাধিক যে অঙ্গ সে অঙ্গকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা সঙ্গত। আর সেই সবের নিকট মস্তকাবনত করতঃ প্রণাম ভক্তি করাও সঙ্গত।

বৈষ্ণবাঙ্গ স্পর্শে ভগবতাঙ্গ স্পর্শ করা হয়। বৈষ্ণব ভগবান মূর্ত্তি।

বৈষ্ণবের পদ রেণু ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হইতে অনুভব হয়।

ভক্তিতত্ত্বসার।

ভগবৎ প্রেমানুভব করিবার উপায় বৈষ্ণব চরণ রেণু দ্বারা অঙ্গকে ভূষিত করা।

বৈষ্ণবের পদধুলি যাহার শরীরে
কি কাজ তাহার স্নান তীর্থের সলিলে ॥

কৃষ্ণ রহস্য।

কৃষ্ণ না ভজিয়া মাত্র বৈষ্ণব ভজনে।
কৃষ্ণ পাই ভক্তি পাই শাস্ত্রেতে বাখানে ॥
অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব ভজহ।
সর্ব্ব দুঃখ পাপ তাপ হইতে তরহ ॥

ভক্তমাল।

বৈষ্ণবের পদধুলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

ভক্তিতত্ত্ব।

মহৎ পদরজো ভিষেক ভিন্ন স্বার্থলভ্য হইতে পারে না শাস্ত্রে তাহার ভূয়সী প্রমাণ আছে।

নিষ্কিঞ্চন সাধুদের চরণ ধূলার।
অভিষেক বিনা জ্ঞান ভকতি প্রেমার ॥
উদয় সম্ভব নাহি দেখি কদাচিৎ।
তোমারে কহিনু ইহা করিয়া নিশ্চিত ॥
দৃষ্টাভাগবতঃ দৈবাৎ সম্মুখে যো ন যাতি হি।
ন গৃহ্লাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশ বার্ষিকীং ॥
অথবাভ্যাগতং দূরাৎ যো নার্চ্চয়তি বৈষ্ণবং।
অশক্ত্যা নৃপ শার্দ্দুল নান্যঃ পাপ রতস্ততঃ ॥

স্কান্দে।

বৈষ্ণবকে সম্মুখে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাহার নিকট ভক্তিভাবে উপস্থিত না হয় হরি তাহার দ্বাদশ বার্ষিকী পূজা গ্রহণ করেন না। অথবা অভ্যাগত বৈষ্ণবকে যে ব্যক্তি সাধ্যানুসারে পূজা না করে তাহাপেক্ষা পাপী আর নাই।

সংবীক্ষ্য শ্রীহরের্ভক্তং শূদ্রং বা শ্বপচমপি।
অর্চ্চয়েৎ সততং ভক্ত্যা নান্যথা নিরয়ং ব্রজেৎ॥

বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করা নিষেধ। অতএব শূদ্র বা চণ্ডালও যদি বৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিবে নচেৎ নরকে পতন হয়। দেবগণ বৈষ্ণবের অধীন সংসার বৈষ্ণবের অধীন পাদ্মে বর্ণিত আছে। এ কারণ বৈষ্ণব সর্ব্বত্র পূজ্যাস্পদ।

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে প্রণাম করতঃ অর্চ্চন পদ ধৌত করিয়া পাদোদক এবং প্রসাদ গ্রহণ করে সেই কলে ত্রিলোক উদ্ধারে সক্ষম হইতে পারে।

বিনা অভিষিক্ত বৈষ্ণবের পদ-রজ।
কর স্কন্ধে সিদ্ধ নহে কভু কোন কাজ।
ভক্তমাল।

ভুবন পাবনি গঙ্গা পাপ নাশে বলী।
হেন গঙ্গা আশা করে বৈষ্ণবের ধুলি॥

অন্যের কি কথা শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান,
বৈষ্ণবের পদ ধরি আশীর্ব্বাদ চান॥
(বৈঃ কঃ)

সর্ব্ব পাপ বিনির্মুক্ত বৈষ্ণব চরণামৃতাৎ।
তদঙ্ঘ্রি তোয় পানেন সর্ব্ব জাতি নিরাপদং॥

বৈষ্ণবের চরণামৃত দ্বারা সর্ব্বাপদ ও সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত হয়।

ভগবচ্চরণে দাসত্ব করিবার ইচ্ছা হইলে অভিমান শূন্য হওতঃ বৈষ্ণবের পদ জল পদধুলি ও প্রসাদ গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহাতে কর্ম্মপাশ ছেদন হইয়া ভক্তির উদয় হইবে।

কৃষ্ণ ভজিবারে যার থাকে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

বৈষ্ণবের পদ জল কৃষ্ণ ভক্তি দিতে বল,
আর কিছু নহে বলবন্ত।
ভক্তিতত্ত্বসার।

কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে পদ জলের তুল্য বলবন্ত আর কেহ নাই; সেই বলে অহৈতুকি ভক্তির উদয় হয়।

প্রণমিয়া বৈষ্ণবেরে, পদধূলি লয় শিরে
ধন্য তার মানব জনম।

যত সংখ্যা রেণু ধরে, তত শত মন্বন্তরে,
বাস হয় অমর ভুবন ॥
কোটি বিপ্র ক্রিয়া বৈষ্ণবের পাদোদক।
নিস্তার নাহিক কৈলে যোগ আদি তপ ॥

ভক্তমাল।

অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশনং।
কৃষ্ণ পাদোদকং পিত্বা শিরসি ধারয়েৎ মহৎ ॥

মহাজনোক্ত।

কৃষ্ণ পাদোদক গ্রহণ করা বিধেয়। বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণব অতএব পাদোদক গ্রহণে অকাল মৃত্যু ঘটে না এবং সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশ হয়।

অদিক্ষীতাবস্থায় মহাপ্রভু গয়া তীর্থে পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করিয়া মন্দারে পৌছিয়া আপন ইচ্ছাতে জ্বর প্রকাশ করতঃ সেই জ্বরাবস্থায় বিপ্র পাদোদক গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরে যে করে বিপ্র পাদোদক পান।
এতান স্বভাব বেদ পুরাণ প্রমাণ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

সর্ব্বত্র পালক প্রভু অত্যন্ত উদার চিত্ত যেহেতু ঈশ্বরে সকলি সম্ভবে উক্ত আচার ভক্তি ধর্ম্ম শিখাই-বার জন্য নহে। উক্ত পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবাচার প্রকাশ নাই।

মহাপ্রভু শ্রীসংকীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতেন তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের পদধূলি গ্রহণ করা হইত। তিনি জগৎগুরু ইচ্ছা সত্ত্বে কেহ তাঁহাকে পদ ধূলি দিবেক না এই জন্য গড়াগড়ি দিতেন; অতএব সংকীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতে বৈষ্ণবের বাধা নাই।

"আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভক্ত ভাব ধরিলেও তিনি যে স্বয়ং ভগবান এরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণের মর্ম্ম ভাব দুই প্রকার এক প্রকারে নিজ মর্ম্ম ভাব আস্বাদন দ্বিতীয়তঃ তদ্দ্বারা লোক শিক্ষা।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে থাকা সময়ে বৈষ্ণব নিন্দুক একটি ব্রাহ্মণ নিজ অপরাধ স্বীকার করায় প্রভু তাহার কর্ত্তব্য বিধান করেন।

আরো যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচার।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি কর॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটী প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা না হয়॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

বৈষ্ণবের জল পানে বিষ্ণু ভক্তি হয়।
সবারে শিখান প্রভু হইয়া সদয়॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

প্রার্থয়ে বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধার্থং তদভাবে জলং পিবেৎ।
পদ্মপুরাণ।

প্রার্থনাপূর্ব্বক বৈষ্ণবের অন্ন গ্রহণ করিবে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সেইভাবে জল পান করিবে।

মহাপ্রভু ধর্ম্মানুরাগ বশতঃ বৈষ্ণবগণের সহিত দেখা হইলেই দণ্ডবৎ করিতেন, বৈষ্ণবগণ দণ্ডবৎ পাইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ" এই আশীর্ব্বাদ করিলে তাহা শ্রবণে প্রভু বলিতেন——

তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে।
দাসে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে, আমারে শিখাও বিষ্ণু ধর্ম্ম,
তেই বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম।
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই।
এত বলি কার পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥
নিঙড়ায়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কার দেন ত আপনে॥
কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কার দেন করে।
সাঁজি বহি নিয়া চলে কার ঘরে॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

নিজে এই প্রকার করিতেন আর ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেন।

ধুতি বহে সাজি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করেন সর্ব্বজন॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউক তোমার জীবন ধন প্রাণ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব্বদাস॥
সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমলে যুক্ত পূজে কোন জনে॥
কেহ রত্ন রজত সুবর্ণ অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥
পট্টনেত্তে শুক্ল নীল সুপিত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্কারে সর্ব্বজন॥
নানাবিধ ধাতু পাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে॥

যে চরণ পূজিবারে সবার কামনা।
অজ রমা শীবে করে যা লাগি কামনা॥
বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয় বৈষ্ণব যে ভজে॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

এই সব কারণে মহাপ্রভু ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেন।

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

মুনি ঋষিগণের বাক্য উপেক্ষা করিয়া মহাপ্রভু অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার করেন নাই যদি তাহা করিবেন তবে সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে ভক্তিমার্গে আনিতে পারিতেন না।

হরিভক্তি পরাযেচ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
দূর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যং নিত্যং নমোনমঃ॥
নারদীয়।

বিপর্য্যাচারকারীচ মদ্ভক্ত সর্ব্বদা শুচিঃ।
তদ্দোষ দর্শিণ লোকে তে বৈ নরক গামিন॥
আদিপুরাণ।

হরিভক্তি পরায়ণ বা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়কারী যে ব্যক্তি সে সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তিযুক্ত হউক তাহাকে নিত্য নমস্কার করি। বৈষ্ণবের দোষ যে ব্যক্তি দর্শন করে সেই পাপে তাহার নরক গমন হয়।

আসুরিক বা রাক্ষসীক প্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ ভগবানের গুণকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীকার করিতে পারে না। কেননা বহু জন্মের পুণ্য তাহাদের নাই।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে
স্বল্পপুণ্যে বতা রাজন্ বিশ্বাস নৈব জায়তে।

অল্পপুণ্যবান ব্যক্তির পক্ষে মহাপ্রসাদ শ্রীবিগ্রহ নাম ব্রহ্ম এবং বৈষ্ণব এই সবে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না।

রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু
উৎপন্না ব্রাহ্মণ কুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান কৃশাণ।

বরাহপুরাণ।

কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
এসব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ক্রোধকে বৈষ্ণব দ্বেষীগণের প্রতি নিযুক্ত করিবে।

আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥

ভক্তগণের পক্ষে এই পয়ারটি অতীব আবশ্যকীয়। হরে কৃষ্ণ নাম অন্তিমে সম্বল যেহেতু বৈষ্ণব সঙ্গে সুখে কৃষ্ণ ভজন করিতে পরিলে অন্তিমে সদ্গতি লাভ হইবে। অতএব শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মন মজাইয়া আনন্দ রতি লাভ করিবে। "বৈষ্ণব সহিত্ত বাসুদেব সেব" ইহা শাস্ত্র ব্যবস্থা।

বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইবে যাহাকে পাত্রশেষ বা ভুক্তাবশেষ বলে তাহার অশেষ গুণ আর তাহা কৃষ্ণাধরামৃত বলিয়া কথিত হয়। ভক্ত মুখে তিনি সুখে সুরস ভোজন করেন সে জন্য তাহার নাম মহাপ্রসাদ কহে। প্রসাদ প্রসন্ন হইলে আহ্লাদিনীর স্বরূপ শক্তি উদয় হয়।

বৈষ্ণবে কন্যা দানঞ্চ পরং নির্ব্বাণ হেতুনা।
পরং নির্ব্বাণ হেতুঞ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম।

বৈষ্ণবে কন্যা দান নির্ব্বাণের হেতু আর উচ্ছিষ্ট ভোজনে নির্ব্বাণের হেতু।

ভগবৎ ভক্ত পাদাব্জ পাদুকাভ্যঃ নমোনমঃ
যৎ সঙ্গম সাধনঞ্চ সাধ্যাঞ্চাখিল সত্তমম॥
(মাধবাচার্য্য)

বৈষ্ণবের পাদুকায় নতি পুনঃ পুনঃ।
যে প্রসাদে মিলে ভাই সাধন নির্গুণঃ॥
(ভক্তমাল)

বৈষ্ণবের সহিত উপরোক্ত প্রকারের সম্বন্ধ হইলে কৃষ্ণের সহিত হইবে।

ধর্ম্ম যদি আদরের ধন হয় তবে সেই ধর্ম্মের মূলেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। বিষ্ণুর শিষ্য ব্রহ্মা তিনি চতুর্ম্মুখে নাম গান করিয়াছেন। নারদ বীণাস্বরে দিবানিশি নাম গাইয়াছেন। শিব পঞ্চ মুখে গান গাইয়াছেন, তাহা হইলে মূলে হরিনাম সত্য; আর মূলই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। তবে নানা কারণ বশতঃ বহু পন্থা ভজন লোক প্রবৃত্তি অনুসারে মুনিগণ নির্ণয় করিয়াছেন বিষ্ণু ভিন্ন মুক্তিদাতা আর কেহ নাই "মুক্তি মিচ্ছেৎ জনার্দ্দন" এ কারণ মুক্তি লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণকেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তীর্থ ভ্রমণে যেমন কাহার বাধা নাই তদ্রূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেও বাধা নাই। ক্ষীণ পুণ্য সঞ্চয়ী ব্যক্তির যেমন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের সম্ভব নাই। সেইরূপ বহু জন্মের পূণ্য সঞ্চয় ব্যতীত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভূক্ত হইতে পারে না। কোন

একটি বৈষ্ণব কথাচ্ছলে বলিয়াছিল যদি সব নোড়া শালগ্রাম হয় তবে বাস হলুদ বাঁটিবার উপায় হইবে কি?

অন্ধকারের শত্রু হইয়াছেন চন্দ্র। যত গাঢ় অন্ধকার হউক না কেন সেই কলঙ্ক ভরা চন্দ্র তিমির রাশিকে পরাজয় করিতে অবশ্যই পারগ হয়। সেই রূপ বৈষ্ণব বেশও শমন ভয় নিবারণ করিতে অক্ষম নহে। যদি ঘোরতর কৃষ্ণপক্ষও হয় তাহা হইলেও কৃষ্ণপক্ষ হইতেও ভাবান্তর অবশ্যই লক্ষিত হয়। পোনর কলায় পূর্ণচন্দ্র হইলে অন্ধকার অপেক্ষা করিয়া থাকে পূর্ণচন্দ্র হইলে আদৌ অন্ধকার থাকিতে পারে না পর মুহূর্ত্তে সূর্য্য উদয় হইয়া তাহাকে নাশ করে। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রোদয় অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত নহে অথচ বিষ্ণুপ্রীতিকামে পূজা অর্চ্চনাদি বা নাম সংকীর্ত্তন করে তাহাদিগের প্রতি যমাধিকার আছে। আর যাহারা বৈষ্ণব বেশ কতক ধারণ করিয়া বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে তাহাদিগের প্রতিও যমাধিকার থাকে; আর যাহারা পক্ষাপক্ষ শূন্য অবস্থায় বৈষ্ণব বেশ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা পূর্ণ চন্দ্রের আশ্রয় লইয়াছে তাহাদিগের প্রতি কস্মিন্‌কালেও যমাধিকার নাই। তাহাদিগকে ভক্তিপরায়ণ কহে।

কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম অন্ধকার শেষ আলো ; শুক্ল পক্ষের প্রথম আলো শেষ অন্ধকার। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব জগতের গতি ঐরূপ কমি বেশী হওয়া যাহারা বৈষ্ণব পক্ষে ভুক্ত হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারে নাই তাহারা পাপ পুণ্যময় ক্ষেত্রে জন্ম মৃত্যু সাগরে উঠা নামা বা গতাগতি করিতেছে।

বৈষ্ণবের হয় এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহ জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

শ্রীকৃষ্ণদাস।

বৈষ্ণব বেশ পূর্ণচন্দ্ররূপে যে জন অঙ্গে ধারণ করিয়াছে এ ভবে তাহার আর বন্ধনের ভয় নাই তাহারা যমের ধার ধারে না।, যমের রাজ্যে বাসও করে না তাহারা অন্তে শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হইবে।

দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে সকাম কর্ম্মী বলে। সকাম কর্ম্মী কর্ম্ম ফল ত্যাগ করা দূরে থাকুক আরো ঘোরতর কর্ম্মে বিজড়িত হয়। আর পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করে। কামনা বা বাসনা তাহাকে নিরবধি আবদ্ধ করিয়া রাখে। ক্ষণকালের জন্যেও নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিভোগ করিতে দেয় না। এমন কি মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত পুত্র কলত্র বিষয় সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিতে পারে না ইত্যাদি কারণে তাহাদের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা বা মুক্তি লাভ করা একান্ত

অসম্ভব। সেই ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তও উপলব্ধি করিতে পারে না যে, আমি সেই সবের ভোক্তা নহি বা সেই সব আমার নহে। শ্রীবৃন্দাবন বা পুরুষোত্তম ধাম গমন করিলেও আমি অমুক জাতি বা সংসারি নহি এইরূপ জ্ঞান মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপে মায়া বদ্ধ জীবে জন্ম মৃত্যু সায়রে প্রলয় পর্য্যন্ত কখন বা উর্দ্ধে কখন বা অধঃদেশে গতি করিয়া ও ভাবী সৃষ্টির বীজ রাখিয়া দেয়। এই প্রকার আচরণে স্বর্গপ্রাপ্তিও সুকঠিন। সংসার প্রতিপালনের জন্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মের ভান পূর্ব্বক ইতর জাতির ন্যায় আহার বিহারাদি করতঃ স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারীগণ যদি আজন্ম সৎ বলিয়া পরিচয় প্রদানে কামনা বা বাসনা জালে বদ্ধ থাকে তবে তাহাদের গতি কি ভয়াবহ তাহা স্মরণ করিতেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়।

মহাত্মা বৈষ্ণবগণের যে বৃত্তি তাহার নিমিত্ত সাধু গুরু বৈষ্ণব সেবা। বৈষ্ণবাশ্রম আখড়া নাম তাহাতে বাস। বৈষ্ণবের সহ সঙ্গ বা বাস সামাজিক রীতি-নীতির অতীত ব্যবহার। মহোৎসব ভাণ্ডারা প্রভৃতি ব্যতীত জ্ঞান কাণ্ডে বা কর্ম্ম কাণ্ডে লিপ্ত হইবার

উপায় নাই। শাস্ত্র শাসনে হউক বা ডোর কৌপীন ধারণের গুণে হউক পৃথক থাকিতে বাধ্য।

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গায় যেবা পড়ে শুনে॥

ভক্তিতত্ত্বসার।

ত্রিভুবন পবিত্র করিতে পারে এমত শক্তি বৈষ্ণবে স্বভাবতঃ বিরাজ করে কিন্তু সে শক্তিটি ঐশ্বর্য্য মার্গীয় নহে। শুদ্ধ ভক্তি অনুগা মাধুর্য্য হইতে প্রকাশ হয়। সেই শক্তিটি অন্তর্নিহিত তাহাকে গুরু শক্তি কহে। সে শক্তিটি গুরুশক্তির আশ্রয়ে প্রকাশ হয় মাত্র। যেমন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তেঁতুল গাছে আম ধরাইয়াছিলেন ইত্যাদি।

অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন ভগবান। সেই ভগবৎ শক্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় বৈষ্ণব শক্তির প্রতি নির্ভরতা। নির্গুণ পরাৎপর মহান্ শক্তি বৈষ্ণবে বর্ত্ত আছে; একান্ত বৈষ্ণবানুগত ও বৈষ্ণবানুরক্ত জনই তাহা পাইতে সক্ষম, অন্যের অধিকার নাই।

গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি কলৌযুগে।
নরানাং রমণীনাঞ্চ বিনা বৈষ্ণব সেবনং।

সনৎ কুমার।

তিন বার উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে বৈষ্ণব সেবা ভিন্ন গতি নাই বা সদ্গতি হয়

নানা তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া আনিয়া বৈষ্ণব সেবা না দিলে সফল হয় না ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে, অপারগ বিধায় একটী বৈষ্ণব সেবা দিলেও সফল হইতে পারে, ইহাতে বিবেচনা করা উচিত যে শ্রীবিগ্রহ তীর্থবাসীগণ প্রসাদ এবং গঙ্গা প্রভৃতিতে তীর্থ মাহাত্ম্য ফল প্রদানে সমর্থ নহে। যত ফল বা সত্য এক মাত্র বৈষ্ণবের প্রতি নির্ভর করে। যেহেতু বৈষ্ণবের দ্বারা সর্ব্বাভিষ্ট সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে যত ব্যাপার করা হয় সমুহ আয়োজনে বৈষ্ণব সেবার বিধান হওয়া সঙ্গত। শাস্ত্রমতেই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ দ্বারা সবই সম্ভব। জীবন বর সিদ্ধ।

"সেবা পূজা ভক্তি, তিনে জীবের মুক্তি।"

বৈষ্ণব সেবার নিয়ম এই যে, পরমারাধ্য জ্ঞানে মর্য্যাদ সহকারে পদরজঃ অঙ্গে বা শীরে ধারণ ও পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সুশেষ্যায় রাখিয়া সেবা পূজা প্রদানে প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবেক। পাদোদক ভবে আপদ শান্তি হইয়া ভুবন বিজয়ী শক্তির উদয় হইবে, পদ রজের অনেক গুণ যেমন রুক্মিণী-হরণ পুনর্জীবন দান করে। প্রসাদ গ্রহণে শুদ্ধ মতি এবং [illegible] প্রাপ্তি হয়। আর সর্ব্বজনের শক্তি প্রকাশ হয়। [illegible] পূজা [illegible]

হইবে, এই প্রকারে জীবগণ ভগবানের গুণ বা শক্তিকে লাভ করিতে পারিবে। বৈষ্ণবকে সেবা দিয়া পূজা না করিয়া বিদায় দিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়েন। আর কার্য্যের কোনই ফল হয় না।

"শব্দ অর্থ শক্তি, তিনে প্রেম ভক্তি।"

প্রেম ভক্তি লাভের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণবের নিকট হইতে খরিদ করিবার আবশ্যক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই সে সম্বন্ধে ভক্তিতত্ত্বসারে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। প্রেম ভক্তির মূল্য মূল লোভ। সেই লোভ হইতে উৎপন্ন শব্দ অর্থাৎ বিনীত বচন। দ্বিতীয় উপায় অর্থ টাকা পয়সা চাউল ডাউল ইত্যাদির দ্বারা; তৃতীয় উপায় শারিরীক পরিশ্রম দেহ দ্বারা উপকার করা। উক্ত নিয়ম ত্রয়ের মধ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবগণ গুরু সেবার মানসে নিরভিমান ও অক্রোধী হওতঃ সতত হরি প্রেমে ভাসমান হইতে হইবে ভিক্ষার্থে চণ্ডালাদি জাতি বিচার না করিয়া ঘরে ঘরে নাম প্রেম বিতরণ করিয়া বেড়ান। জগৎ মাঝে পতিতের বান্ধব এমন আর কেহ নাই। বিষয় কর্ম্মে নিবদ্ধ জীবগণ যতই বিব্রত থাকুক না কেন তাহারা আপনা হইতে ঘরে কৃষ্ণ নাম শুনাইয়া গৃহের মঙ্গল বিধান ও কৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

জীবের মঙ্গল হেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেমন পাপী তাপী মানেন নাই এক্ষণে বৈষ্ণবগণও নিত্যানন্দ-স্বরূপ হইয়া ঘরে ঘরে হরিনাম দান করিতেছেন। যদি কাহারও নিত্যানন্দ দর্শনে সাধ থাকে তবে মহাত্মা বৈষ্ণবকে দর্শন করিলেই সে সাধ পূর্ণ হইবে। না চাহিতে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে কৃপাপ্রাপ্ত কহে। হেতু বিহনে যাহা লাভ হয় তাহাকে নির্হেতু লভ্য কহে। মহাত্মা বৈষ্ণবগণ করুণা করিয়া মায়া-বদ্ধ জীবগণকে দর্শন প্রদানে ভগবৎ প্রেম উদ্দীপণ করিতেছেন। যথালাভে সন্তুষ্ট হইবে শাস্ত্রে এই আজ্ঞা আছে কিন্তু সেই লভ্য হেতু শূন্য হওয়া আবশ্যক।

বৈষ্ণবের নিষ্কাম ভিক্ষা। গৃহস্থে তণ্ডুল বা পয়সা দিলে তাহাকে দান বা দক্ষিণা কহে না ভিক্ষা কহে। তাৎপর্য্য এই যে, অমূল্য কোন দ্রব্য দিয়া তৎপরি-বর্ত্তে যৎসামান্য লইলে তাহাকে তাহার মূল্য কহে না। তবে লওয়া কেন;—— কামনা বিহীন হইতে হইলে নেনা দেনা আবশ্যক নচেৎ দান নাম হয়। কোন দ্রব্য কাহাকে দিয়া যদি তাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করা না হয় তবে তাহাকে দান বলে। সেই ফল ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। দত্ত ব্যক্তি গ্রহী-তার প্রতি যে, একটা আশার বীজ তাহা উঠাইতে সক্ষম হয় না এই জন্যে ভিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ভিক্ষা

সাধারণ বৃত্তি নহে নির্ব্বেদ বৃত্তি। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র উদয় হইলে তাহাকে শুক্ল পক্ষ কহে না। কূপ জল গঙ্গাতে পতিত হইলে কূপ জল থাকে না তদ্রূপ বৈষ্ণবের ভিক্ষা অন্যায় নহে। তাহারা পেটের মাত্র হরেকৃষ্ণ নাম শুনাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন গূঢ় রহস্য এই যে, হরিনামে সব শুদ্ধ হয় সেই শুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা গুরু সেবার কার্য্য করেন।

নির্ম্মাল্য গ্রহণ যেমন আহারের মধ্যে গণ্য নহে তদ্রূপ বৈষ্ণবের ভিক্ষাহেতু বা কামনাযুক্ত নহে উহা নিষ্কাম ও অহৈতুকী ভক্তির আচরণ।

গোপীগণ আত্মদেহের সাজ সজ্জাদি করিয়া কৃষ্ণকে সুখ প্রদান করিত। এজন্য তাহাকে আত্ম-সুখ কহে না তাহা হইলে আত্মসুখ বাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া গুরু সেবার জন্য ভিক্ষাতে কোন দোষ হইতে পারে না ভিক্ষাতে আত্মসুখের লেশ মাত্রও নাই।

অসার সংসারসুখে দিয়া মেনে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই॥

লোচনদাস ঠাকুর।

শাস্ত্রে এই আজ্ঞা আছে। সংকল্প বিবর্জ্জিত বিষয়ে কামনা বীজ অঙ্কুর করিতে পারে না। যেহেতু শ্রীভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া ভক্ত সাজে বা ভাবে ভক্তি লাভ বা প্রদান করিবার জন্য যে কোন আচার

ব্যবহার করা হয়, তাহাই নির্হেতু ইহা সেওয়ার মত কর্ম্ম সমূহই হেতুযুক্ত বা সংকল্পিত। মাধুকুরিকে স্তুতি কহে না, নিরভিমানিতার আচার।

কেবল পরহিতার্থং যাতি ভাগবতোত্তমঃ।
আশ্রমাৎ গ্রহিণ চান্যং পরাভক্তি পরায়ণঃ॥
নারদীয়।

বৈষ্ণব মহিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে কোন মহাজন সহস্র সূর্য্যের সমকান্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ইতিহাস সমুচ্চয়েও বর্ণিত আছে।

লিপ্যন্তে নচ পাপেন বৈষ্ণব বিষ্ণুতৎপরাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোকান সহস্রাংশু রিবোদিত॥

বিষ্ণু তৎপর বৈষ্ণবগণ কখনই পাপেলিপ্ত হয় না তাহারা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজ প্রকাশ করতঃ সকল লোকের পবিত্র করেন।

সহস্র সূর্য্য বলিবার অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তবে এই প্রকারে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শীরোষি সহস্র-দল-পদ্মে গুরু বিরাজ করেন গুরু তিনি প্রেমময় কৃষ্ণ তাঁহারই প্রেমমূর্ত্তি "প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্" প্রেমকে সূর্য্য কহে। বৈষ্ণবগণ সহস্রদলে গুরুকে নীত করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হইয়াছেন ভাবার্থ এই যে গুরুকে লাভ করিব এই জন্য অসার সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ পরিত্যাগ

করিয়াছেন। সংসারের পার হইয়া সেইভাবে ভাবিত হওয়ায় প্রেমাধার বলিতে আপত্তি আসিতে পারে না এই কারণে সহস্র সূর্য্যসমকান্তি বলিবারও হেতু হইয়াছে সমকান্তি বলিবার কারণ এই যে সম অর্থে তৎসমান বা তদ্‌যোগ্য অথবা তদভাবাবিষ্ট। তদ্‌সমান বলিতে ভক্ত শ্রেষ্ঠরূপ শ্রীগুরু বৈষ্ণব গোঁসাই সাধন করিতে হইলে নিজেও শ্রেষ্ঠ অধিকার করা আবশ্যক তাহা হইলে ভক্তিতে সমান হওয়ার জন্য শিক্ষা আবশ্যক যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্ম জ্ঞাতা হইলে সম হয়। কান্তি অর্থে সমূহ ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছা যাহা তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা প্রেমের বন্যায় ভুবনত্রয় ভাসাইয়া দেওয়া যে হেতু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র হরিনামযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত জন্যই তদ্‌যোগ্য। তদভাবাবিষ্ট, তাহার ভাবে আবিষ্ট; স্বরূপ গোস্বামী যেমন মহাপ্রভুর সন্ন্যাস শ্রবণে নিজেও সন্ন্যাস গ্রহণে নিত্য পার্ষদ হইয়াছেন বর্ত্তমানকালেও সেই সন্ন্যাস গ্রহণে প্রেম পরিপুষ্ট করিতে কার্য্যবলী সহ বিহার করাকে তদভাবাবিষ্ট কহে এই প্রকারে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ হইতে পারে। সন্ন্যাসীর স্ত্রী সন্ন্যাসিনী হইবে।

অপ্রাকৃত প্রভাকে সূর্য্য কহা যায় ভাবার্থ এই যে সাধারণ যাহা তাহা প্রাকৃত আর সাধারণের

অতীত হইলে অপ্রাকৃত বলে যেমন স্বর্গ বা মর্ত্ত। বৈষ্ণব বেশের চিহ্ন থাকিলেও দেবতা স্বরূপ হয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যেহেতু অপ্রাকৃত বলা যাইতে পারে। তিলক তুলসী মালা শিখা ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস এই অপ্রাকৃত ভূষণ সেই ঐশ্বরিক মাধুর্য্যময় শোভা সম্বলিত থাকায় অপ্রাকৃত কান্তি কহে। পূর্ণ লক্ষণ যাহাতে আছে তিনি পরম গুরু।

বেদধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ ভজন করিবার ব্যবস্থা আছে। বেদে নিরাকার ব্রহ্মবাদ গ্রহণীয় যেহেতু উদাহরণ যেমন সূর্য্যকে মর্ত্তবাসীগণ জ্যোতিরূপে দর্শন করেন আর দেবগণ সূর্য্যকে সবিগ্রহরূপে দর্শন আলাপ করিতে পারে। তাহা হইলে সাকার উপাসনা করিবার প্রয়োজন হইলে এই অপ্রাকৃত ভূষণ ধারণ ব্যতীত সম্ভব নহে। শুদ্ধ ভজনেও অধিকার বর্ত্তে না, ভেক গ্রহণ করাই বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘনের একমাত্র উপায় নতুবা গ্রাহ্যযোগ্য নহে।

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত তৎপর ত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষিকেণ হৃষিকেষং সেবনম্ ভক্তিরুচ্যতে ॥

ভাগবত।

সমস্ত উপাধি শূন্য হওতঃ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোবিন্দ সেবনের নাম ভক্তি। ভক্তি অর্থে ঐকান্তিকতা।

যত উপাধি থাকে তদ্ সমুদয় হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইতে হইবে। উপাধি অন্ত না হইলে ভক্তি আসিতে পারে না; যেমন উলুবনে মুক্তা জন্মে না। পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে যে নিয়ামক প্রবন্ধ ক্ষেত্র তাহাকে উপাধি ক্ষেত্র কহে। সেই ক্ষেত্রকে ত্যাগ করিবে তাহা হইলে উপাধি শূন্য হওয়া যাইবে। যেহেতু পূর্ব্ব নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ব্ব উপাধি ত্যাগান্তর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নূতন নাম ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। বর্ণাশ্রমী ধর্ম্মকে পশ্চাৎ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কৃষ্ণ ভক্তি লাভের প্রত্যাশায় বিষয় আদিকে নগণ্য বোধে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে পূর্ব্ব সম্বন্ধ আদৌ থাকিবে না। আর পূর্ব্ব বন্দেও পড়িতে হইবে না। যদি বাহিরের উপাধি না থাকে তবে বিশেষ উপাধি স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহার মাঠে জমি থাকে তাহার বাটীতে মাচা ডোলের আবশ্যক করে, আর যাহার মাঠে জমি নাই তাহার মাচা প্রস্তুত করা বা রাজকর আদায় করা প্রয়োজন হয় না।

অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিতে হইলে এই উপায় ভিন্ন আর উপায় নাই। তবে বৈরাগ্য বশতঃ কেহ মনে করিতে পারেন নির্হেতু ভজন করিতেছি; এই রূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত কারণ জ্ঞান বা বৈরাগ্য

ভক্তির অঙ্গ আদৌ নহে, বৈরাগ্য দশায় বৃক্ষতলা পর্ব্বত কন্দর ব্যবস্থা।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ সংসারে বাস করিবে অথবা আশ্রয় করিবে এই ব্যবস্থা আছে কাজেই আখড়া করতঃ গুরু সেবা গ্রহণ করিবে, না করিলেই দোষ হইবে। বৈষ্ণব সেবায় সাধ্য ও সাধন হয়।

অধো ও ঊর্দ্ধ কর্ম্ম দ্বিবিধ, যেমন সেব্যমান প্রভু বা সেবক, সেবকে প্রভুর সেবার কার্য্য করে যেহেতু সেবক নিষ্কাম, প্রভুকেও লবনের ভাবনা ভাবিতে হয় না, সুতরাং প্রভু কৃষ্ণলীলা গুণ কথন ও বর্ণনে নিযুক্ত থাকিলে নির্বৃত্ত বলে।

আমিও যেমন কর্ম্ম করি বৈষ্ণবও তেমনি কর্ম্ম করে, অতএব উভয়ে একই দশা সম্পন্ন; তাহা-হইলে বৈষ্ণবেতে আমাতে কোনই ভেদ নাই। জীব ও ঈশ্বরে তুলনা করা যেমন অপরাধ, বৈষ্ণবের সহিত তুলনা করাও তেমনি অপরাধ।

বৈষ্ণবের স্বয় এই স্বভাব নিশ্চল,
তেঁহ জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

কৃষ্ণদাস।

গুরু শিষ্য সম্বন্ধ রক্ষা না হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, তাহাতে গুরু জাতিয় ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।

কোন স্থানে একটী বাবু তিনি মশারির মধ্যে আছেন, বাজে লোক বা চাকরাদি বাহিরে বিনা মশারিতে শুইয়া আছে বাবুটী আলিস্ তাহাদের জন্ত এ পাশ ওপাশ করিতেই বাহিরের লোকে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবু। আজ বড় মশা, আপনাকেও মশায় কামড়াইতেছে। বাবু মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, লোকের স্বভাব এমনই বটে।

"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এই প্রকার ধারণা করা বুদ্ধিহীনের কার্য্য। উক্ত প্রকারে সকামব্যক্তি নিষ্কাম ব্যক্তিকে সকামী বলিবে ইহা আর বিচিত্র কি? মহাত্মা বৈষ্ণবের বৃত্তি সং বৈষ্ণব নিষ্কাম ও অহৈতুকী ভক্তিরাদর্শ।

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে শ্রীব্রজলীলা প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, রায় বলিয়াছিলেন।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গিকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥

বৈষ্ণব বেশকে গোপী বেশ কহে।

গোপীভাব কৃপাযস্ত তস্ত বৈষ্ণব আশ্রয়ঃ।

এই প্রমাণে বুঝা যায়, সেই গোপী অনুসারে ভজন করিতে হইলে ভেক গ্রহণ বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়াছে। গোপী ভাবকে স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য

হয় কিন্তু অঙ্গিকার করিতে সকলে পারগ হয় না, যাহারা সর্ব্ব বন্ধ নাশ করতঃ বৈষ্ণব হয় তাহারাই বর্ত্তমান গোপী।

কিঞ্চিৎ ভাবিয়া যেবা হয় উদাসীন।
ইন্দ্রাদি দুর্লভ সেই পরিলে কৌপীন॥

মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি এইরূপ চিন্তা করিয়া যে কেহ উদাসীন হয় সেইজন কৌপীন ধারণ মাত্রেই ইন্দ্রাদির দুর্লভ হইতে পারে।

হরি ভিন্ন আমার আর কোন গতি নাই বা জলে স্থলে গিরি বনে বান্ধব কেহ নাই। এইরূপে দৃঢ় ধারণা হইলে তবে কৌপীন ধারণ করিতে পারে। "হরি হে আমি তোমার হইলাম" এই কথা বলিবার সেই উপযুক্ত সময়, তাহাতে মায়াবন্ধ হইতে প্রভু তাহাকে পার করেন। পরম পদ "ঠাকুর বৈষ্ণব' পদ প্রদান করেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
চৈতন্যেরগণ সব চৈতন্য জীবন॥

কৃষ্ণদাস।

রাজা কহে দেখি মোর হইল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটী সূর্য্যসম সব উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহারাজ প্রতাপ রুদ্র বেড়া কীর্ত্তন সম্প্রদায় তে এইরূপে বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোটী সূর্য্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শত শত বৈষ্ণবে মহাপ্রভুর রূপে লক্ষ্য দিয়া মধুর কীর্ত্তনে মত্ত সুতরাং কোটী সূর্য্যসম উজ্জ্বল বরণ দর্শন করিয়াছেন। কোটী সূর্য্য জিনি রূপ শ্রীগৌর নিত্যানন্দ কান্তিতে সমুহ বৈষ্ণবগণ দীপ্তিমান রহিয়াছেন। কোন স্থানে শত শত কাচ নির্ম্মিত গ্ল্যাস রাখিয়া মধ্য স্থানে একটী পরম জ্যোতিঃ বিশিষ্ট মণি রাখিলে যে দিক হইতে লক্ষ্য দেওয়া যায় সেই দিক হইতেই আলো দৃষ্টিগোচর হয় তদ্রূপ বৈষ্ণবগণ গৌররূপে সমুদ্ভাসিত হইতেছেন।

অদ্যাপিও বৈষ্ণবগণ মহাভাগবৎ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ হৃদয়ে ধারণ করতঃ গৌর বেশ ডোর কৌপীন বহির্বাসাদি ধারণে স্বরূপ নাম হইয়াছে এ কারণ সহস্র সূর্য্যসম তেজ স্বভাবতঃ প্রকাশ হয়। আর নিত্যানন্দের স্বরূপ হয়। শ্রীমন মহাপ্রভুর মধুর সংকীর্ত্তনে ব্রতী থাকিলে গৌর নিত্যানন্দ যুগল রূপের সংমিলনে কোটী সূর্য্যসম তেজ লাভ করে. শ্রীগুরু বৈষ্ণব গোঁসাইয়ের কৃপা যাহার প্রতি হয় তাহারই ভাগ্যে দর্শন ঘটে।

"যৈছে আমার স্বরূপ তৈছে আমার স্থিতি"।

সূর্য্য উদয় না হইলে দিবা হয় না তেমনি মায়াতীত না হইলে মহাপ্রভুর স্বরূপ (সন্ন্যাসী) হইতে পারে না, প্রেম সূর্য্যও উদয় হয় না। প্রেত আত্মাকে নষ্ট করিতে পারে না জন্য প্রেতত্ব উদ্ধার জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হয় আর বর্ত্তমান অবস্থায় জন্ম মৃত্যু অশৌচ ভোগ করে। বৈষ্ণব হইলে সর্ব্ব কুল উদ্ধার হয়।

এই অমৃত অনুক্ষণ সাধু মহান্ত মেঘগণ
বিশ্ব উদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত ফল ভক্ত খায় নিরন্তর
তার প্রেমে জিয়ে জগজ্জন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অশৌচাদি বিকার রহিত শুদ্ধ সত্ত্বাধিকারী বা স্বাধীন হইয়া সাধে সেই ব্যক্তিকে জীবন মুক্ত বা সাধু কহে। ভক্তি অনুগা সাত্ত্বিকাচারীকে বিষ্ণু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব কহে। আর রাজভক্তকে মহান্ত কহে। সাংসারিকজন কনিষ্ঠ, জীবন মুক্ত মধ্যম ও প্রাপ্ত স্বরূপ উত্তম ভক্ত। এই সব জন বিশুদ্ধ সত্ত্বাবিশিষ্ট কৃষ্ণ লীলামৃত রসে নিয়ত মত্ত বিহ্বল এবং একনিষ্ঠ বৈষ্ণব কর্ত্তৃক সেই অমৃত লাভে সমর্থ হয়।

প্রথমতঃ সংসার বৈরাগ্য জন্মায় তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। দ্বিতীয়তঃ বিষয় বিরাগ জন্মে, বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্ত চিত্ত হয় অর্থাৎ ত্যাগ করিতে সতত চেষ্টা হয়। তৃতীয়তঃ দেহ বিবেক; আপন দেহের ভূষণ বা সুরস ভোজন সুখ দূর করিতে নিতান্ত ইচ্ছা হয়। এই ত্রিবিধ প্রকার উদাসীন্যতা না পৌছিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করিতে পারে না ইহা ধ্রুব নিশ্চয়।

প্রকৃতি সঙ্গীয় ভেকধারী দর্শনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে সেই জন্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। পরনিন্দা বা হিংসা ঘৃণা করা সাহিত্য বা শাস্ত্রাদিতে বিধান নাই— "নির্দ্দয় লোক পশুর সমান" এইরূপ বিধান আছে।

যে প্রকৃতি বিহনে তিলমাত্র সময়ও জীবন থাকিতে পারে না সেই প্রকৃতিরগণকে দর্শনমাত্রেই ক্রোধ উপস্থিত হয়, ইহা মূঢ় জীবের স্বভাব। ভেক ও সর্প যেমন পদ্মের তত্ত্ব জানে না।

স্ত্রী সঙ্গী হইলে যদি ভজন সাধন নষ্ট হয় তবে সদাশিব বা মুনিগণ সিদ্ধত্ব লাভে সমর্থ হইতেন না। বেদব্যাসের পত্নী ছিল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসহ বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মরাজ অধার্ম্মিকও নহেন নরকেও পতিত হয়েন নাই সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। স্ত্রীসঙ্গ যদি বন্ধের কারণ হয় তবে আবহমানকাল পর্য্যন্ত মুক্ত হইয়া কেহই শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সমর্থ হইতেন না। কামী বা অসংযতেন্দ্রিয় বা অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব বিশিষ্ট হইলে তাহার পক্ষে প্রকৃতি আশ্রয় নরকের কারণ, কেন না কাষ্ঠ পুতুল দর্শনে যাহার কামোদ্রেক হয় তাহার পক্ষে প্রকৃতি আশ্রয় ভজন করা নিষিদ্ধ ইহা শাস্ত্র সঙ্গত ব্যবস্থা। শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত অষ্ট পদ্ধতি ইহা ঐশ্বর্য্য পূর্ণ আর প্রেমাক্রমে মহাভাব পর্য্যন্ত ভক্তির অন্তদশাকে লাভ করা আবশ্যক জন্য পুরুষ ও প্রকৃতিতে এক হইয়া ভজিতে হইবে। যেমন ভ্রমর ও পদ্ম।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়ে হরিদাসকে বিশেষ কোন কারণ বশত ও তণ্ডুল বদ্লাই নিমিত্ত প্রকৃতি সম্ভাসনের কারণ বর্জ্জন করেন পরক্ষণেই পুরী গোঁসাই নাম রাখিয়া সন্তান উৎপত্তির জন্য পুরী গোঁসাইর পিতাকে আদেশ দেন। রামানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; তিনি দুইটী দেব দাসী লইয়া ভজন করিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর মিরারসঙ্গ ঘটিয়াছিল পঞ্চ রসিকের কৃত পদে মহাপ্রভু আনন্দিত হইতেন। এক্ষণে প্রকৃতি সঙ্গকে দূষিত বলিলে, সকলকে দূষিত জ্ঞান করা হইল। সম্ভব করি যাহাদের শাস্ত্র দেখা আছে তাহারা কখনই অন্যায়রূপে ধারণা করিবেন না। শাস্ত্রের আংশিক স্বীকার অসঙ্গত।

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গে এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ও পঞ্চ কণ্টকযুক্ত যে সঙ্গ সেই যোষিত অর্থাৎ কামী সঙ্গকে ত্যাগ করিবে।

স্নানং সংন্যাসনং পানং দানঞ্চ দার রক্ষনম।
সর্ব্ব মাগম মার্গেন শৈব ব্রহ্ম বধূতয়ঃ॥
মহানির্ব্বানতন্ত্র।

স্নান; নিত্য কৃত্য, ভোজন, দান ও স্ত্রী রক্ষা করা শৈব ব্রহ্ম ও অবধৌতগণের কর্ত্তব্য। সমস্ত

আগম শাস্ত্রের এইরূপ ব্যবস্থা। পুরুষ প্রকৃতি এক হইয়া ভজন করিতে চেষ্টিত হওয়া সঙ্গত। মূলে এক।

দোঁহার হৃদয় ধন দেব শ্রীগোবিন্দ।
সে ভাবে থাকিয়া পায় পরম আনন্দ॥
(ভক্তজীবন)

ভক্তির আচরণ যুগলে যুগল ভজন করা। প্রকৃতি আশ্রয় যাহার নাই সেই ব্যক্তি প্রেম ভক্তি কি পদার্থ তাহা জানে না, তাহার কারণ এই যে মনে মনে রাজা হইলে তাহাকে রাজা কহে না, তদ্রূপ রসাত্মিকা ভক্তি লাভ করিয়াছি এইরূপ ধারণা করিয়া উপাসনা করিলে তাহাকে ভক্তির আচার কহে না, তবে দিগ্‌দর্শন হয় ভক্তি মহারাণীকে প্রকৃতিতে বর্ত্ত করতঃ উপাসনা করিলে তাহাকে ভক্তি কহে। বর্ত্তমান পিরীতি হইতে বিশেষ পিরীতি লাভ হয়। জল বিহনে চাউল জ্বালাইলে ভাজা মূড়ী হয় আর জল দিয়া জ্বালাইলে সিদ্ধ অন্ন হয়।

"গুরু কৃষ্ণ রূপ হন" শাস্ত্রে কথিত আছে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিতে যদি কাহার আপত্তি না থাকে, তবে প্রকৃতিকে ভক্তিরূপিণী বলিতে আপত্তি করাও সঙ্গত নহে। মা ভিন্ন যেমন পুত্রস্নেহ কি তাহা অবগত হওয়া যায় না, তদ্রূপ ভগবানের প্রতি স্নেহ স্নান

প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব শিক্ষা করিবার বা উদ্দীপনের স্থান আর নাই। এজন্য স্বরূপতত্ত্ব প্রয়োজন।

সকাম-ক্ষেত্র ও নিষ্কাম-ক্ষেত্র— সংসার বিষয়ে বদ্ধ মানবগণ সকাম, আর পাশ মুক্ত পুরুষগণ নিষ্কাম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তবে যোগমায়া কতককে সাহায্য করিতেছেন না জন্য বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ নিষ্কাম, তবে অধিকারী ভেদে তারতম্য দৃষ্ট হয়।

প্রকৃতিকে দেখিলেই হিংসা বা দ্বেষ হয় কেন? ইহা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, যে কোন বিষয়ে অনৈক্যতা বা অনিষ্ট সম্ভাবনা নিশ্চয়—নতুবা যম তরাশে হইয়া উক্ত অন্যায় আচার পূর্ব্বক নরককে কামনা করিবার কারণ আর কিছু নহে, যেহেতু তাহারা কামী।

বৈষ্ণবগণের সন্তান হইলে নানাকপা বলিয়া ঘৃণা করা অন্যায়, সন্তান হইলেই যদি ধর্ম্মলোপ পায় বা ঘৃণার পাত্র হয় তবে পঞ্চাননের পুত্র কার্ত্তিক, মুনিগণেরও পুত্র হইয়াছে, ধর্ম্মরাজেরও পুত্র ছিল ইত্যাদি। 'মুনির পুত্র মুনি বৈষ্ণবের পুত্র বৈষ্ণব এই বাক্য অবশ্য মানিতে হইবে, যেমন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। যদি বৈষ্ণবের পুত্র বৈষ্ণব না

হইবে তবে অতি অল্প বয়সেই বৈষ্ণবের পঞ্চলক্ষণ লাভ করিতে সক্ষম হইবে কেন? বা সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত না হইলে বৈষ্ণবের গর্ভে স্থান পাইবে কেন?

অশুদ্ধসত্তাকে সংস্কার দ্বারা ভেক গ্রহণান্তর, শুদ্ধ সত্তা করিয়া বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়াছে, এজন্য শুদ্ধসত্তা হইতে সন্তান জন্মায়—সুতরাং আঁচি অশৌচ আসিতে পারে না অশুদ্ধসত্তা হইতে গৃহীগণের সন্তান হয় এজন্য অশৌচ হয়। বৈষ্ণবের পুত্র জন্মমাত্রই শুদ্ধ, অশুদ্ধতার চিহ্ন মাত্র নাই। বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে কখনই প্রকাশ হয় না যেহেতু বীজ নাই। সর্ব্বদা শুচি।

কৃষ্ণদাস নামে একজন সাধু তিনি বৈষ্ণবে অনুরক্ত ছিলেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে দর্শনমাত্রই দণ্ডবৎ করিতেন আর কোন বৈষ্ণবীকে গর্ভসম্ভাবনাপূর্ণা দেখিলে গর্ভস্থ সন্তানকেও পৃথকরূপে দণ্ডবৎ করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, মহাভাগবতোত্তম বৈষ্ণব, সেই ঔরসে বা গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সেও মহাভাগ্যবান্ নচেৎ এই পবিত্র গর্ভে স্থান পাইবে কেন? উক্ত পুণ্যবলে তিনি পরম পদ লাভ করিয়াছেন। (ভক্তমাল হইতে)

শূদ্রজাতি হয় কিম্বা ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তথাপি তাহার অন্ন পিণ্ডের সমান॥

সাংসারিক জন যদি কৃষ্ণভক্ত হয়।
তথাপিহ ভক্তিহীন কর্ম্মী তারে কয় ॥
(মহাজনোক্তম্)

অসম্প্রদায়ী মন্ত্র নিষ্ফল, শাস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যক্ত থাকিতেও যত গৃহী, যাহাদিগের আদৌ শিক্ষা দিবার অধিকার নাই তাহারাই শিক্ষাগুরু হইতে ইচ্ছা করে।

আদৌ মন্ত্রং সমাশ্রিত্যং তৎপশ্চাৎ বৈষ্ণবং সুধী
শিক্ষাগুরুং সমাশ্রিত্যং শিক্ষে দ্বৈষ্ণব সাধনম্।

প্রথমতঃ দক্ষিণ কর্ণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-সুধীর নিকট বামকর্ণে শিক্ষামন্ত্র গ্রহণ করতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সাধন করিবে। এই শ্লোকের জন্য দীক্ষাগুরু-গণ মন্ত্র প্রদান করিয়া শিষ্যকে "বৈষ্ণব জান" এই আদেশ দিতে বাধ্য হন। শিষ্য, সর্ব্বত্র ব্যক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবকে শিক্ষাগুরু করিবে। যদি গৃহীশিক্ষাগুরু করে তবে দীক্ষাগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে শিষ্য নিস্তার পাইতে পারে না। নরক অনিবার্য্য।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গৃহ্নাতি বৈষ্ণবাদ্‌গুরো।
(নারদপঞ্চরাত্রে)

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই ।
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব গোঁসাই ।

ভক্তিতত্ত্বসার ।

কৃত্বা সংপূজ্য বিধিবৎ সম্প্রদায়হীনং গুরুং ।
প্রয়াতি নরকং ঘোরং ক্রিয়া চ নিষ্ফলাভবেৎ ॥

(যোগতত্ত্বসাগরে)

সম্প্রদায়হীনজনকে পূজা পূর্ব্বক গুরুত্বে বরণ করিলে ঘোর নরক হইবে। ইত্যাদি।

অসম্প্রদায়ীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্রদ্বারাই তাহাকে নরক গমন করিতে হয়। এ কারণ সমস্ত শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সেই গুরুকে ত্যাগ করতঃ ঠাকুর বৈষ্ণবপদ আশ্রয় করিবে, সেই গুরুকে প্রতারক বন্ধু বলা যায়।

অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যা সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বিতং ।
বাক্যতস্য ন গৃহ্নীয়াৎ সুনালং সুহবি র্যথা ।।

ঘৃত কুকুরের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন নষ্ট হয় সেই প্রকার অবৈষ্ণবের বাক্য গ্রহণ করিবে না। কুকুর-উচ্ছিষ্ট বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—

" স্রোত বিধার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে "।

[পদ]

পারে যাইতে হইলে কুলকে ত্যাগান্তর নৌকারোহণ আবশ্যক। যেহেতু কুলত্যাগী বৈষ্ণবের চরণতরী ভিন্ন নিস্তার নাই। তদ্ভিন্ন ন তরস্তিণ তারয়েৎ।

অপকীট পতঙ্গানাং সর্ব্বেষাং মুক্তিদেহীনাং
মুক্তিক্ষেত্র মিদং প্রাপ্ত বৈষ্ণবদ্বেষীনং বিনা।
বৈষ্ণবদ্বেষী বিনা সকলেই মুক্তি পাইতে পারে।
আলিঙ্গনং বরং অন্যে ব্যাল ব্যাঘ্র জলৌকসাং।
ন সঙ্গং শৈল যুক্তানাং নানাদেবৈক সেবিনম্॥
সর্প ব্যাঘ্র কুম্ভিরের আলিঙ্গন দিহ।
তথাপি পাষণ্ড সঙ্গে সঙ্গ না করিহ॥

পাষণ্ড দলন।

শৈল শব্দের রূপক অর্থ গোবিন্দ দাস বলিয়াছেন—

শৈল সম কুল মান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥

একটী শৈল কুল আর একটী শৈলমান শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন——

দুই শৈল ছিদ্র পৈশে নারীর মরমে দংশে
মরে নারী সে বিষ জ্বালায়॥

"কৃষ্ণ ভুজ যৈন সর্পকায়" এই মর্ম্মে সুন্দর বুঝা যায় যে মৃত্যু সময় কালের দংশনে দেহান্ত হয় কিন্তু দেহে দংশন করে না অন্তরে দংশন করে, কোন্ দ্বারে প্রবেশ করে তাহাও অন্যে জানিতে পারে

না আর দেহে সে বিষের সঞ্চার হয় না। দেহে বিষের সঞ্চার হওয়া অবশ্য সম্ভব; কিন্তু এ দংশনে দেহের ক্ষতি স্বীকার না করিয়া পুর্ব্বে ছিদ্রে প্রবেশ করতঃ মারিতেছে অতএব গোপীগণের সম্মুখে একটী শৈল কুলের ধর্ম্ম, সতীত্ব, আর একটী শৈল গোপকুলের মান, এই দুয়ের অভ্যন্তরে কাল রূপ শমন প্রবেশের যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রে কৃষ্ণ ভুজ কাল স্বরূপে প্রবেশ করতঃ গোপীদিগের মন প্রাণ হরণ করিয়াছে। কুল মান পূর্ব্ব অবস্থাতেই পতিত আছে, তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই যাহাকে লইবার তাহাকে লই-য়াছে যেহেতু কুলে মহৎ হইয়া নানাদেব সেবন-কারী হয় তবে সে সঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যে জলে বাস করে সে জলের খবর রাখে আর যে স্থলে বাস করে সে তথাকার সংবাদ রাখে এই রূপে যে সংসারে বাস করে সে সংসারের খবর জানে; পরম পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারে না তবে জল জন্তু কচ্ছপের মত কখন কখন ডেঙ্গায় উঠে পুনঃ জলেই আশ্রয় লয়।

গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ ভাগবত পাঠ শিক্ষা করিয়া, ভাগবত পাঠের ব্যবসায়াদি করে আর লোক শিক্ষা দেয়; কেহ পণ্ডিত হইয়া বক্তৃতা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে আর লোক শিক্ষা দেয়, কেহ বিদ্যা

বলে পুস্তক রচনা করিয়া তাহা দ্বারা লোক শিক্ষা দেয়। যে বিষয় ব্যবহারে কৃষ্ণভক্তির গন্ধ বর্ত্তিতে পারে না বা ভক্তি ধর্ম্মমতে যাহাকে অজ্ঞান সম্ভূত তমঃ ধর্ম্ম বলে অথবা যে কামনা বাসনা— যাহাতে অনর্থ উৎপত্তি করে সেই অনর্থের একটী ঘুণও যাহার ক্ষয় হয় নাই— তাহা দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম লাভ হওয়া দূরে থাকুক অধোন্নতির চরমদশায় উপস্থিত হইতে হয়। কয়লা বিনা অগ্নি পাওয়া যায় না, তদ্রূপ বৈষ্ণব বিনা বৈষ্ণবধর্ম্ম লাভ হয় না, এজন্য দীক্ষা-গুরু আচার্য্যরূপ শিক্ষাগুরু মহান্তরূপ হইবে।

ভজনের দ্বারা যাহারা নিজে মুক্ত হইতে পারে নাই অষ্টপাশে বদ্ধ হইয়া আছে তাহাদের মনে এত সাধ কেন? "ছিঁড়া চাটাইতে শুইয়া লাখ্ টাকার স্বপ্ন দেখা" এই প্রকার অভ্যাস থাকিলে তাহা ত্যাগ করিতে যত্নবান হওয়া উচিত।

আমলী করকে লাগায় ধ্যান
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান
যোগী হোকে কুটে ভগ
এ তিন আদমী কলিকা ঠগ ॥

(তুলসীদাসের দোঁহা)

"বৈষ্ণবরূপেতে দেন শিক্ষা" অতএব মায়া-মুক্ত মহাত্মাগণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবে,

আর তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ পাঠের দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধন করিতে যত্নবান হইবে। [মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী আসিয়া বৈষ্ণব-সম্বন্ধীয় আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহাতে শেষ বিচারে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে পঞ্চলক্ষণযুক্ত থাকিলে তাঁহাকে গুরু জ্ঞান করিতে আপত্তি নাই। তবে হয় ত কোন ব্যক্তি বৈষ্ণবের সাজ সাজিয়া কপট করতঃ উপস্থিত হইলে অম্লান-বদনে সেবা পূজা ভক্তি করা হইল, দু'দশ দিন পরে তাহাকে দেখিয়া বুঝিলাম সে ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে এক জন দুষ্ট। এই প্রকার যখন দেখিলাম তখন মনে একটী দূষিত ভাব উদয় হইল, তাহাতে সেবা পূজা ভক্তির ফল নষ্ট হইতে পারে কি না ? তদুত্তরে বলা হইল, বৈষ্ণবসেবার ফল নষ্ট হইতে পারে না, বৈষ্ণবজ্ঞানে সেবা দেওয়া হইয়াছে তাহাই সত্য, কপটতার জন্য সেই ব্যক্তি নিরয়গামী হইবে। যদি তাহাতে দোষ ঘটিবার সম্ভব থাকে, তবে কর্ম্ম-বিভাগের সৎ ব্যবস্থা আইসা দুষ্কর।

স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা করা হইবে তাহাতে কোন দোষ ঘটে না, কারণ এই যে দুর্গোৎসব পূজা করা হয়, প্রথমতঃ প্রতিমাখানি খড় বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় যত্নে প্রস্তুত হয়। সেই প্রতিমা আসনে উঠাইয়া পূজা আরম্ভ করিলে তখন

ম্ম বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়, পরে পূজা অন্তে নিজেই জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে হয় ত কোন চরে কাঠাম বাঁধিয়া আছে দেখিতে পাওয়া গেল তাহাতে কি পূজার ফল নষ্ট হইতে পারে? ইহা কখনই সম্ভব নহে, অতএব যে কোন লোক বৈষ্ণববেশে আসুক না কেনে তাঁহাকে সেবা পূজা ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য।] বৈষ্ণব এই পদ বৈরাগ্যতার সহিত কোন সাদৃশ্য না হওয়াই সঙ্গত, কেন না বৈরাগ্য সাধারণেরই হইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণবত্ব লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানদশায় বৈরাগ্য, ভক্তিদশায় বৈষ্ণব, যেহেতু বৈরাগ্য দশলক্ষণ বৈষ্ণবের কোন আবশ্যক নাই।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকা সুহৃদ সর্ব্ব দেহিনাম্।
অজাত শত্রবেবং শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভুষণাঃ॥

(ভাগবৎ)

গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী এই ষড়গুণে ভূষিত হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে।

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নহে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বাহিরের পঞ্চলক্ষণ ও উক্ত গুণলক্ষণ বৈষ্ণবের গ্রহণীয়, বৈরাগ্যদশার গুণলক্ষণ ও বাহিরের লক্ষণ গ্রহণীয় নহে।

ন সাধয়তি মাং যোগং ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগ যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা ॥
[ভাগবত]

ভগবদ্বাক্য ; আমাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় উর্জ্জিতা ভক্তি, তদ্ভিন্ন যোগ জ্ঞান ধর্ম্ম তপস্যাদি বা ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা সম্ভব নহে।

ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি সাধন হয় না। বৈরাগ্য ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে একটী ঐশ্বর্য্য। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি বৈষ্ণবগণের পক্ষে নহে।

জ্ঞান বৈরাগ্য কভু নহে ভক্তির অঙ্গ।
অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥
(শ্রীকৃষ্ণ দাস]

কোন রাজার রাজ্যে কর্ম্মচারী ও প্রজা থাকে, তদ্রূপ ভগবানের ভক্তি রাজ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারা সেরেস্তাদার, ভ্রমণকারীগণ জরিপ আমিন স্বরূপ, আর যাহারা নির্জ্জন বনে বা গহ্বরে বাস করে তাহারা নিকাশদায়ী আসামীর স্বরূপ, আর বৈষ্ণবগণ অন্তঃপুরের মহিষীগণের স্বরূপ।

বৈষ্ণবসেবা বিহনে রাধাকৃষ্ণ পাইবার আর উপায় নাই, অতএব অদোষদর্শী হওত বৈষ্ণবে রতি মতি ভক্তি করা মানবজীবন চরিতার্থতার এক-মাত্র উপায়।

সহজ সহজ সবাই বলে।
সহজ করনে কেহ না চলে।
সহজ করনে কিছুই নাই।
সাক্ষাৎ ভজন শুনহ ভাই।
কিমতে সাক্ষাৎ ভজন হবে।
বৈষ্ণবের দেহে সকলি পাবে।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনেতে এক।
কপট ঘুচায়ে সাক্ষাত্তে দেখ।
যদি বল আর ধ্যানেতে পায়।
চণ্ডীদাস বলে ঐশ্বর্য্যময়॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব আরতি।



জয় জয় শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভগবান।
পদযুগে বন্দহ হ'য়ে সাবধান॥
শুভ সময়ে মন সাধেতে সাজায়।
শঙ্খ আদি খোল লই গৌর গুণ গায়॥
ঘৃত্ত বাতি জ্বালি দেই আরত্তি করে।
এক দিঠি হ'য়ে সবে বদন নেহারে॥
চরণ উপরে ফুল পড়ে রাশী রাশী।
সে শোভা হেরিলে গলে লাগে প্রেম ফাঁশী॥
প্রার্থনা করয়ে কর রাঙ্গা পদ দাসী।
ত্রিভুবনবাসি কর যোড় করে আসি॥
সধরচাঁদ দাস করে শ্রীপদ ভরসা।
ধ্যানে জ্ঞানে যেন মনে রহে ঐছে দশা॥



সমাপ্ত।

উপসংহার।

প্রমাণ সমর্থ নহে এমত কতকগুলি শ্লোকার্থ-গ্রহণে উপাসনা করিতে চেষ্টা করা অসঙ্গত, পরম্পরে শুনা কথা দ্বারা ইষ্টসাধন হওয়া সম্ভব নহে।

সংসারে থাকিয়া যাহার ভাবের উদয় হয়।
সেই সে পরমবৈষ্ণব জানিহ নিশ্চয়॥

(কল্পিত]

মহাজনোক্ত প্রমাণ নহে, আর এই প্রমাণে বহু দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম চরণে সতরটি অক্ষর আর দ্বিতীয় চরণে পোনরটি অক্ষর এরূপ পয়ার অসঙ্গত, দ্বিতীয় ভাবের উদয়, ভাব বলিতে ভক্তিভাব, এক্ষণে গোপীভাব। চিত্তশুদ্ধি হওয়ার নামকে ভাব কহে। বিষয় ত্যাগ না করিলে মন-শুদ্ধি হইতে পারে না, অতএব ভাবের পূর্ণ প্রকাশ স্বীকার করা অসঙ্গত, আংশিক উদয় হইতে পারে। তৃতীয় কারণ পরম বৈষ্ণব কথা ব্যবহারে দ্বিবিধ দোষ লক্ষিত হয়, কেননা পঞ্চলক্ষণযুক্ত হইলে বৈষ্ণব হয়, তদতিরিক্ত গুণ প্রকাশের জন্য পরমশব্দ ব্যবহৃত

হইতে পারে, আর বৈষ্ণব এই শব্দ যদি উপাধিগত হয়, তাহা হইলে উপাধিতে বিশেষণ চলিতে পারে না; যেমন 'পরম চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে না।

পাঠক শ্রোতাগণের নিকট লেখকের বিনীত নিবেদন এই যে বৈষ্ণব সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করা হইয়াছে, তাহাতে সুধীগণের নিকট বিচার-যোগ্য হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব, কোন ত্রুটি দোষ থাকিলে তাহা ক্ষমার্হ হইবে।

উক্ত বৈষ্ণব কল্প গ্রন্থ বহু মহাত্মা মহান্তগণের উপদেশ ও আদেশ ক্রমে প্রচার করা হইল। যশোহর জেলার অন্তর্গত শঙ্করপুরের মহাত্মা প্যারীচাঁদ দাস বৈষ্ণব মহোদয়ের দ্বারা সংশোধন করান হইয়াছে, আর তাঁহার আখড়ার স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি শ্রীশ্রী৺ মদনমোহন জীউর কৃপায় উক্ত গ্রন্থ ছাপাইবার অনুমতি ও শ্রীভক্তিমতী গৌরমনিকে পাওয়া গিয়াছে। নিবেদন মিতি। সন ১৩১৪ সাল



বিজ্ঞাপন।

বৈষ্ণব পরমধর্ম্মঃ বৈষ্ণব পরমন্তপঃ
বৈষ্ণব পরমারাধ্যঃ বৈষ্ণব পরমগুরুঃ ॥

১। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিপালনে ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হউন।

মহাত্মা বৈষ্ণবগণের প্রতি।

১। যাঁহারা ডোর, কৌপিন, বহির্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্বর ধারণ করিবেন, নচেৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে পৃথক থাকা উচিত।

২। ভিক্ষার্থে যখনই গমন করিবেন, তখনই তিলকাদি করতঃ গমন করিবেন, তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার বিশেষ আবশ্যক করে না।

৩। গৃহীগণের হুকায় তামাক খাওয়া না হয়।

৪। বৈষ্ণবগণের পক্ষে গৃহস্থের চাকরি করা অসঙ্গত এজন্য পরাধীন বৈষ্ণবগণ স্বাধীন হইবেন।

৫। বৈষ্ণবীগণের পক্ষে গৃহস্থকে আশ্রয় করা নিতান্ত অন্যায়, এজন্য সত্বর পৃথক হইতে চেষ্টিত হওয়া সঙ্গত।

ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে গৃহস্থগণের পক্ষে বৈষ্ণবী রাখা মহাপাপ, এজন্য সমাজ হইতেও এই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৬। গৃহস্থভক্ত ব্রাহ্মণাদিকে প্রণাম করা বা পদরজ গ্রহণ করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে বিধান নাই।

৭। বৈরাগী বলিয়া পরিচয় না দিয়া "দাস বৈষ্ণব" বলিবেন, লিখিতেও "দাস বৈষ্ণব" এই শব্দ লিখিবেন।

৮। গৃহস্থভক্ত ব্রাহ্মণাদিকে কেহ শিক্ষাগুরু করিবেন না, কারণ শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

গৃহস্থগণের প্রতি।

বৈষ্ণবের হিতসাধন করিলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের হিতসাধন করা হয়। ইহাতে আর্য্য সনাতন ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার হইবে সমাজেরও বিশেষ উন্নতি হইবে। আশা করি যে সাধারণের উৎসাহে ধর্ম্মধ্বজা উড়িবে।

নিবেদন মিতি সন ১৩১৪ সাল মাহা বৈশাখ।

শ্রীবৈষ্ণবানুগত দাস—

শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী— প্রকাশক।

ফুলহরি পোষ্ট, ফুলহরি আখড়া, জেলা যশোহর।

পরম সদুপায়।

পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত উজ্জ্বল রসাত্মিকা ভক্তি লাভের অতি সরল সহজ উপায় এই যে, " নিরন্তর জপ নাম হরে কৃষ্ণ রাম। অচিরাৎ পূর্ণ হবে সর্ব্ব মনস্কাম। বৈষ্ণব-সেবন কর হইয়া তৎপর। নিত্যলীলা যত ইতি হইবে গোচর ॥" আর যদি হরির নিকট বাস করিতে সাধ থাকে তবে কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন ব্রজলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন আবশ্যক এবং তুলসীকানন স্থাপন করিতে হইবে।

ন যত্র বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠা ন চ তুলসীকাননং।
ন তিষ্ঠতি হরি স্তত্র শ্মশান সদৃশস্তু তৎ ॥

নারদীয়ে।

যেঁথানে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ নহে অথবা যেখানে তুলসীকানন নাই আর যেখানে অন্য আলাপ হয় সেই সব স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। ইতি ।।

গোঁসাই শ্রীল অনাথবন্ধু দাস বৈষ্ণবশিক্ষাগুরু ও শ্রীল রামানন্দ দাস বৈষ্ণব ভারতীগুরু তাঁহাদের চরণসেবক শ্রীসধরচাঁদ সন্ন্যাসী দাস বৈষ্ণব-গ্রন্থকার।

সিদ্ধ দশানুরূপ প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রাণধন।

পাইয়া মনুষ্য জন্ম, না করিয়া সেবা কর্ম্ম,
ধিক্ বহু জাতি কুল ধন।
শিশুকাল হইতে মতি, গুরু বন্ধু পিতা পতি,
সেবা পূজা করি অনুক্ষণ।
নয়নজলে চরণ ধুয়াই, মাথার কেশে চরণ মুছাই,
মালা দিই করিয়া যতন।

কাঙ্গালিনী অযোগ্য অতি, না জানি ভকতি স্তি
দয়া করি রাখ শ্রীচরণে।
স্বর্ণ থালীতে রাখিয়ে থরে থরে সাজাইয়ে
স্বর্ণভৃঙ্গারেতে জলদানে।
হৃদি-রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া সযতনে
মিষ্টান্নাদি দিব শ্রীবদনে।
ফুলসজ্জায় শোওয়াইয়ে চরণ-সেবা করি গিয়ে
সুখেতে তাম্বুল কর পানে।
সে নিদ্রাভঙ্গের কালে দুজনার ল'য়ে কোলে
ক্ষীর সর বদনেতে দিব।
ললিতা বিসখা আদি সেবা করে নিরবধি
সেই ভাবে দর্শন করিব॥

প্রভু প্যারীচাঁদ তুমি দয়া কর মোরে;
মধুর মাধুর্য্যলীলা স্ফুরুক অন্তরে॥
তোমার সহিত থাকি সখার সহিতে।
প্রবীণ পরমানন্দ-পূর্ণ সর্ব্বচিতে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী ডাকিবে আমায়।
আয় দাসি! সেবা-কার্য্য করি গে ত্বরায়॥
আজ্ঞা পেয়ে অবিলম্বে হ'বে উপনীত।
যুগল-সেবার কার্য্য করিব ত্বরিত॥
নব সখি দেখি মোরে করিবে গ্রহণ।
লীলামৃতে জুড়াইবে দেহ পঞ্চপ্রাণ॥
যুগল চরণ সেবা সদা অভিলাষী।
প্রার্থনা করয়ে পদে গৌরমণি দাসী॥
কাঁদে বুক বিদরিয়ে কেশ ছিঁড়ি করে॥
সেবা বিনা ধিক ধিক শতধিক মোরে॥

অশুদ্ধি শোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	গতি (০)	গতি (●)
৬	১০	বাহি	বহি
৮	৬	বঞ্চবং	বৈষ্ণবং
২১	৭	ভুক্তোহপি	ভুক্তোপি
২৩	২২	পদ্মপুরাণ	বিষ্ণুপুরাণ
২৯	৬	হ্যাত্র	হ্যাত্র
,,	২০	নিতং	নিত্যং
৩৩	৬	অছে	আছে
,,	১২	দিবে	দিতে
৩৪	১১	অন্যাভিলাসিতা	অন্যাভিলাষিতা
,,	,,	কর্ম্মাদনাবৃতং	কর্ম্মাদ্যনাবৃতং
৪২	২	তাহারেই জানিবে বৈষ্ণব প্রধান	সেই বৈষ্ণব তাহারে করিবে সম্মান
৪৩	১১	পত্তবি	পাতবি
৪৪	৮	বাসসি	বাসাংশী
,,	১০	বৃহন্নারদীয়	●
৪৭	১৮	রসাপ্রয়	রসাশ্রয়
৪৮	১০	যস্ত্র	যন্ত্র
৫৭	২১	নির্ভল	নিভুর্ল
	৩	ভক্তি	রাগভক্তি
৫৮	৪	ভক্ত	ভক্তে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৯	৮	বঙ্গল	বদ্গল
৮২	১৭	সমাশ্রিত্য	সমাশ্রিত্যং
,,	১৮	বৈষ্ণব	বৈষ্ণবং
,,	১৯	শ্রিত্য	শ্রিত্যং
,,	,,	শিক্ষোদ	শিক্ষেদ
৮৩	১৩	ভেদ	ভেদঃ
৯১	১৪	বৈষ্ণবী	বৈষ্ণব
১০৬	১১	বিপ্র	বিপ্রং
১০৯	১০	শিক্ষেদ বৈষ্ণবং	শিক্ষেদ বৈষ্ণব
১১০	৮	বৈষ্ণনাং	বৈষ্ণবা
,,	৯	স্পর্শ	স্পর্শ
১১৩	১৯	বণ	বর্ণ
১১৫	১১	সমর্থন	সমর্পণ
১২৫	১৮	ধর্ম্মশাস্ত্র	ধর্ম্মশাস্ত্রে
১৪৫	১২	অ াং	অর্থাৎ
১৫০	৬	বৈষ্ণবের	বৈষ্ণবীর
১৫১	১৬	ছিদ্র	ছিদ্রে
১৫৫	৬	তাহা	তাহার
প্রার্থনা	০	অযোগ্য	অযোগ্যা
,,	০	তি	স্তুতি
,,	০	স্বর্ষ	স্বর্ণ
,,	০	হবে	হব